গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার বিন্যাস এবং কৃষকদের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের একটি গ্রাম সমীক্ষণ (১৯৭৭-৮০)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম,ফিল, ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিভাগে দাখিলকৃত একটি থিসিস, সন- ১৯৮০ ইং।

Dhaka University Library
384593

R. Jahan

B.K. Jahangir

384593

Associate Professor,
Department of Political Science
Dacca University.

Professor,
Department of Political Science.
Dacca University.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মনোরঞ্জন রাজবংশী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

M.

M.Phil.

GIFT

384593

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আমার [illegible] শিক্ষক প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে আমি এই কাজটি শুরু করি। তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনের পর পুনর্বার আমি প্রফেসর রওনক জাহান ও ডক্টর বি,কে,জাহাঙ্গীরের যৌথ তত্ত্বাবধানে কাজটি সমাপন করেছি। তাঁরা আমার চেতনা-চিন্তন ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে অনুরূপ সহায়তা করেছেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। সে জন্য তাঁদের সকলের করকমলে নিবেদন করছি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ঢাকা জেলার " কিষানপুর " গ্রামের অধিবাসীদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা তাঁরা এই কাজটি সমাপন করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আমি এই মুহূর্তে আমার স্কুল জীবনের দু'জন পূজনীয় শিক্ষক- জনাব সিরাজুল ইসলাম ও শ্রী ভবেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি, তাঁদের আশীর্বাদ আমাকে দিয়েছে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। আমি এই সঙ্গে অধ্যাপক কে,এম,সা'দউদ্দিন ও ডক্টর এমাজউদ্দিন আহমেদকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

মনোরঞ্জন রাজবংশী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা,
১৮ই এপ্রিল, ১৯৮০ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ সূচীপত্র ঃ

		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	ক
২।	প্রথম পরিচ্ছেদ অবতরণিকা	১
৩।	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গ্রামের সাধারণ ইতিবৃত্ত	৬
৪।	তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাজ কাঠামো	৩৫
৫।	চতুর্থ পরিচ্ছেদ রাজনৈতিক কাঠামো	৭৫
৬।	পঞ্চম পরিচ্ছেদ উপসংহার	৯০
৭।	গ্রন্থপঞ্জী	৯৬

384593

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার বিন্যাস
এবং
কৃষকদের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

বাংলাদেশ মূলতঃ গ্রামাঞ্চল। গ্রামাঞ্চলের সমাজ কাঠামো কৃষি ভিত্তিক। গ্রামের লোক সকল একটি নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোর বাসিন্দা। কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর নিয়ম মেনে গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতার বিন্যাস তৈরী হয়। গ্রামের লোকদের অধিকাংশই কৃষি কর্মের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে সম্পর্কিত, সেজন্য ঐ সমাজকে কৃষক সমাজ বলে চিহ্নিত করা যায়, আর কৃষক সমাজের বাসিন্দাগণ ক্ষমতা বিন্যাসের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে সম্পর্কিত। তাই গ্রামের বিদ্যমান সমাজ কাঠামো থেকে ক্ষমতার বিন্যাস তৈরী হয়। ঐ বিন্যাসে বিভিন্ন কৃষক স্তর কিভাবে জড়িত কিংবা বিভিন্ন কৃষক স্তর গ্রামীন উন্নয়নে কিভাবে সম্পর্কিত, অথবা গ্রামাঞ্চলের বাইরেকার জাতীয় সমাজ কাঠামোর মধ্যে ঐ বিভিন্ন কৃষক স্তরের অবস্থান কি- সবই ক্ষমতার বিন্যাস বিশ্লেষনের জন্য জরুরী। তাছাড়া, ক্ষমতা কাঠামোর কৃষকদের শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব ও অংশ- গ্রহনের প্রকৃত স্বরুপ কি, তাও বিশ্লেষণ করা জরুরী। এই নিবন্ধে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাস ও কৃষকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

খ- গবেষনা পদ্ধতি / Methedelegy   384593

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান সমাজ কাঠামো ও ক্ষমতার বিন্যাসে কৃষকদের শ্রেণী ভিত্তিক ভূমিকা শীর্ষক এই নিবন্ধে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট গ্রাম নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে আমি ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Histerical Methed), সেই সংগে সমাজ জীবনে অংশ গ্রহন মূলক পর্যবেক্ষন পদ্ধতি (Methed ef participant Observatien) অনুসরণ করেছি। আমি জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং থেকে আগষ্ট, ১৯৭৯ ইং পর্যন্ত এই গ্রামে বাস করেছি, তাঁদের একজন বাসিন্দা হিসাবে অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ভাবে তাঁদের জীবন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করে উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমি গ্রামীন জীবন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি আহরনের জন্য স্থানীয়-

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তাবে সংরক্ষিত ও প্রাপ্ত লিখিত দলিলপত্র ও অলিখিত লোকশ্রুতি, জনশ্রুতি, প্রবাদপ্রবচন সাহায্য নিয়েছি। এই পর্যায়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সংগে আলাপ করেছি। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত দলিলপত্র সকল ব্যবহার করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি " গ্রামের " জরিপ সম্পন্ন করেছি। জরিপের উদ্দেশ্যে ছিল গ্রামের লোক সম্পদ ও বস্তু সম্পদের তালিকা তৈরী করা। আবার গ্রামীন জীবনের বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য আমি একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা দলিল (Questionnaire) প্রনয়ন করে প্রয়োগ করেছি। জরিপ, প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের পাশাপাশি আমি গ্রামের জীবন যাত্রায় অংশ গ্রহন করেছি। এই অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে কাজ করেছি পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রস্তুত প্রশ্নমালা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে সম্পুরক প্রশ্নাদির মাধ্যমে তথ্যাহরণ করেছি।

সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের খাতিরে প্রশ্নপত্র বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়াদি অবলোকন করতে উৎসাহিত হয়েছি। আবার সংগৃহীত তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাই করার জন্য আনুঃ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে সকল সন্দেহ বিমোচন করে নিশ্চিত হয়েছি। পরিশেষে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহ বিশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করতে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Statistical Analytical Method) বিশেষ করে ঘটনাভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Case Analysis Method) অনুসরণ করেছি এই নিবন্ধে। এই গবেষণা কর্মটির সমাপ্তি পর্যন্ত উপরোল্লিখিত পদ্ধতি সমূহ সর্বদা অনুসরন করতে সতর্কতা অবলম্বন করেছি। এই প্রসঙ্গে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের সময় অনেক উত্তরদাতা/ তথ্য প্রদানকারী প্রাথমিক ভাবে সঠিক তথ্য প্রকাশ কিংবা সরবরাহ করতে অহেতুক বিলম্ব কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেকে একথাও বলতে দ্বিধা করেননি যে, এই জরীপের ফলে হয়তো বা তাঁদের কর (Tax) বৃদ্ধির পাবে এবং এতে তাঁদের ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত উপকার সাধনের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। সেজন্য তাঁদের অনেকের প্রশ্নগুলো ছিলো- " এতে আমাদের লাভ কি ? " অনেকে আবার রিলিফ (Relief materials) পাবার আশায় লোকসংখ্যা বাড়িয়ে বলেছেন, কেহবা অধিক কর (Tax) আরোপনের ভয়ে সম্পদ কম বলেছেন, কেউ কেউ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় গ্রাম-বাসীদের তাৎক্ষনিক উপকারে ব্যর্থতার কথা উত্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ- গবেষণাক্ষেত্র / Study Area

এই গবেষণা কর্মটি সমাপন করার উদ্দেশ্যে গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে একটি গ্রামকে বাছাই করেছি। গ্রামটির নাম " শিবানপুর "। এটা ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার সাটুরিয়া থানার অন্তর্গত তিল্লী ইউনিয়ন পরিষদের একটি গ্রাম। ঢাকা শহর থেকে এই গ্রামের দুরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল।

এই গ্রামটি " শিবানপুর " নামক মৌজায় অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্বদিকে রয়েছে 'বাজেয়াপ্তি ভাটরা" গ্রাম, ও 'পূর্ব ভাটরা' নামক গ্রামটির অবস্থিতি রয়েছে পশ্চিম দিকে। আর চরতিল্লী নামক গ্রামটি এই গ্রামের উত্তর দিকে রয়েছে এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে- (১) উত্তর উথলী, (২) দক্ষিণ-খাল-পাথোয়া ও (৩) মধ্য-খাল-পাথোয়া - প্রভৃতি গ্রামগুলো এই নিরীক্ষণাধীন গ্রামটিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। কালীগঙ্গা নদীটি এই গ্রামের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে।

এই গ্রামটি মনোনয়নের পিছনে কাজ করছে: গ্রামটির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। পরিচয়ের জন্য এই গ্রামের কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল। সে জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলী সঠিক ও নির্ভুল হতে পারে ধারণায় আমি গবেষণার ক্ষেত্র (Study Area হিসাবে এই গ্রামটি নির্বাচন করেছি।

ঘ- সমস্যা আলোচিত/ বিভিন্ন পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশের একটি গ্রামের বিদ্যমান গ্রামীণ সমাজ কাঠামো তথা ক্ষমতার বিন্যাস ও এতে কৃষক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থিতি, প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা, পদমর্যাদা, বিশেষ করে মধ্য কৃষক শ্রেণীর প্রভাবশালী ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। গ্রামের সমাজ কাঠামো তথা ক্ষমতার বিন্যাস মূলতঃ বিদ্যমান গ্রামীণ অর্থনৈতিক, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক বিন্যাস সমন্বয়ে সংগঠিত। তার দরুন সকল গ্রামের মধ্যে যেমন অভিন্নতা আছে তেমনি আছে বিশেষ গ্রামের ভিন্নতা।

Dhaka University Institutional Repository

এই নিবন্ধের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস করেছি।

ক. প্রথম পরিচ্ছেদে গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্যাবলী, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত একটি গ্রাম ও তার ভৌগোলিক অবস্থিতি, গবেষণা কর্মটির সহিত সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষণা কর্মটির প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাস এবং ঐ বিন্যাসে কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণী বিশেষ করে মধ্য কৃষক শ্রেণীর প্রভাবশালী ভূমিকা এবং পরিশেষে সকল কৃষক শ্রেণীর অংশ গ্রহণ ব্যতীত গ্রাম তথা গ্রামের কৃষকদের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি অসম্ভব - এতদ্বিষয়ে প্রকৃত সত্য উৎঘাটন করে গ্রামীণ জীবনের অল্পকালীন সময়ের একটি পরিচ্ছন্ন সচল চিত্র অংকন করাই মুখ্য বলে বিবেচিত। গবেষণা পদ্ধতি প্রসঙ্গে আমি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি (মুখার্জী ১৯৬৭, জাহাঙ্গীর, ১৯৭৯) অনুসরণ করেছি।

খ. এই নিবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উৎথাপিত হয়েছে: গ্রামটি কি একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সমাজের আওতাভুক্ত প্রবিষ্ট ও এ্যানক্যাপসুলেটিং ইউনিট হিসাবে গণ্য ? আলোচ্য গ্রামটি কি একটি কৃষক গ্রাম ? যদি তাই হয়, তবে তার সমাজ, কৃষকের সংজ্ঞা ও কৃষকদের শ্রেণী বিন্যাস বলতে কি বুঝায় ? গ্রামীণ সম্পদ কাঠামো কি ? কোন শ্রেণীর কৃষক গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাসে প্রভাবশালী ? তাঁদের প্রতিপত্তির উৎস কি ? উপরোক্ত প্রশ্ন বাদে ও গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার বিবরণাদি, সম্পদ কাঠামো, কৃষক ও কৃষকের সংজ্ঞা, কৃষক শ্রেণী সমূহ ও তাদের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গ. নিবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিরীক্ষিত গ্রামটির সমাজ কাঠামো বিশ্লেষিত হয়েছে। সেখানে সমাজ কাঠামো- অর্থনৈতিক, জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও রাজনৈতিক কাঠামো সমন্বয়ে সংগঠিত বলে অর্থনৈতিক ও জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামোর প্রকৃতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে আরো দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, গরীব কৃষক শ্রেণী বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর মধ্য কৃষক শ্রেণী কিংবা ধনী কৃষক শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়ে একটি অসংঘবদ্ধ শ্রেণী-অবস্থা (a class - in - itself) থেকে সংঘবদ্ধ শ্রেণী (a class - for - itself) তে রূপান্তরের প্রক্রিয়া।

২. এই নিবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমি রাজনৈতিক কাঠামো বলে আখ্যায়িত ইউনিয়ন পরিষদের গঠন প্রকৃতি, মুখপাত্র ও কার্যক্রম এবং নির্বাচনে জাতিগোষ্ঠি কাঠামোর ভূমিকাসহ বিবিধ প্রশ্নাদি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছি। গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত সরকারী প্রকল্পগুলো আদতে বিশেষ শ্রেণীর অগ্রগতি সাধন করছে- এটা দেখানো হয়েছে। এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ অনুপস্থিত বলে রাজনীতিসহ বিবিধ ক্রিয়াকলাপ জাতিগোষ্ঠি কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিভিন্ন গোষ্ঠিই গ্রামাঞ্চলে উভয় (জাতিগোষ্ঠি ও রাজনৈতিক) কাঠামোর যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসাবে স্বীকৃত ও সেজন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো সরকারীভাবে স্বীকৃত সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও জাতিগোষ্ঠির কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে।

৩. পঞ্চম পরিচ্ছেদটি হচ্ছে উপসংহার। এখানে একথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, "কিষানপুর" একটি কৃষক অধ্যুষিত গ্রাম এবং এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকদের বসতি। প্রতিটি শ্রেণীই বিদ্যমান সমাজ কাঠামোয় নির্ধারিত ভূমিকা প্রতিপালন করছে। মধ্য কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা এই কাঠামোয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই শ্রেণী বস্তু সম্পদের মালিক বা নিয়ন্ত্রক। অপরদিকে, জন সংখ্যার দিক দিয়ে গরীব কৃষকদের অবস্থান সবার নীচে কিন্তু তাদের ভূমিকা সমাজ কাঠামোয় অধস্তন, কারণ বস্তু সম্পদের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে তারাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর ধনী কৃষক শ্রেণী মানবীয় সম্পদ (Human Resource) এর দিক দিয়ে সবার নীচে অবস্থান সত্ত্বেও মধ্য কৃষকদের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করছে। পরিশেষে মন্তব্য করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাসে সকল শ্রেণীর কৃষকদের সমভাবে প্রতিনিধিত্ব/অংশগ্রহন ব্যতিরেকে কৃষক সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সাধন অসম্ভব। এবং কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের অভাবে রাজনৈতিক কাঠামো (Formal Power structure) গ্রামাঞ্চলে জাতিগোষ্ঠি কাঠামোর (Informal Power structure) ওপর নির্ভরশীল রয়েছে - একথা সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের নাম কিষানপুর। এই গ্রামটি সাটুরিয়া থানার তিল্লী ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম। গ্রামটি "কিষানপুর মৌজায়" অবস্থিত। বাংলাদেশের গ্রামের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে, যেমনঃ মৌজা গ্রাম (Mouza Village), অ-নির্ধারিত গ্রাম (Elusive Village), সেন্সাস গ্রাম (Census Village), সামাজিকভাবেগ্রহণযোগ্য গ্রাম (Socially Accepted Village) ও প্রশাসনিক গ্রাম (Administrative Village)। প্রতিটি সংজ্ঞা গ্রামের বিভিন্ন সত্তার অর্থ প্রকাশক। নির্দিষ্ট সীমা রেষ্টিত মৌজার ভিতরে অবস্থিত গ্রামই মৌজা গ্রাম। যে গ্রামের ভৌগোলিক সীমানা অ- নির্ধারিত, সে গ্রাম বার্টোচ্চির ভাষায় অ-নির্ধারিত গ্রাম (বার্টোচ্চি ঃ ১৯৭০), আর সেন্সাস কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখা পরিবেষ্টিত যে গ্রাম চিহ্নিত, তা-ই সেন্সাস গ্রাম বলে অভিহিত, সামাজিকভাবেগ্রহণ যোগ্য গ্রাম বলতে বুঝায় গ্রামবাসী নিজগ্রামসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা স্বীকৃত গ্রাম। প্রশাসনিক গ্রাম বলতে সরকারী প্রশাসনিক বিভাগের স্বীকৃত প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পরিচিত যে গ্রামের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে তাকেই বুঝায় ঃ (আদনানঃ ১৯৭৫)। আলোচ্য গ্রামটি মৌজাগ্রাম, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের দু'টো ইউনিটের সহিত সংযুক্ত-এক:রাজস্ব, দুইঃ প্রশাসনিক। ইউনিট দু'টো আবার থানা প্রশাসন তথা জেলা প্রশাসনের সহিত জড়িত। উল্লেখ্য যে, দু'টো ইউনিট রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সহিত জড়িত, সেই সুবাদে গ্রামটি সার্বিকভাবে বৃহত্তর সংগঠনের ভিতরে প্রবিষ্ট (penetrated) ও এনক্যাপসুলেটর (encapsulated) অবস্থায় রয়েছে। সেই অর্থে এই গ্রামটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের একটি এনক্যাপসুলেটিং (Encapsulating ইউনিট হিসাবে পরিগণিত।

পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিবরণ

নিরীক্ষণাধীন গ্রামের সহিত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আত্মীয়তা ও ধর্মীয় ইত্যাদি। গ্রামবাসীদের মধ্যে অর্থের আদান-প্রদান, জমা-জমির বিষয়াদি প্রভৃতি অর্থনৈতিক সম্পর্কের আওতাধীন। এই গ্রামের অধিবাসীদের মোট ২৯৫ বিঘা জমি রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮২ বিঘা জমিই রয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মৌজায়, অন্যদিকে, তিনগ্রামের অধিবাসীদের ৫৩ বিঘা জমি রয়েছে এই গ্রামের ভিতরে। জমি-জমা বাদেও

Dhaka University Institutional Repository

ধার-কর্জের সম্পর্কে এই গ্রাম অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে আবদ্ধ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে বিচার, শালিশ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিচার বা শালিশের সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুরব্বী নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। নির্বাচন, ভোটদান ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিতরে পড়ে। বিয়ে-শাদী, আকিকা, মৃত ব্যক্তির কবর দেয়া, চল্লিশা অনুষ্ঠান প্রভৃতি সামাজিক ধর্মীয় সম্পর্ক বলে পরিগণিত। মিলাদ-মাহফিল, ওয়াজ-নছিহত, ধর্মীয় জলসা ইত্যাদি ধর্মীয় সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সহিত এই গ্রামের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

এই গ্রামের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত রয়েছে কতিপয় গ্রাম। এই গ্রামের পূর্বদিকে রয়েছে 'বাজেয়াপ্তি ভাটারা গ্রাম এবং পূর্ব ভাটারা' নামক গ্রামটির অবস্থিতি রয়েছে পশ্চিম দিকে। আর চরভিল্লী নামক গ্রামটি এই গ্রামের উত্তরদিকে রয়েছে এবং দক্ষিণ দিকে দিয়ে (১) উত্তর ভবনী, (২) পশ্চিম খলশাখোয়া ও (৩) মধ্য খলশাখোয়া- প্রভৃতি গ্রামগুলো এই নিরীক্ষণাধীন " কিষানপুর " গ্রামটিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। কালীগঙ্গা নদীটি এই গ্রামের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা / Communication System

গ্রামটির দূরত্ব ঢাকা শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল। ঢাকা-আরিচা সড়কে, মানিকগঞ্জ বাস্ ষ্ট্যান্ডে পৌঁছে, কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়। রাস্তার পাশে মানিকগঞ্জ থানার প্রশাসনিক অফিস, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP) ও থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র। সেখান থেকে রিক্সা কিংবা ঘোড়ার গাড়ীতে বাংলাদেশের হাট যাওয়া হয়। আনুমানিক দূরত্ব সাড়ে তিন মাইল। পাকিস্তানী আমলে এই হাটের নাম ছিলো- পাকিস্তানের হাট, দেশ স্বাধীনতা লাভের পর এর নামকরণ হয় জয়বাংলা হাট আর ১৯৭৫ সনের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর এই হাটের নতুন নাম হয় বাংলাদেশ হাট। বাংলাদেশ হাট থেকে নিরীক্ষণাধীন গ্রামের দূরত্ব পৌনে এক মাইল। রিক্সা, ঘোড়া গাড়ী কিংবা সাইকেলে এই গ্রামে যাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের ইতিহাস

এই গ্রামের ইতিহাস জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছি । সংগৃহীত তথ্যাবলী অনুযায়ী গ্রামের ইতিহাস নিম্নরূপ : আনুমানিক ৬০(ষাট) বৎসর পূর্বে এই গ্রামটি গড়পাড়া গ্রামের অংশ বিশেষ বলে পরিচিত ছিল । এই গড়পাড়া গ্রামটি তিল্লী জমিদারী মালিক রামভবানী রায়ের 'তালুক' ছিলো বলে অনুমিত। ১৯৩৮ সনে এই তালুকের সত্বাধিকার বিক্রিত হয়েছিলো এবং খরিদ করেছিলেন হাজী আকাল উদ্দিন, খান বাহাদুর রওশন উদ্দিন ও কাজী জহির উদ্দিন প্রমুখ । ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাসত্ব আইন (East Bengal Land Acquisition and Tenancy Act, 1950) কার্যকরী হবার ফলে বাংলাদেশ সহ এই গ্রামের জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছিলো, কিন্তু ১৯৫৬ সন পর্যন্ত সরকারী ভাবে জমিদারীর সত্বাধিকার সরকার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা এই গ্রামের সত্বাধিকারী হিসাবে গন্য ছিলেন । উল্লিখিত গ্রামের প্রজা সাধারণ খাজনা দিতেন গ্রামের ঐ তিন তালুকদারকে,।

তালুকদারগন আবার সরাসরি সরকারকে খাজনা প্রদান করতেন। এই ছিলো প্রজাদের সহিত সরকার ও তালুকদারদের সম্পর্ক । তালুকদারগন মধ্য-সত্বাধিকারী হিসাবে পরিগণিত হতেন ও প্রজাদের সহিত সরকারের কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিলোনা । কাজেই গ্রামটির মর্যাদাও অনুরূপ ভাবে নিরূপিত হয়েছিলো। আর তালুকদারদের মধ্যে শুধুমাত্র হাজী আকালুদ্দিন এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ।

গ্রামের আয়তন

কিষানপুর গ্রামের বর্তমান আয়তন প্রায় চার মাইল এবং এই গ্রামের জমির পরিমান প্রায় ৫৪.৬০ একর অর্থাৎ প্রায় ১৬৬ বিঘা মাত্র। এই জমি দুই প্রকারের - যথাঃ আবাদী ও অনাবাদী । অনাবাদী জমির মধ্যে বাড়ী, পতিত জমি, রাস্তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র খাস জমি ব্যতিরেকে অনাবাদী জমি ও আবাদী জমি থেকে খাজনা আদায় করা হয়। ১৯৬১ সন ও ১৯৭১ সনের জরীপ অনুযায়ী এই গ্রামের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে নিম্নে দু'টো সারনি প্রদত্ত হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ১

ক্রমিক নং	বছর	জমি (একরে)		মোট
		রায়তী	খাস	
১	১৯৬১	-	-	৫৫.০০
২	১৯৭৯	৫০.০০	০.২৭	৫৪.৬০

উপরোল্লিখিত সারণিতে গ্রামের আয়তনের পরিমাণ হ্রাস পাবার কারণ হলো এই যে, গ্রামটি বাঁধ ভাঙ্গনের জন্য সীমানা পরিমাপের সময় ঐ জমির হ্রাস হয়েছে।

সারণি - ২

ক্রমিক নং	বছর	আবাদী জমি (একরে)	অনাবাদী জমি (একরে)				মোট
			পতিত	ভিটি বাড়ী	খাস	মোট	
১	১৯৭৯	৫২.০৭	.০৬	২.২০	.২৭	২.৫৩	৫৪.৬০

উৎস :- তিল্লী তহশিল অফিস, সাটুরিয়া থানা, ঢাকা।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই গ্রামের ৫৪.৬০ একর অর্থাৎ ১৬৬ বিঘা জমি রয়েছে এই গ্রামের মৌজায়। সকল জমির মালিক কিন্তু এই গ্রামের অধিবাসীগন নয়। মাত্র ১১৩ বিঘা জমি এই গ্রামের বাসিন্দাদের মালিকানাধীন, অবশিষ্ট ৫৩ বিঘা রয়েছে ঘোনা ও খাইট্টা নামক পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদের মালিকাধীনে। কাজেই ৬৮.০৭% জমির মালিক এই গ্রামের অধিবাসীগন আর ৩১.৯৩% জমির মালিক ভিন্ন গ্রামের অধিবাসীগণ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের জনসংখ্যা ঃ

১৯৬১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী এই গ্রামের লোক সংখ্যা ছিলো ১৪৭ জন মাত্র। তন্মধ্যে ৭২ জন পুরুষ ও ৭৮ জন মহিলা। ১৯৭৪ সনের সেন্সাস বুলেটিন অনুযায়ী এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৬৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষ রয়েছে ১৫২ জন ও মহিলা ১১০ জন। ১৯৭৯ সনে আমি নিজে যে জরিপ করি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের জনসংখ্যা বর্তমানে ২৭৪ জন মাত্র। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৫৫ জন ও মহিলা ১১৯ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নে একটি সরনি থেকে বুঝা যাচ্ছে ঃ

সরনি - ৩

ক্রমিক নং	বৎসর	জনসংখ্যা			বৃদ্ধির হার সংখ্যা	বিরতির বছর	প্রতি বছরে বৃদ্ধি	সমগ্র জনসংখ্যায় বৃদ্ধির শতকরা
		পুরুষ	মহিলা	মোট				
১	১৯৬১	৭২	৭৮	১৪৭	-	-	-	-
২	১৯৭৪	১৫২	১১০	২৬৪	৮৩	১৩	৩°০৮%	২°৪০%
৩	১৯৭৯	১৫৫	১১৯	২৭৪	১০	৫	২	°৭১%

উপরোক্ত সরনি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের জনসংখ্যা ১৯৬১ সন হতে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত ২°৪০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সন হতে ১৯৭৯ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় °৭১% হারে। সুতরাং জনসংখ্যা শতকরা বৃদ্ধির হার ১৯৬১-৭৪ এর তুলনায় বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামঃ পরিবার/ বাড়ী/ পাড়া/ সমাজ

গ্রামটিকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য গ্রামস্থিত পরিবার, বাড়ী, পাড়া, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। কারণ গ্রামের সমাজপতি (মাতব্বর), প্রভাবশালী সদস্যগণ এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার তথা বাড়ীর সদস্য, সেজন্য গ্রামীণ ক্ষমতার বিন্যাসেও তারা প্রতিপত্তিশালী। কাজেই তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক চিত্র অংকন করতে হ'লে তাদের অবস্থিতির পর্যালোচনা একান্তভাবে দরকার। আমরা প্রথমে পরিবার, বাড়ী, পাড়া, সমাজ সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

পরিবার

অনেকে পরিবারকে বাড়ীর সাথে একার্থক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। এক্ষেত্রে আমিনুল ইসলাম তাঁর বদরপুর গ্রাম পর্যবেক্ষণ কালে এমনি ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি বাড়ীর সমন্বয়ে পরিবার গঠিত - এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ইসলাম ঃ ১৯৭৪) এই সংজ্ঞা আমরা মেনে নিতে পারিনি, কেননা বাড়ীর সমন্বয়ে পরিবার গঠিত হয় না। এ প্রসঙ্গে হক (১৯৭৬) ইংরেজী 'family' কে পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করে বলতে চেয়েছেন যে, পুত্র কন্যাসহ স্বামী- স্ত্রী যেখানে বসবাস করেন, তাকেই পরিবার বলে আখ্যায়িত করা যায়। আমি হকের এই মতটির অনুসরণ করেছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ স্বামীর আবাস ভূমিই হচ্ছে পরিবার। আমরা এই গ্রামে এই সংজ্ঞাটি প্রয়োগ করেছি। আমরা এই গ্রামে একানুবর্তী ও ছোট পরিবারের অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করেছি। গ্রামে বর্তমানে ৪৬টি পরিবার রয়েছে।

বাড়ী ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অনেকে বাড়ীকে পরিবারের সাথে সমার্থক করেছেন, আমরা সেটা গ্রহণ করিনি। কেননা এই গ্রামে দেখেছি যে, পরিবার নিয়ে গঠিত হয় বাড়ী। একই

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীতে কয়েকটি পরিবার বসবাস করে। আমার এটাও লক্ষ্য করেছি যে, একটি বাড়ীতে একটি পরিবারের বাস। একই বাড়ীতে বসবাসকারী কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীকে বাড়ীর প্রধান হিসাবে মান্য করা হয়। এই গ্রামে ৩১টি বাড়ী রয়েছে তন্মধ্যে সরকার বাড়ী, মোড়ল বাড়ী, বেপারী বাড়ী ও সেক্রেটারী বাড়ী প্রভৃতি বাড়ীগুলো বিশেষ ভাবে খ্যাত ও পরিচিত। কারণ এসব বাড়ীর কর্তা ব্যাক্তিরা গ্রামের ক্ষমতার কাঠামোয় বিশেষ প্রভাবশালী।

পাড়া ঃ

গ্রামের মধ্যে এক বা একাধিক পাড়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান। পাড়াকে অনেকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলাম (১৯৭৪) পাড়াকে "a neighbourhood or a portion of village" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পাড়া কোন' অংশ বিশেষ' (portion) বলল, এটা গ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং গ্রামের সার্বিক অস্তিত্বের ভিতরে এর অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে। আবার পাড়ার ব্যাখ্যা অন্য ভাবেও করা যেতে পারে। পাড়া সাধারণতঃ কোন পরিবার ও বাড়ীর সমন্বয়ে গঠিত হয়। পাড়ার নামকরণ দু'ভাবে হয়ে থাকে- এক- কোন বিখ্যাত বাড়ীর কিংবা পরিবারের নামে পাড়ার নামকরণ হয়, দুই- কোন বিশেষ দিকে অবস্থানের উপর পাড়ার নামকরণ হয়।

আলোচ্য গ্রামের সব পাড়ার নামকরণ দিকের অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া ও পূর্বপাড়া। পশ্চিম দিকে নদী অবস্থিত,সেদিকে কোন পাড়া নেই। সরনি -৪ দ্বারা গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় পরিবার, বাড়ী ও জনসংখ্যার বিবরণ দেখানো হলো।

সরনি- ৪

ক্রমিক নং	পাড়ার নাম	পরিবারের সংখ্যা	বাড়ীর সংখ্যা	জনসংখ্যা		মোট
				পুরুষ	মহিলা	
১	উত্তর পাড়া	১৮ টি	১২ টি	৪১	৪৬	৯৫
২	দক্ষিণ পাড়া	১৮ টি	১১ টি	৬১	৪৮	১১৭
৩	পূর্ব পাড়া	১০ টি	৪টি	৩৭	২৫	৬২
মোট	-	৪৬ টি	৩১ টি	১৫৫	১১১	২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংগঠন ঃ

গ্রামীন ক্ষমতার বিন্যাস সম্যকভাবে বুঝতে হ'লে গ্রামীন সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। উল্লেখিত গ্রামটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে, সমাজ নেহাতই কেবল সমাজ সম্পর্ক কিংবা জ্ঞাতি গোষ্ঠি কিংবা জ্ঞাতি গোষ্ঠির বিস্তৃতি নিয়েই গঠিত হয়না, বরঞ্চ একই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ সম্পর্ক (হক ঃ ১৯৭৬), জ্ঞাতি গোষ্ঠি (ইসলাম ঃ১৯৭৪) এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠির বিস্তৃতি (আলম ঃ ১৯৭৬) পরিলক্ষিত হয়। এই তিন উপাদান ছাড়াও স্থানিক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট ও সমাজ সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই গ্রামটি নদীর পাড়ে অবস্থিত, নদীর ভাঙ্গনই প্রায়শঃই ঘটে থাকে। সেজন্য অন্য এলাকার জনসমষ্টি নদী ভাঙ্গনের দরুন এই গ্রামে বসতি স্থাপন ও নতুন সমাজ গঠন করে। তার দরুন এই গ্রামের আপেক্ষিক ভাবে স্থায়ী বাসিন্দাদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ ও নতুন সমাজের মধ্যে সম্পর্ক শিথিল। আলোচ্য গ্রামে তিনটি সমাজ রয়েছে - যথা- (ঃ) রহমত খান সমাজ, (ঃঃ) আব্দুর রহিম সমাজ ও (ঃঃঃ) জামাল উদ্দিন সমাজ। এই তিনটি সমাজের আমরা বিভিন্ন সমাজ সম্পর্ক, বিভিন্ন জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ও বিভিন্ন জ্ঞাতি গোষ্ঠির বিস্তৃতি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে জামাল উদ্দিন সমাজটি একটি ভিন্নতর সমাজ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে, তাদের সমাজের বাসিন্দাগণ নদীভাঙ্গনের দরুন ভিন্ন গ্রাম থেকে আগত বলে অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।

কোন সমাজে কয়টি পরিবার, বাড়ী ও লোক সমষ্টি রয়েছে, তা নিম্নের তালিকা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাবে।

তালিকা - ৫

ক্রমিক নং	সমাজের নাম	পরিবারের সংখ্যা	বাড়ীর সংখ্যা	লোক সংখ্যা		মোট
				পুরুষ	মহিলা	
১	রহমত খান সমাজ	২৫টি	১৯টি	৭৬	৬০	১৩৯
২	আব্দুর রহিম সমাজ	১৩টি	৬টি	৪১	৩৫	৮৪
৩।	জামাল উদ্দিন সমাজ	৮টি	৬টি	৩০	২১	৫১
মোট		৪৬টি	৩১টি	১৫৫	১১১	২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান তিনটি সমাজে তিনজন প্রধান মাতবর ও সাতজন পিটরী মাতবর রয়েছে। প্রধান মাতবরগণ নিজ নিজ সমাজে প্রধান নিয়ন্ত্রক ও মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত এবং সামাজিক বিষয়াদিতে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত। প্রধান মাতবরগণকে সাহায্য ও সহায়তা করার জন্য সহায়তাকারী ব্যক্তিদের আবশ্যকীয়তা রয়েছে আর ঐ সহায়তাকারী ব্যক্তিগণ সমাজে 'পিটরী' মাতবর হিসাবে পরিগণিত। তারা নিজ নিজ সমাজের বাসিন্দাদের দ্বারা মনোনীত হন।

সমাজের প্রধান মাতবরগণ ও পিটরী মাতবরগণ নিম্নরূপভাবে মনোনীত হয়ে থাকেন। কোন সমাজের প্রধান মাতবর সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় অ-সামর্থ হলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট সমাজের বাসিন্দাগণ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির 'বাংলা ঘরে' সভায় মিলিত হন। সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যাঁর সম্পদ রয়েছে, জ্ঞাতি গোষ্ঠি লোকবল রয়েছে, তাঁকে সমাজের প্রধান মাতবর হিসাবে উপস্থিত সকলে হাত তুলে মেনে নেন আর তাঁকে সাহায্য করার জন্য এক ব্যক্তিকে অথবা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করেন যিনি 'পিট' বা যাঁরা 'পিটরী' মাতবর নামে অভিহিত। রহমত খান সমাজের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রহমত খান সমাজের নাম ছিল হাজী আকাজ উদ্দিন সমাজ, কিন্তু হাজী আকাজ উদ্দিন মারা যাবার পর সকলে রহমত খানের "বাংলা ঘরে" বসে রহমত খানকে তাঁদের প্রধান মাতবর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, ফলে তিনি প্রধান মাতবর বলে গণ্য। আর সেই সঙ্গে তাঁর নামানুসারে সমাজের নামকরণ হয় রহমত খান সমাজ। আব্দুর রহিম সমাজের প্রধান মাতবর আব্দুর রহিম এবং জামাল উদ্দিন সমাজের প্রধান মাতবর জামাল উদ্দিন তেমনি ভাবে সমাজী লোক দ্বারা মনোনীত হয়েছেন।

রহমত খান সমাজের পিটরী মাতবরগণ হলেন- আনসার উদ্দিন, আব্দুল খালেক, ও মোঃ বেনু খান। তাঁরা সকলেই মধ্য কৃষক। আব্দুর রহিম সমাজের পিটরী মাতবর হলেন খাবাজী বেপারী ও কৈমদ্দিন। তাঁরা উভয়ে গরীব কৃষক। অপর দিকে, আনসার উদ্দিন ও গরাব-আলী- জামাল সমাজের দু'জন পিটরী মাতবর এবং উভয়েই গরীব কৃষক। উল্লেখ্য যে, প্রধান মাতবর জামাল উদ্দিন ও একজন গরীব কৃষক। এই সমাজটি গরীব কৃষক ও দিনমজুর নিয়ে গঠিত বলে এর মুখপাত্র সকলেই গরীব কৃষক। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,

Dhaka University Institutional Repository

কোন সমাজের মাতবর ধনীকৃষক কিংবা মধ্য কৃষক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ঐ সমাজের সকল সদস্যই ধনী কিংবা মধ্য কৃষক। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধাভোগী লোক থাকতে পারে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমি বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে "সমাজ" আলোচনা করেছি।

সমাজ সংগঠন ঃ

মাতবর ও তাদের মনোনয়ন পদ্ধতি

সমাজের মুখপাত্র হিসাবে মাতবর ও তাঁদের মনোনয়ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে মাতবরদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

ক. মাতবরগণ ঃ তাঁদের কার্যাক্রম

এই গ্রামে মাতবরগণ সমাজ সংগঠনের মুখপাত্র (Spokesman) হিসাবে পরিগণিত, সেজন্য সমাজের কার্য্যাবলী তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। মাতবরদের কার্যাবলী চার ভাগে বিভক্ত, যথা-(১) সামাজিক কার্যাক্রম, (২) বিচার কার্যক্রম, (৩)অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং (৪) রাজনৈতিক কার্যক্রম। এখানে আমরা প্রতিটি কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(১) সামাজিক কার্যক্রম ঃ

গ্রামাঞ্চলে মাতবরগণ কৃষকদেরকে জমি-জমা চাষাবাদ, ফসলাদি বিষয়ে পরামর্শ, সামাজিক দিশ্যাকর্ম - যেমন বিয়ে-শাদী, আকিকা, মৃতের কবর দেয়া, ধর্মীয় উৎসবাদি প্রভৃতি বিষয় দেখাশুনা ও সম্পাদনে সহায়তা করা মাতবরদের অন্যতম প্রধান কাজ বলে পরিগণিত।

(২) বিচার কার্যক্রম ঃ

সমাজে বসবাসকারী কৃষকদের জমি ও অন্যান্য স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি করাও মাতবরদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য। এই বিরোধের উৎপত্তি হয় সাধারনতঃ জমি কিংবা জমি সংক্রান্ত বিষয়, গাছ-পালা, বৌকা, পশু ইত্যাদি নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ঃ

কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করতে হলে আবেদনকারীকে প্রথমে সমাজস্থ প্রধান মাতবরের শরণাপন্ন হয়ে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বিচার প্রার্থী হন। প্রধান মাতবর বিষয়টি শুনে সমাজের অন্যান্য পিটরী মাতবরসহ প্রভাবশালী লোকদের সহিত আলোচনা করে বিচারের স্থান, তারিখ, ও সময় নির্ধারণ করে তাঁকে জানান। আবেদনকারীকেতখন "পেয়াদার" খরচ বাবদ ৫'০০(পাঁচ টাকা) চাঁদা জমা দিতে হয়। তৎপর পেয়াদা বিবদমান উভয় পক্ষকে বিচারের স্থান, তারিখ ও সময়ের কথা জানিয়ে দেয়। বিচারের সময় প্রধান মাতবরসহ সকলে উভয় পক্ষের জবানবন্দী শুনেন, পরে সমাজের প্রধান মাতবর উপস্থিত পিটরী মাতবর-গণসহ গোষ্ঠিভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে বিচারের রায় দেন। সাধারনতঃ উভয় পক বিচারের রায় মেনে নেয় - বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অনেক সময়, রায় অমান্য করা হয়ে থাকে, যাদের টাকা পয়সা আছে, তারা পুনঃ বিচার কিংবা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

(৩) অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঃ

এই গ্রামে কোন কৃষি সমবায় সমিতি নেই কিংবা কোন কৃষি ব্যাংক নেই, ফলে কৃষকদের কর্জের টাকার জন্য সমাজের মাতবরদের নিকট দ্বারস্থ হতে হয়। সমাজের মাতবরগণ কৃষকদেরকে কর্জ দিয়ে থাকেন, বিনিময়ে তাঁরা মাতবরদের নিকট নির্ভরশীল কিংবা বাধ্য থাকেন। আর সেই সুযোগে মাতবরগণ প্রভাবশালী ভূমিকা প্রতিপালন করে থাকেন।

(৪) রাজনৈতিক কার্যক্রম ঃ

সমাজের মাতবরগণ নির্বাচনের সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রত্যেক মাতবর নিজ নিজ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রদান করতে সমাজের লোককে প্রভাবিত করেন। সমাজের লোকগণ প্রায়সঃই মাতবরদের কথামত ভোট দিয়ে থাকে। কারণ তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মাতবরদের উপর নির্ভরশীল। বিগত ১৯৭৩ সনের স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে দেখা দিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

যে, রহমত খান সমাজের লোকজন রহমত খানের পরামর্শ মত তাঁর সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট দান করেছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত নির্বাচনে তারা চেয়ারম্যান প্রার্থী জনাব আবুল বাশারকে ভোট দান করেছিল। নির্বাচনে অপর তিনজন প্রার্থীরা ছিলেন সৈয়দ আলী সরকার, কোরবান আলী ও কোরবান হোসেন মাস্টার। এই নির্বাচনে বাশার সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

<u>সম্পদ কাঠামো :</u> / Resource Structure

এখানে আমরা গ্রামের সম্পদ কাঠামো (Resource Structure)আলোচনা করবো। সম্পদ কাঠামো বলতে আমরা বুঝবো কি কি সম্পদ দিয়ে গঠিত এই গ্রামটি। সম্পদকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি- এক: মানবীয় সম্পদ (human resource), দুই: বস্তুগত (material resource) সম্পদ। জনগোষ্ঠী ও জনগণের দক্ষতা (skill) মানবীয় সম্পদের আওতাধীন। আর বস্তুগত সম্পদের মধ্যে রয়েছে জমি, পশু, গাছপালা, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতি। আমরা এখানে প্রতিটি সম্পদের বিবরণ দিতে চেষ্টা করবো।

ক. <u>মানবীয় সম্পদ</u> / Human Resource

১. <u>জনসম্পদ :</u>

এই গ্রামে সর্বমোট ২৭৪ জন লোক বসবাস করে, তন্মধ্যে ১৫৫ জন পুরুষ ও ১১৯ জন মহিলা। এই সংখ্যার মধ্যে শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরা বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠন যথা পরিবার, বাড়ী, পাড়া ও সমাজ সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত।

২. <u>বিশেষ দক্ষতা</u> / Skill

গ্রামের পুরুষ ও মহিলাগণ কৃষির শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে অর্থোপার্জন করে থাকে। পুরুষগণ সাধারণতঃ পলো, দোয়ার, সাজি, বেড়া ইত্যাদি তৈরী করেও মহিলাগণ কাঁথা, পাটি, পুড় প্রস্তুত করে। এসব দ্রব্যাদি তারা বিক্রি করে থাকে। বিশেষ দক্ষতা ব্যবহার করে তারা আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বস্তুগত সম্পদ : / Material Resource

১. জমি :

গ্রামের মৌজাস্থিত জমির পরিমাণ ৫৪.৬০ একর মাত্র অর্থাৎ প্রায় ১৬৬ বিঘা মাত্র। তন্মধ্যে ৫২.০৭ একর জমি আবাদী ও ২.৫৩ একর জমি অনাবাদি। এই গ্রামের মৌজাস্থিত সকল জমির মালিক কিন্তু এই গ্রামের অধিবাসিগণ নয়, ভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণ এই গ্রামের জমির মালিক রয়েছে। ১১৩ বিঘা জমির মালিক শুধু এই গ্রামের বাসিন্দারা আর ভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের মালিকানায় রয়েছে ৫৩ বিঘা জমি। কাজেই ভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণ মোট জমির ৩১.৯৩% জমির মালিক। অপরদিকে, এই গ্রামের অধিবাসীদের ভিন্ন গ্রামেও জমি রয়েছে এবং তার পরিমাণ প্রায় ১৮২ বিঘা মাত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রামের অধিবাসিগণ মোট ২৯৫ বিঘা জমির মালিক। নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে এই গ্রামের অধিবাসীদের জমির পরিমাণের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ
১।	চন্ডিভিন্নী	১০২ বিঘা
২।	বাজেয়াপ্তি ভাটরা	২২ বিঘা
৩।	রাবাদিয়া	১৬ ১/২ বিঘা
৪।	উত্তর উথলী	১১ বিঘা
৫।	পাচুটিয়া	৯ ১/২ বিঘা
৬।	পূর্ব ভাটরা	৮ বিঘা
৭।	তম্রবিডাঙ্গা	৬ ১/২ বিঘা
৮।	খাল পাথোয়া	৪ ১/২ বিঘা
৯।	মধ্য-খালপাথোয়া	১ ১/২ বিঘা
১০।	বাইট্টা	১ বিঘা
১১।	মদনিমপুর	১ ১/২ বিঘা
		১৮২ বিঘা
১২।	কিষানপুর	১১৩ বিঘা
		মোট : ২৯৫ বিঘা

Dhaka University Institutional Repository

২. পশুসম্পদ :

এই গ্রামের গৃহপালিত পশু যেমন- গাভী, বাছুর, বলদ, ছাগল প্রভৃতি এই পশু সম্পদের আওতাধীন । এই গ্রামে ধনী কৃষক পরিবারের আরটি পশু রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি গাভী, ১টি বাছুর, ২টি বলদ আছে । মধ্য কৃষক পরিবারের ৫৮টি পশু রয়েছে, তন্মধ্যে ১১টি গাভী, ২০টি বাছুর, ১২টি বলদ ও ৭টি ছাগল রয়েছে । গরীব কৃষক পরিবারের ৫৬টি পশু আছে, তন্মধ তন্মধ্যে ২৫টি গাভী, ২৪টি বাছুর, ১টি বলদ, ৬টি ছাগল এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । এবং ভূমিহীন পরিবারদের ৩টি বাছুর রয়েছে ।

৩. বৃক্ষ সম্পদ :

এই গ্রামে বৃক্ষ সম্পদ রয়েছে ৩২৩টি, তন্মধ্যে ধনী পরিবারের ৬টি; ২টি বাঁশ, ৩টি আম ও ১টি জাম গাছ রয়েছে । মধ্য কৃষক পরিবারের রয়েছে ১৬৪টি বৃক্ষ, তন্মধ্যে ২৩টি সুপারি, ৩টি বড়ই, ২৩টি খেজুর, ২৩টি বাঁশ, ৩৮টি আম, ৬টি জাম, ৩৫টি কলা, ৬টি লেবু ও ২টি সেগুন এবং ৫টি কাঠাল গাছ রয়েছে। গরীব কৃষক পরিবারের ১৫৩টি বৃক্ষ রয়েছে । তন্মধ্যে ১টি বড়ই, ১৭টি সুপারি, ৪৩টি খেজুর, ৩০টি বাঁশ, ২৯টি আম, ৪টি জাম, ১৩টি কলা, ও ১৬টি কাঠাল গাছ রয়েছে। ভূমিহীনদের কোন বৃক্ষ সম্পদ নেই ।

৪. মৎস্য সম্পদ :

মাছের পুকুর মৎস্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত । এই গ্রামে ১টি মাত্র মাছের পুকুর আছে । সেটার মালিক একজন মধ্য কৃষক, নাম-জনাব আলী বেপারী, তিনি আব্দুর রহিম সমাজের বাসিন্দা ।

আমরা এখানে বিশ্লেষণ করবো যে, গ্রামে কোন শ্রেণীর কৃষক কোন্ কোন্ সম্পদের অধিকারী আর সেজন্য তারা কি ধরনের প্রভাবশালী ভূমিকা প্রতিপালন করে । একটি সারনি দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা- ৬

সম্পদ কাঠামোয় শ্রেণীগত অবস্থান (পরিবার ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	শ্রেণীর নাম	শ্রেণীর নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ (বিঘায়)	পরিবার সংখ্যা	সম্পদ						
				মানবীয়			বস্তুজাত			
				পুরুষ	মহিলা	মোট	জমি (বিঘায়)	পশু	বৃক্ষ	মৎস্য
১	ধনীক কৃষক	২৫ বিঘা ও তদুর্ধ জমি	১টি	৪	৬	১০	৩০	৪	৬	-
২	মধ্য কৃষক	১০ বিঘা-২৫ বিঘার নীচে	১০টি	৪৪	২৭	৭১	১৫৪	৫৮	১৬৪	১
৩।	গরীব কৃষক	১ বিঘা-১০ বিঘার নীচে	২৮টি	৯২	৬৮	১৬০	১১১	৫৬	১৫০	-
৪	ভূমিহীন	-	৭টি	১৫	১৮	৩৩	-	৩	-	-
মোট		-	৪৬টি	১৫৫	১১১	২৭৪	২৯৫	১২১	৩২০	১

উপরোক্ত তালিকা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মধ্য কৃষক ও ধনীকৃষক নিজ এই গ্রামটির সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে।

এবারে বিশ্লেষণ করা জরুরী গ্রামের আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোয় কোন শ্রেণীর কৃষক কি ধরণের প্রভাবশালী ভূমিকা প্রতিপালন করে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই গ্রামে মোট তিনটি সমাজ রয়েছে : (ক) রহমত খান সমাজ, (খ) রহিম সমাজ, (গ) জমাল উদ্দিন সমাজ। তিনটি সমাজে তিনজন প্রধান মাতব্বর ও সাতজন বিটরী মাতব্বর রয়েছে। এখানে আমরা তাদের নাম ও সম্পদের বিবরণী নিম্নে প্রদান করবো।

(ক) রহমত খান :

পরিবারের লোক সংখ্যা ৬ জন, জমি আছে ২০ বিঘা। ২টি টিনের ঘর ও ১টি টিনের ছাপড়া আছে। তিন ছেলে, বড়ো ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, দ্বিতীয় ছেলে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও তৃতীয়টি

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর পশু সম্পদের মধ্যে রয়েছে ২টি গাভী, ৪টি বলদ ও ২টি বাছুর। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ৩টি আম, ১০টি খেজুর, ৪টি বাঁশ ঝাড়, ২০টি সুপারি ও ২টি কাঠাল গাছ। রহমত খান একজন মধ্য কৃষক, নিজে চাষাবাদ করেন। তিনি রহমত খান সমাজের প্রধান মাতবর।

(২) আব্দুল খালেক :

পরিবারের লোক সংখ্যা ৬ জন। নিজে ম্যাট্রিক পাশ। এক ছেলে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ,জি, পড়ছে। দ্বিতীয় ছেলেটি দশম শ্রেণীর ছাত্র ও তৃতীয়টি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ীতে তিনটি টিনের ঘর আছে। জমির পরিমান ১৬ বিঘা। পশু সম্পদের মধ্যে রয়েছে ২টি গাভী, ১টি বাছুর, ২টি বলদ, ও ৪টি ছাগল। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে রয়েছে-১০টি আম্রগাছ, ৪টি বাঁশ ঝাড়, ৬টি খেজুর, ৩টি বড়ই, ৪টি জাম, ২টি সেগুন ও ৬টি লেবু গাছ। তিনি নিজে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারী। তিনি একজন মধ্য কৃষক ও রহমত খান সমাজের পিটরী মাতবর।

(৩) দেওয়ান আনসার উদ্দিন :

পরিবারের লোক সংখ্যা ৬ জন। জমি আছে ১২ বিঘা। টিনের ঘর ২টি। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ২টি বাঁশ ঝাড়, ২টি খেজুর গাছ, ও ২টি আম গাছ। পশু সম্পদের মধ্যে ২টি গাভী ১টি বাছুর এবং ১টি ছাগল রয়েছে। তিনি একজন মধ্য কৃষক, তিনি একজন ভাল বক্তা ও রহমত সমাজের একজন পিটরী মাতবর।

(৪) মোঃ নেদু খান :

পরিবারের লোক সংখ্যা ১০ জন। তাঁর জমি আছে ১২ বিঘা। ২টি টিনের ঘরও ২টি ছনের ঘর আছে। পশু সম্পদের মধ্যে ২টি গাভী, ২টি বাছুর ও ১টি বলদ আছে তাঁর। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে ১০টি আম গাছ, ৩টি বাঁশ ঝাড়, ১টি খেজুর, ২টি কাঠাল ও ১০টি কলা গাছ আছে। তিনি একজন মধ্য কৃষক ও রহমত খান সমাজের পিটরী মাতবর।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) আব্দুর রহিম :

পরিবারের লোক সংখ্যা ১০ জন। তাঁর জমি আছে ৩০ বিঘা। নিজে ম্যাট্রিক পাশ। পশু সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১টি গাভী, ১টি বাছুর ও ২টি বলদ। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ২টি বাঁশ ঝাড়, ৩টি আম গাছ ও ১টি জাম গাছ। তাঁর টিনের ঘর আছে ৪টি। তিনি বাংলাদেশ তামাক কোম্পানীর (B.T.C) একজন এজেন্ট। তিনি একজন ধনী কৃষক। প্রধান পেশা কৃষি ও অপ্রধান পেশা ব্যবসা। তিনি আব্দুর রহিম সমাজের প্রধান মাতবর।

(৬) জৈনুদ্দিন বেপারী :

পরিবারের লোক সংখ্যা ৫ জন। তাঁর জমি রয়েছে ৭ বিঘা মাত্র। নিজে ম্যাট্রিক পাশ। তাঁর ৫টি খেজুর গাছ রয়েছে এবং ২টি বাছুর রয়েছে। তিনি একজন গরীব কৃষক। তিনি রহিম সমাজের একজন পিটরী মাতবর।

(৭) শাহ্জাহাঁ বেপারী :

পরিবারের লোক সংখ্যা ১৪ জন। তাঁর জমি রয়েছে ৭ বিঘা। পশু সম্পদের মধ্যে রয়েছে- ১টি গাভী, ২টি বাছুর। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ৭টি বাঁশ ঝাড়, ৩টি নারিকেল ও ১০টি কাঠাল গাছ। তিনি একজন গরীব কৃষক ও আব্দুর রহিম সমাজের পিটরী মাতবর।

(৮) জামাল উদ্দিন :

পরিবারের লোক সংখ্যা ৭ জন। জমি আছে মাত্র ৩ বিঘা। টিনের ঘর আছে ১টি ও খড়ের ঘর ২টি। পশু সম্পদের মধ্যে ২টি গাভী, ৩টি বাছুর। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে ৬টি সুপারি গাছ, ২টি আমড় গাছ, ২টি জাম গাছ, ৫টি কলা গাছ রয়েছে। তিনি একজন গরীব কৃষক এবং জামাল উদ্দিন সমাজের প্রধান মাতবর।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) আনছার উদ্দিন :

পরিবারের লোক সংখ্যা ১০ জন। তাঁর জমি আছে ২ বিঘা মাত্র। পশু সম্পদের মধ্যে ২টি গাভী, ও ৩টি ছাগল আছে। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে ১টি কাঠাল গাছ, ১টি বাঁশ ঝাড়, ১০টি খেজুর গাছ আছে। তিনি একজন গরীব কৃষক ও জামাল উদ্দিন সমাজের একজন পিটরী মাতবর।

(১০) পরান আলী :

পরিবারের লোক সংখ্যা ৩ জন। তাঁর জমি আছে ৩ বিঘা। পশু সম্পদের মধ্যে ২টি বাছুর ও ১টি ছাগল আছে। বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে ৩টি খেজুর গাছ, ৩টি আম গাছ, ১টি সবরী ২টি কলা ও ২টি কাঠাল গাছ আছে। তিনি একজন গরীব কৃষক ও জামাল উদ্দিন সমাজের একজন পিটরী মাতবর।

উপরোক্ত বিবরণী থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে সেটা হলো এই যে, রহমত খান সমাজের প্রধান মাতবর রহমত খান একজন মধ্য কৃষক এবং তাঁর তিনজন পিটরী মাতবর- আব্দুল খালেক, সেওয়ান আনসার উদ্দিন ও মোঃ নেদু খান- সকলেই মধ্য কৃষক। আব্দুর রহিম সমাজের শুধু মাত্র আব্দুর রহিমই ধনী কৃষক ও প্রধান মাতবর বলে স্বীকৃত আর তাঁর সমাজের দু'জন পিটরী মাতবর- কৈজুদ্দিন বেপারী ও শাহাবী বেপারী-উভয়েই গরীব কৃষক। একমাত্র প্রধান মাতবর আব্দুর রহিম ব্যতীত ঐ সমাজের আর বাকী সবাই মধ্য কিংবা গরীব কৃষক। জামাল উদ্দিন সমাজের প্রধান মাতবর জামাল উদ্দিন একজন গরীব কৃষক আর তাঁর সমাজের দু'জন পিটরী মাতবর- আনসার উদ্দিন ও পরান আলী- উভয়েই গরীব কৃষক। যদিও জামাল উদ্দিন সমাজে একজন মধ্য কৃষক আছেন, তিনি একজন গন্ডু ব্যক্তি ও সামাজিক ব্যাপারে জড়িত নহেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামবাসীদের পেশা :

এই গ্রামের ৪৬টি কৃষক পরিবারের বাস । প্রতিটি পরিবারই একটি পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেনা । সেজন্য, এক বা একাধিক পেশাবলম্বী পরিবার পরিলক্ষিত হয়েছে এই গ্রামে । এই গ্রামের বাসিন্দাদের পেশাকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি + একটি প্রধান পেশা ও অপরটি অ-প্রধান পেশা । জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আয়ের প্রধান অংশ যে পেশা থেকে আসে- তাকে বলবো প্রধান পেশা, আর অন্যটিকে বলবো সাহায্যকারী বা অ-প্রধান পেশা । এই দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করে এই কিষানপুর গ্রামের বিভিন্ন কৃষক শ্রেণীর প্রধান ও অ-প্রধান পেশা নিম্নরূপ বর্ণিত হয় ।

সরনি -৭

বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকদের পেশার বিবরণ - (পরিবার ভিত্তিক)

ক্রমিক নং	কৃষক শ্রেণীর নাম	পরিবার সংখ্যা	প্রধান পেশা (পরিবার ভিত্তিক)						অপ্রধান পেশা (পরিবার ভিত্তিক)					
			কৃষি	ব্যবসা	চাকুরী	দিনমজুরী	বর্গা	ভিক্ষা	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরী	দিন মজুরী	বর্গা	কুটির শিল্প
১	ধনী কৃষক	১	১	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
২	মধ্য কৃষক	১০	৮	-	২	-	-	-	২	৬	২	-	-	-
৩	গরীব কৃষক	২৮	১১	৪	২	১	২	-	৫	৭	১	৩	২	১০
৪	ভূমিহীন কৃষক	৭	-	-	-	৬	-	১	-	-	-	-	-	৭
মোট		৪৬	২০	৪	৪	১৫	২	১	৭	১৪	৩	৩	২	১৭

উপরোক্ত সরনি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা গেল সেটা হচ্ছে এই যে,এই গ্রামের ৪৬টি পরিবারের বাস । তন্মধ্যে ১ টি ধনী পরিবার এবং এর প্রধান পেশা কৃষি ও অপ্রধান পেশা ব্যবসা । এই গ্রামের ১০টি মধ্য কৃষক পরিবারের মধ্যে ৮টির প্রধান পেশা কৃষি ও ২টির প্রধান পেশা চাকুরী

Dhaka University Institutional Repository

এবং ২টির অপ্রধান পেশা কৃষি, ৬টির ব্যবসা ও ২টির চাকুরী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই গ্রামের ২৮টি গরীব কৃষক পরিবারের বাস, তন্মধ্যে ৯টির প্রধান পেশা কৃষি, ৪টির ক্ষুদ্র ব্যবসা, ২টির চাকুরী, ৯টির দিনমজুরী ও ২টির বর্গাচাষ এবং অপ্রধান পেশা হিসাবে ৫টি কৃষি কাজ, ৭টি ব্যবসা, ১টি চাকুরী, ৩টি দিনমজুরী, ২টি বর্গাচাষ ও বাকী ১০টি সাজি, বেড়া নির্মান ইত্যাদি কাজ করে থাকে। ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৬টির প্রধান পেশা দিনমজুরী ও ১টির প্রধান পেশা ভিক্ষাবৃত্তি এবং ৭টি পরিবারের অপ্রধান পেশা সাজি, টুকরী বানানো। এই সরনি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, গ্রামের বস্তু সম্পদ যে সব শ্রেণী (ধনী ও মধ্য) নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই শ্রেণীই অপ্রধান পেশার দিক থেকে বর্ধিষ্ণুমান।

গ্রামের কৃষক সমাজ :

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবি, আর এই কৃষিজীবিদের মধ্যে একটি কিংবা একাধিক শ্রেণী এবং শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রভাবশালী। সেজন্য, তাদের ভূমিকা বুঝতে হলে কৃষক সমাজের প্রকৃতি, কৃষকের সংজ্ঞা ও শ্রেণী প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণ আবশ্যক।

কৃষক : / Peasant

কৃষক / Peasant প্রত্যয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন রবার্ট রেডফিল্ড, ১৯৫৬; ডেনিয়েল থর্নার, ১৯৬৮, পটার গয়রহ, ১৯৬৭, রেমন্ড ফার্থ, ১৯৬৭, শানিন, ১৯৭৩। রবার্ট রেডফিল্ড (১৯৫৬) কৃষক বলতে বুঝিয়েছেন:- "কৃষকগণ হচ্ছে ক্ষুদ্র উৎপাদক, যারা নিজেদের ভোগের জন্য উৎপন্ন করে থাকে। কৃষকগণ একটি ক্ষুদ্র উৎপাদক শ্রেণী, যারা জমি চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে" (রেডফিল্ড, ১৯৫৬, পৃঃ ১৮)। রেডফিল্ডের সংজ্ঞা থেকে কতিপয় বিষয় স্পষ্ট হয়েছে: এক জীবন ধারণের ব্যবস্থা, দুই-সুরের সাথে সম্পর্ক, তিন- সমস্ত কৃষকগণই ভূমি-কর্ষণ করে। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেননি যে, সকল কৃষকগণই ভূমিকর্ষণ করে না। অন্যদিকে, তিনি বর্গাচাষীদের কথা উল্লেখ করেননি কিংবা সত্ত্বাধিকার নিয়েই সকলেই "কৃষক" বলে

Dhaka University Institutional Repository

পরিগণিত হ'তে পারে না। এতদ্ব্যতীত, কৃষকগণই ক্ষুদ্র উৎপাদক যারা নিজেদের ভোগের জন্য উৎপন্ন করে - একথাও নির্ভুল বলে মেনে নেয়া যায় না, কেননা অপরের ভোগের জন্যও তাঁরা উৎপন্ন করে থাকে ।

জ্যানিয়েল থর্নার (১৯৬৮) কৃষককে "স্থায়ী কৃষি-জীবি" (settled agriculturist) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে তিনি জমির মালিকানা কিংবা পরিমাণের কথা উল্লেখ করেননি। (ড্যানিয়েল থর্নার : ১৯৬৮, পৃঃ ৫০৩-৫১১)।

রেমন্ড ফার্থ (১৯৬৭) কৃষকদের সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে- "কৃষক "প্রত্যয়টির একটি অর্থনৈতিক নির্দেশনা রয়েছে । কৃষকদের জীবন ধারণের প্রাথমিক উৎস হলো জমি চাষ করা," (ফার্থ : ১৯৬৭, পৃঃ-৪)। ফার্থ এর অভিমত অনুযায়ী কৃষক প্রত্যয়টি অর্থনৈতিক নিয়ামক, সত্যি কি তাই ? অর্থনীতি ছাড়াও কৃষকগণ সমাজ কাঠামোর সাথে সংযুক্ত । তিনি ভূমিকর্ষণকে প্রাথমিক পেশা হিসাবে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু অপ্রধান পেশা সম্বন্ধে কিছুই বলেননি ।

পটার গয়রহ (১৯৬৭) কৃষকদের সংজ্ঞা নিরূপনে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন : আমরা একমত যে, কৃষকগণ প্রাথমিক ভাবে কৃষিজীবি । কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করার জন্য পেশাগত দিকের পরিবর্তে কাঠামোগত ও সম্পর্কগত দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে । কেননা অধিকাংশ কৃষক সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ প্রায়শঃ অকৃষি জীবি পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। সেজন্য, কৃষকগণ কি উৎপাদন করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারা ঐ উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিভাবে এবং কাদের কাছে বিক্রয় করে, সেটাই উল্লেখযোগ্য বলে পরিগণিত । (পটার গয়রহ: ১৯৬৭, পৃঃ-৪)। পটার গয়রহ (১৯৬৭) কৃষকদের কৃষিজ ও অকৃষিজ- এই দু'টো পেশার কথা উল্লেখ করে কৃষক প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁরা পেশার ওপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে কাঠামোগত, সম্পর্কগত বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা অধিকাংশ কৃষক সমাজে অ-কৃষিজ পেশাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বাস ও পরিলক্ষিত হয় । উৎপাদিত পণ্যই প্রধান নয়, কিভাবে এবং কাদের কাছে বিক্রিত হয় সেটাই বিবেচ্য বিষয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন পটার গয়রহ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষণাধীন গ্রামটির অবস্থার প্রেক্ষিতে পটার প্রমুখ (১৯৬৭) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে আমি বিবেচনা করেছি। কারণ কৃষক তারাই যারা গ্রামে কৃষি ও অ-কৃষি (প্রধান ও অ-প্রধান) পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকে জমি চাষকে প্রধান পেশা হিসাবে গণ্য করেছেন, আবার অনেকে কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসাকে প্রধান পেশা হিসাবে চিহ্নিত করে ভূ-কর্ষণকে অ-প্রধান বা সহায়তাকারী পেশা বলে ধরে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এতদ্ব্যতীত, উৎপাদিত পণ্য উপভোগের বিষয়টি ও এ সংজ্ঞাটির আওতাধীন, কেননা 'কৃষক' শুধুমাত্র নিজের জন্যই উৎপন্ন করেনা, সমাজের অন্যান্য অনুৎপাদক শ্রেণীর প্রয়োজনে উৎপন্ন করে থাকে। পরিশেষে, কৃষক পরিবারকে একটি পারিবারিক খামার (Family Farm) হিসাবে অভিহিত করা যায়, যেমনটি করেছেন শানিন (শানিনঃ ১৯৭০, পৃঃ-২০৮-২৬৮)। সেদিক থেকে পরিবারভুক্ত সকলেই কৃষক নামে পরিচিতি লাভ করে থাকে।

কৃষক শ্রেণী বিন্যাস ঃ

কৃষক প্রত্যয়টির সংগে শ্রেণী বিন্যাসের সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার কৃষকদের শ্রেণী প্রকরণ আলোচনা করার পটভূমিতে কৃষকগণ কি সত্যই একটি শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত কিনা-সেটাও বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। কাজেই প্রথমেই আমরা শ্রেণী কি, কৃষকগণ শ্রেণী পর্যায়ভুক্ত কিনা এবং পরে কৃষক শ্রেণী সমূহের বিভিন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করে নিরীক্ষণাধীন গ্রামের প্রেক্ষাপটে কৃষকদের বিদ্যমান শ্রেণী সমূহের প্রসঙ্গে বক্তব্য উত্থাপিত করার প্রয়াস করব।

শ্রেণী কি ? / What is a class?

শ্রেণী সম্বন্ধে সর্বসম্মত মতবাদ পাওয়া দুষ্কর, কেননা বিভিন্ন লেখক শ্রেণীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। তবে, 'শ্রেণী' হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক প্রশ্ন আর অর্থনৈতিক অসাম্যই শ্রেণী বিভাগের উপাদান। মার্কস্ (১৯০১) বলেছেনঃ- " বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা এটি একটি শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

তখনই গঠন করে যখন তাদের অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে চালাতে হয় --------। একটি শ্রেণী এভাবে ব্যক্তি সত্তার উর্ধে উঠে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী হয় এবং ব্যক্তির অস্তিত্ব, তার জীবনের সকল সুবিধা ও ব্যক্তিগত উন্নতি শ্রেণী দ্বারা নির্ধারিত হয় ঃ (মার্কস ও এঙ্গেলস্ ঃ ১৯৩১ঃ পৃঃ- ৪৮-৪৯)। কাজেই শ্রেণী হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর অংশ বিশেষ ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত। মার্ক্সের মতে শ্রেণীর সংখ্যা নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আর উৎপাদনের শক্তি (Forces of Prediction) ও উৎপাদন সম্পর্ক (Relations of Production) সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ রেখা প্রণয়নের সমাজে শ্রেণীর ভূমিকা স্পষ্ট করে তোলে ঃ (মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ ঃ ১৯৩৯)।

মার্কসীয় সাহিত্যে শ্রেণীর মৌল ধারণা দু'টি ঃ এক: চেতনাহীন শ্রেণী (class-in-itself দুই: চেতনাযুক্ত শ্রেণী (class-for-itself) মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ - উভয়েই কৃষক জনসাধারণের ভিতরে শ্রেণী সত্তার অস্তিত্ব সনাক্ত করতে এই দু'টো সুর (phase) ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে প্রথমটি একটি নিছক অর্থনৈতিক শ্রেণী (econemic categery) এবং দ্বিতীয়টি ও একটি রাজনৈতিক শ্রেণী (political categery), আর দ্বিতীয় সুরের বিকাশ ব্যতীত কৃষক জনসাধারণের শ্রেণী সত্তা অস্পষ্ট থাকে (মার্ক্স ঃ ১৯৫০)। এই বক্তব্যটি শুধুমাত্র ফরাসী দেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে গণ্য। এটাকে সাধারণ ভাবে সকল দেশে কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন আলাভী ঃ (আলাভী ঃ ১৯৭০)। তাই মার্কসীয় সাহিত্যে অবশ্য এই মতবাদের পরিবর্তন ঘটেছে। ষ্টালিন (১৯৪৫) কৃষকদের শ্রেণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ (ষ্টালিন ঃ ১৯৪৫, পৃঃ- ৫১০)। (মাও-সেতুং ১৯৫৫) চৈনিক সমাজ বিশ্লেষণ করে কৃষকদের মধ্যে একটি শ্রেণী গঠনের সকল গুণই বিদ্যমান দেখেছেন। (মাও ঃ ১৯৫৫, খন্ড-১ , পৃঃ-১০-৩০)। কৃষক সমাজে চেতনাহীন (class-for-itself অবস্থা থেকে চেতনাযুক্ত (class-in-itself) অবস্থায় রূপান্তরিত সময় সাপেক্ষ এবং সেই অবস্থায় উত্তীর্ণ হলেই তাকে একটি পরিণত শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক শ্রেণী সমূহ :

কৃষকগণ যে একটি শ্রেণী বলে পরিগণিত এটা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এক্ষনে আমরা এই গ্রামের কৃষকদের শ্রেণী প্রকরণ বিশ্লেষনের সুবিধার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে রাশিয়া, চীন, ভারত ও পাকিস্তানে এই বিষয়টি যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তার উল্লেখ করবো। কৃষকদের শ্রেণী বিন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, রাশিয়ায় লেনিন,(১৯৭৪) চীনে মাও সেতুং (১৯৬৭), পাকিস্তানে হামজা আলাভী (১৯৭০), ভারতে ক্যাথলিন গফ (১৯৭০), এবং বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মুখার্জী (১৯৭১), আব্দুল হামিদ খান (১৯৬৮), ওয়েস্টার গার্ড (১৯৭৮), কৃষি সেন্সাস (১৯৬৭-৬৮), বাংলাদেশ সরকার (১৯৭০), জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) প্রমুখ। লেনিন (১৯৭৪) রাশিয়ান কৃষক সমাজে পাঁচটি শ্রেণীর উল্লেখ করে একটি মডেল (Model) তৈরী করেছেন। শ্রেণীগুলো হলো :- ক. ভূস্বামী, খ. কুলাক, গ. মধ্যকৃষক, ঘ. বর্গাদার, ঙ. গ্রামীন সর্বাহারা। তিনি প্রথমেই জোর দিয়েছেন গ্রামীন সর্বাহারা শ্রেণীর ওপর, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি 'কুলাকদের' উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই সঙ্গে মধ্য কৃষকদের ভূমিকাও তিনি ছোট করে দেখেননি। (ভি. আই. লেনিন : ১৯৭৪)।

লেনিন (১৯৭৪) অনুসরণ করে মাও সেতুং (১৯৬৭) চৈনিক কৃষক সমাজে পাঁচটি শ্রেণী বিন্যাস ও উপ- বিন্যাস উল্লেখ করেছেন। এইগুলো হ'লো-ক. ভূস্বামী, খ. ধনীকৃষক গ. মধ্যকৃষক ঘ. দরিদ্র কৃষক, ঙ. শ্রমজীবি। তিনি গ্রামীন সমাজে কৃষকদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়েছেন এবং চীনের বিপ্লবে মধ্য কৃষকদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। (মাও সেতুং : ১৯৬৭)।

পাকিস্তানে ধনী-মধ্য- গরীব কৃষকদের এই শ্রেণী বিন্যাস করণে সংশয় প্রকাশ করেছেন হামজা আলাভী (১৯৭০) এবং সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, মধ্য কৃষক কি সত্যি সত্যি গরীব ও ধনী কৃষকদের মাঝখানে অবস্থান করে থাকে ? তিনি এই শ্রেণী বিভাগ গ্রহণ না করে কৃষকদের তিনটি স্তরে (sector) বিভক্ত করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

যথা- (১) ভূ-স্বামী, বর্গাচাষী, (২) স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জমির মালিক অথবা মধ্যকৃষক, (৩) ধনীকৃষক। তিনি যদিও মধ্য কৃষকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, পরোক্ষভাবে ধনী- মধ্য- গরীব এই বিভক্তিকরণ স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর ঐ বিভক্তির মাধ্যমে। এতদ্ব্যতীত, বিভক্তিকরণের ভিত্তি জমি বা অন্য কোন বিষয়ের পরিমাণ উল্লেখ করেননি। (হামজা আলাভী: (১৯৭৩)।

মাও (১৯৬৭) এর অনুসরণে দক্ষিণ ভারতের কেরালা ও তাঞ্জুর অঞ্চলের কৃষকদের পাঁচটি শ্রেণী পর্যবেক্ষণ করেছেন ক্যাম্বলিন পক্ (১৯৭৩)। শ্রেণী গুলো হলো এরূপ:(১) ভূ-স্বামী, (২)ধনীকৃষক (৩) মধ্যকৃষক, (৪) দরিদ্র কৃষক ও (৫) ভূমিহীন মজুর। পক্ প্রদত্ত এই বিভক্তির ভিত্তি হলো উৎপাদন সম্পর্ক এবং সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি। তিনি মাও সেতুং কথিত পাঁচটি শ্রেণী বিভাগ মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর শ্রেণী বিভক্তিতেই "ভূমিহীন মজুর"- কথাটি প্রথম বারের মত উল্লেখিত হলো। (ক্যাম্বলিন পক্ ১৯৭৩)।

১৯৪৫ সনে বাংলাদেশের বগুরা জেলায় ছয়টি গ্রাম পর্যবেক্ষন করে গ্রামীন জনসমাজকে গৃহ কর্মের পেশা" (Household Occupation)" এর ভিত্তি করে তিনটি অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন রামকৃষ্ণ মুখার্জি (১৯৭১)। তাঁর শ্রেণীগুলো নিম্নরূপ:

শ্রেণী- ১. পেশা ও চাকুরী, জোতদার, জমিদার ও ধনীকৃষক।

শ্রেণী- ২. রায়ত, কারিগর এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অ-কৃষি মালিক।

শ্রেণী- ৩. রায়ত- বর্গাদার, কৃষি- মজুর, বর্গাদার ও "অন্যান্য" এবং ভিখারী।

মুখার্জীর মতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ভূ-স্বামী ও তদারককারী কৃষকদের ভূমিকা স্থান সমাজের উচু সারিতে। তিনি মাও কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির শ্রেণী বিন্যাস প্রদ্ধতি অনুসরণ করেননি এবং ধনী- গরীব- মধ্য ভূমিহীন- প্রভৃতি শ্রেণী হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেননি। তিনি অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure) পর্যবেক্ষণ কালে গ্রামের অবস্থানকারী সকল পেশাবলম্বী লোকদের সমন্বয়ে সাধারণ শ্রেণী বিভাগ করেছেন। (রামকৃষ্ণ মুখার্জী: ১৯৭১)।

Dhaka University Institutional Repository

আতুস্কার হামিদ খান তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত অধিবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ :-

(১) উদবৃত্ত কৃষক (Surplus Farmer)

(২) মধ্য কৃষক (Middle Farmer)

(৩) ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন কৃষক (Landless or near landless farmer)

তিনি জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কৃষকদের এই শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কৃষকদের জমির পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের ভূ-স্বামীদের অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করেননি কিংবা পর্যবেক্ষণ করেননি গরীব কৃষকের বিদ্যমানতা। তিনি ধনী কৃষককে উদবৃত্ত কৃষক (Surplus Farmer) হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন অথচ বাংলাদেশে ধনী ও গরীব কৃষকদের কথা উল্লেখ করেননি। (আখতার হামিদ খানের এই উদবৃতিটি রহমান সোবহান : ১৯৬৮ গ্রন্থে উল্লেখিত)

জিয়েকেন ওয়েস্টার গার্ড (১৯৭৮) বাংলাদেশে বগুড়া জেলার 'বরিনগ্রাম' পর্যবেক্ষণ করে চারটি কৃষক শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো হলো, ক. ভূমিহীন, খ. প্রান্তিক কৃষক, গ. সচ্ছল কৃষক, ঘ. উদবৃত্ত কৃষক। তিনি জমির পরিমাণের কথা উল্লেখ করেননি। অথচ উদবৃত্ত কৃষকদের উপর তিনি বেশী জোর দিয়েছেন। (ওয়েস্টার গার্ড : ১৯৭৮)।

<u>কৃষি সেন্সাস</u> : কৃষি মার্কেট সার্ভে / ১৯৬৭-৬৮

১৯৬০ সনের কৃষি সেন্সাস, ১৯৬৭-৬৮ সনের কৃষি মার্কেট সার্ভে ও কতিপয় অনুবর্তীকালীন জরিপে কৃষকদের শ্রেণী বিভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৬৭-৬৮ সনের কৃষি মার্কেট সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশের কৃষক মন্ডলীকে চারটি শ্রেণী:(ভূমিহীন, ক্ষুদে কৃষক, মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক) প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এগুলো নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

ক. যাদের কোন জমি নেই, তাদেরকে ভূমিহীন কৃষক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

খ. যাদের জমির পরিমাণ ০.৫ বিঘা থেকে ৮ বিঘা পর্যন্ত, তারা ক্ষুদে কৃষক বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

গ. মাঝারি কৃষকদের জমি ৯ বিঘা থেকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ. ২৫ বিঘা ও তদুর্ধ জমির মালিককে ধনী কৃষক বলে স্থির করা হয়েছে।

এই শ্রেণী বিভক্তির ভিত্তি জমির পরিমাণ, কিন্তু সেটাও আবার এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর নির্দিষ্ট জমির পরিমাণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এটা বিশেষ করে মধ্য ও ধনী কৃষকদের বেলায় প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক্ষুদে কৃষকদের জমির পরিমাণের সীমা রেখা যেখানে ৮ বিঘা পর্যন্ত শেষ হয়েছে, সেখানে মাঝারি কৃষকদের জমির পরিমাণের সীমারেখা শুরু হয়েছে ৯ বিঘা থেকে, কাজেই স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, উভয়ের মাঝামাঝি যাদের অবস্থান তাদের অবস্থা কি হবে? সেটা কিন্তু স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে মধ্য কৃষকদের জমির শেষ সীমা ২৫ বিঘা পর্যন্ত আর একই সঙ্গে ২৫ বিঘা থেকে ধনী কৃষকদের সীমারেখা আরম্ভ কি করে সম্ভব হতে পারে, এটাও বোধগম্য নয়। তবে একটা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কৃষি সার্ভে কৃষকদের শ্রেণী বিভক্তিকরণে জমির পরিমাণ মোটামুটি ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলো।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার কৃষকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলো। এগুলো নিম্নরূপ:-

১। ক শ্রেণী: যাদের কোন উৎপাদনের মাধ্যম নেই, যারা নিজস্ব শ্রমের ওপর নির্ভরশীল এবং অন্যের মজুর হিসাবে কাজ করে।

২। খ শ্রেণী: যাদের ক্ষুদ্র উৎপাদনের মাধ্যম আছে, যারা নিজেদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল, প্রয়োজন অনুযায়ী তারা কখনো কখনো অন্যের মজুর খাটায়।

৩। গ শ্রেণী: যাদের পর্যাপ্ত উৎপাদনের মাধ্যম রয়েছে, যারা নিজেরা খাটে, অন্যের খাটায়, কিন্তু অন্যের মজুর হিসাবে নিজেরা কাজ করেনা। তারা নিজেদের একটার প্রাইজের ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে, মেহনতী মজুর হিসাবে নয়।

(বাংলাদেশ সরকার, প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৭৩, পৃঃ ১৫৭)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ক শ্রেণী - ভূমিহীন, খ শ্রেণী মধ্য কৃষক ও গ শ্রেণী ধনী কৃষক হিসাবে চিহ্নিত। শ্রেণী বিভক্তির ভিত্তি হলো উৎপাদন মাধ্যম অথচ কোন শ্রেণী বিশেষের উৎপাদন মাধ্যমের পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) বাংলাদেশের সাভার এলাকার দুটো গ্রাম পর্যবেক্ষণ করে চারটি কৃষক শ্রেণী-(ধনী, মধ্য, গরীব ও ভূমিহীন) শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তিনি জমির পরিমাণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর শ্রেণী বিভাগ গ্রহণযোগ্য।(জাহাঙ্গীরঃ ১৯৭৯)।

নিরীক্ষণধীন গ্রাম ঃ কৃষক শ্রেণী সমূহ

এখন নিরীক্ষণধীন গ্রামের কৃষকদের শ্রেণী বিন্যাস বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। এই গ্রামে ধনী, মধ্য, গরীব ও ভূমিহীন- এই চার প্রকার কৃষক শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। তাদের এই শ্রেণী বিভক্তির ভিত্তি হলো জমি ও জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ। নিম্নে প্রতিটি শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচিত হলো।

শ্রেণী	কৃষকের নাম	জমির পরিমান
ক.	ধনী কৃষক	যাদের ২৫ বিঘা ও তদুর্ধ জমি রয়েছে।
খ.	মধ্য কৃষক	যারা ১০ বিঘা থেকে ২৫ বিঘার নীচে জমির মালিক।
গ.	গরীব কৃষক	যারা ১ বিঘা থেকে ১০ বিঘার নীচে জমির মালিক।
ঘ.	ভূমিহীন	যাদের কোন জমি নেই।

এই গ্রামে ১টি ধনী কৃষক পরিবার, ১০টি মধ্য কৃষক পরিবার ও ২৮টি গরীব কৃষক পরিবার ও ৭টি ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সন্ধান পেয়েছি। এই গ্রামে বসবাসকারী কৃষক পরিবারের ও তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে প্রদত্ত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনি - ৮

ক্রমিক নং	কৃষক শ্রেণীর নাম	পরিবারের সংখ্যা	লোক সংখ্যা (পরিবার)	জনসংখ্যা %	জমির পরিমাণ (বিঘায়)	সমগ্র জমির %
১	ধনী কৃষক	১টি	১জন	২°১৭%	৩০ বিঘা	১০°১৭%
২	মধ্য কৃষক	১০টি	৭১ জন	২১°৭৪%	১৫৪ বিঘা	৫২°২০%
৩	গরীব কৃষক	২৮টি	১৬০ জন	৬০°৮৭%	১১১ বিঘা	৩৭°৬৩%
৪	ভূমিহীন কৃষক	৭টি	৩৩ জন	১৫°২২%	-	-
মোট		৪৬ টি	২৭৪ জন	-	২৯৫	-

সারনি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, গ্রামে গরীব কৃষক পরিবারের সংখ্যা বেশী। কিন্তু তারা ৩৭°৬৩% জমির মালিক। অন্যদিকে, মধ্য কৃষকদের পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে গরীব কৃষকদের চেয়ে কম, কিন্তু তারা সমগ্র জমির ৫২°২০% এর মালিক। ধনী কৃষক পরিবার একটি, গ্রামের মোট জমির ১০°১৭% জমির মালিক।

এই গ্রামের কৃষক শ্রেণী সমূহ একটি সমাজ কাঠামোর ভিতরে বিদ্যমান। পরবর্তী পরিচ্ছেদে কৃষক শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত গ্রামীন সমাজ কাঠামোর আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজ কাঠামো

এই পরিচ্ছেদে গ্রামের সমাজ কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রসংগে সর্বাগ্রে জানা দরকার সমাজ কাঠামো বলতে কি বুঝায়, কেননা সমাজ কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণী গ্রামাঞ্চলে তাদের পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরস্পর বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। এই আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে গ্রামসমাজ জটিলতা বোঝাবার জন্য।

সমাজ কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন দুর্খাইম (১৯৬২), রেডক্লিফ ব্রাউন (১৯৫২), রেড ফিল্ড (১৯৬০), লীচ (১৯৬১), মার্কস (১৯৫৮, ১৯৬৯), গোডেলিয়ার (১৯৭২), আলাতী (১৯৭২,১৯৭৩)। দুর্খাইম (১৯৬২) সামাজিক ঘটনাপঞ্জীর (Social facts) প্রেক্ষিতে সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞায়িত করেছেন : " সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য মন্ডিত তথ্যপঞ্জীর একটি শ্রেণী (category) । এটা ব্যক্তির বাহ্যিক কর্ম, চিন্তন ও অনুভব নিয়ে সংগঠিত এবং এটার সহিত সংযুক্ত রয়েছে জবরদস্তি করবার একটা শক্তি যার বলে তারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।" (দুর্খাইম : (১৯৬২, পৃঃ- ৩)।

রেডক্লিফ ব্রাউন (১৯৫২) - বলেছেন : " সমাজ কাঠামো মানুষের মানসিক গঠনের মতন বাস্তব। ---------- দুই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্ক হচ্ছে একটি বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের অংশ বিশেষ আর ঐ বৃহত্তর সম্পর্কে জড়িত রয়েছেন বহু ব্যক্তি। (যদিও ঐ দুই ব্যক্তির সম্পর্ক আদম ও হাওয়ার সম্পর্ক নয়)। এই সম্পর্কের জালকেই (network) আমি সমাজ কাঠামো হিশাবে মনে করি।" (রেডক্লিফ ব্রাউন : ১৯৫২, পৃঃ ১৯০-১)। তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের আন্তঃ সম্পর্কের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রেডকিন্ড (১৯৬০) সমাজ কাঠামো সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : "সমাজ কাঠামো হচ্ছে একটা অনুভিত্তিক ধারনা। বস্তুর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে মূল্যমান সকল বিষয়ই এর মুখ্য ধারণা হিসাবে পরিগণিত।" তিনি family, kinship, groups, institutions, authority, power, religion, sect, education, economy প্রভৃতিকে সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (ব্রেডকিন্ড : ১৯৬০)।

নীচ (১৯৬১) সমাজ কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন ক্ষমতার (Power) প্রেক্ষিতে। তাঁর ভাষায় : "কতিপয় ধারণা নিয়ে সমাজ কাঠামো সংগঠিত আর ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠির গোষ্ঠির মধ্যে ক্ষমতার বন্টনের সংগে ঐ ধারণা সম্পর্কিত।" (নীচ : ১৯৬১) ।

মার্কসীয় সাহিত্যে সমাজ কাঠামো প্রসঙ্গে দ্বি-মাত্রিক (Dichotomous), কোথাও ত্রি-মাত্রিক (Tripartite) সুর বিন্যাসের ধারণা পাওয়া যায়। কারণ মার্ক্সীয় দর্শনই মূলতঃ শ্রেণী বিন্যাস তথা শ্রেণী সংগ্রাম ধারণার সাথে জড়িত। (Selected Works, Vol:- 4, p-462) মার্কস্ অন্যত্র আবার পশ্চিমী পুঁজিবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে ত্রি-মাত্রিক শ্রেণী কাঠামোর ধারনাও দিয়েছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁর দুটো বক্তব্য লক্ষ্য করি। যেমন একটিতে আছে : যারা capitalists, petty bourgeoisie ও proletarian's, আর অপরটিতে রয়েছে, যারা Lord, capital and Labour - power এর মালিক। মার্কস্ (১৯৬৬) তাঁর " Capital " গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে যেখানে "The classes" শিরোনামে সর্বশেষ একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায় রয়েছে, সেখানেই তিনি তাঁর ত্রি-মাত্রিক (Tripartite) শ্রেণী কাঠামোর নমুনা (Model) তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন : "কেবল মাত্র শ্রম শক্তির মালিক, মূলধনের মালিক এবং ভূ-স্বামিগন যাদের আয়ের উৎস হলো - যথাক্রমে মজুরী, মুনাফা, খাজনা, অন্য কথায় - মজুরগণ, পুঁজিপতিগণ ও ভূ-স্বামিগণ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজে তিনটি বৃহৎ শ্রেণী হিসাবে পরিগনিত।" (মার্কস্ : ১৯৬৬, ক্যাপিটাল : খন্ড - ৩, পৃষ্ঠা- ৮৮৫)।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কস তার অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ত্রি-মাত্রিক শ্রেণী কাঠামোর ভিতরে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মার্কসের " Class Struggle in the France " (মার্কস ও এঙ্গেলস : ১৯৫৮, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা -১১৮)। Louis Bonapartes, Eighteenth of Brumaire (মার্কস ও এঙ্গেলস : ১৯৫৮, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪০), ও "Civil War in France" (মার্কস ও এঙ্গেলস : ১৯৫৮, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৪৭০) প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কাজেই মার্কস সর্বক্ষেত্রে সহজ সরল দ্বি-মাত্রিক শ্রেণী কাঠামোর কথা চিন্তা করেছেন - একথা বলা সমীচীন হবেনা।

মার্কসের (১৯৫৯, ১৯৬৬) উপরোক্ত দ্বি-মাত্রিক ও ত্রি-মাত্রিক শ্রেণী কাঠামোর ভিত্তি হলো সম্পত্তি সম্পর্ক (Property Relations) কিন্তু শুধু সম্পত্তি সম্পর্কই সমাজে শ্রেণী সৃষ্টি করে - এই ধারনা ও মার্কসের মূল বক্তব্য বিষয়ক সরলীকরণ কিংবা তা থেকে অনেক অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচ্যুতি র কারণ তিনি সমাজের শ্রেণী বিভাগে শ্রমবিভক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, র তিনি শ্রম বিভাগকে সম্পত্তি সম্পর্কের চেয়েও ব্যাপকতর প্রত্যয় বলে গণ্য করেছেন। এবং শ্রমবিভাগকে নতুন নতুন সম্পত্তি সৃষ্টির কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের ভাষায় :

"একটি জাতির ভেতরে শ্রম বিভক্তির বলতে প্রথমে বুঝায় - কৃষি থেকে ব্যবসা ও কারখানার পৃথকিকরণ এবং এর ফলে, গ্রাম ও নগরের স্বার্থ-সংঘাত সৃষ্টি হয়। উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্য ও কারখানার বিভাজনকে বুঝায়। শ্রমবিভক্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ের অগ্রগতির নানা ন প্রকারের মালিকানার রূপ নির্দেশ করে। অন্য কথায়, বস্তু, যন্ত্রপাতি ও কর্মের মাধ্যমে উদ্ভূত একে অপরের সংগে পারস্পরিক সম্পর্কই চিহ্নিত করে দেয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রমবিভক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের অগ্রগতি।" (মার্কস্ ও এঙ্গেলস : সংগৃহীত গ্রন্থাবলী, খন্ড-৪র্থ, পৃঃ ২)।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই মার্কসীস্ট দৃষ্টিভংগী থেকে প্রত্যেক সমাজ কাঠামো এক একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। মার্কস (১৯৫৮) সমাজ কাঠামো প্রসংগে বলেন : "সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অস্তিত্বের জন্য মানুষ একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কে প্রবেশ করে। ঐ সম্পর্কগুলো তাদের ইচ্ছা বহির্ভূত স্বাধীন চেতনার প্রকাশক। উৎপাদন সম্পর্কের বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। আর ঐ উৎপাদন সম্পর্ক বস্তুজাত শক্তি সমূহের উৎপাদনের অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত। উৎপাদন সম্পর্ক সমূহের সমষ্টিই হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো যাকে সত্যিকার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যার উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয় আইনগত ও ~~রাষ্ট্র এবং~~ রাজনৈতিক উপ-কাঠামো, যেখানে সংযুক্ত হয়ে থাকে সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপ। দ্রুত কিংবা বিলম্ব হোক, অর্থনৈতিক ভিত্তির (কাঠামোর) এই পরিবর্তনগুলো সামগ্রিকভাবে সকল উপরি-কাঠামোয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।" (মার্কস : ১৯৫৮, সংগৃহীত গ্রন্থাবলী, খন্ড - ১, পৃঃ ৩৬২-৬৩)।

উপরোক্ত বক্তব্যে মার্কস (১৯৫৮) সমাজ কাঠামোর দ্বি-মাত্রিক রূপ প্রকাশ করেছেন :

(১) একটি মৌল কাঠামো (Base or Foundation Structure) এবং (২) অপরটি উপরি-কাঠামো (Super-Structure)। প্রথমোক্ত মৌল কাঠামোটি অর্থনৈতিক উৎপাদিকা শক্তি (Forces of Production) ও উৎপাদন সম্পর্কের (Relations of Production) সমন্বয়ে গঠিত, আর অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা বহির্ভূত বিষয়াদি যেমন আইন-কানুন, দর্শন, রাজনীতি, সরকার, চেতনা-চিন্তা ও শিল্পকলা প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় উপরি-কাঠামো (Super-Structure)। এই "Preface"— এ ক তিনটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) সমাজের কাঠামো সংক্রান্ত এবং মৌল ও উপরি-কাঠামোর মধ্যে প্রভেদ-নির্ণয়।

খ) সংঘাত সম্বন্ধে বলেছেন : এক মৌল কাঠামোর বাইরে ও ভেতরে দ্বন্দ্ব, মৌল ও উপরি-কাঠামোর ভিতরের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব আবার সামাজিক সংঘাতে পরিণত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(iii) সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা আছে ।" (মার্কস ও এ্যাঙ্গেলস : ১৯৫৮, সংগৃহীত গ্রন্থাবলী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা : ৩৬১) । এই বিবরণীগুলো পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ এবং একে অন্যের সাথে সংগতি পূর্ণ ।

মার্কসকে অনুসরন করে গোডেলিয়ার (১৯৬৭) সমাজ কাঠামো প্রসংগে বলেন : "মার্কসের কাছে প্রতিটি সমাজ কাঠামোর নিজস্ব পরিসর, ক্রিয়া কর্মের ধরণ, নির্দিষ্ট বিবর্তন ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো রয়েছে । অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তি নিহিত আছে আর অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহির্ভূত কাঠামো পারস্পরিকভাবে অপরিবর্তনীয় । বাস্তবে, কাঠামোগত কার্যারম্ভ ও বিবর্তন সঠিকারভাবে অপরিবর্তনীয়, যেহেতু কার্যক্রমের বিবর্তন ও রূপান্তরের দ্বারাই তাদের প্রভেদ-নির্ণয়ের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে ॥ (গোডেলিয়ার : ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৯৬৯) । তিনি সমাজ কাঠামোর দ্বি-মাত্রিক রূপ-প্রচ্ছন্ন সমাজ কাঠামো (The Underlying Social Structure ও প্রকাশ্য সমাজ কাঠামো ('' The Overt Social Structure) সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি প্রথমটিকে মৌল কাঠামো ও দ্বিতীয়টিকে উপরি-কাঠামো বলে আখ্যায়িত করেছেন (গোডেলিয়ার ঃ ১৯৬৭) ।

হামজা আলাভী পাকিস্তানের একটি গ্রামের " The Overt Social Structure" সম্বন্ধে গবেষনা করে উপরি-কাঠামো ও তদসম্পর্কিত উপকাঠামো ও সংগঠন প্রসংগে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এক নিবন্ধে (আলাভী : ১৯৭৩) । সেখানে তিনি পাঞ্জাবের গ্রামটিতে কার্যকর মৌল কাঠামো উহ্য রেখে উপরি কাঠামো - যেমন : গ্রামীণ অর্থনৈতিক, জ্ঞাতি গোষ্ঠি ও রাজনৈতিক বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরীক্ষা চালিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন । অন্যত্র তিনি মৌল কাঠামো প্রসংগে আলোকপাত করেছেন (আলাভী:১৯৭২) ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে হামজা আলাভী প্রদত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে একটি নমুনা (Model) হিসাবে গ্রহণ করে এখানে আমরা ? এই "কিষানপুর" গ্রামের কৃষক সমাজের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হ'বো ।

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো : / Economic Structure

সাধারণভাবে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের সমবায়ে গঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো । সেদিক দিয়ে এই কিষানপুর গ্রামের লোকসংখ্যা ও জমিকে উৎপাদিকা শক্তি আর অধিবাসীদের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীগত সম্পর্কই উৎপাদন সম্পর্ক বলে পরিচিত । এই গ্রামের লোক সংখ্যা ২৭৪ জন । তাদের জমির পরিমান ২৯৫ বিঘা মাত্র । সম্পত্তি সম্পর্কের দিক থেকে চারটি কৃষক শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান, এরা হলো-ধনী, মধ্য, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী সমূহ । এই গ্রামে মোট ৪৬টি কৃষক পরিবার রয়েছে । তন্মধ্যে ১টি ধনী কৃষক পরিবার ও তার জমির পরিমান ৩০ বিঘা, মধ্য কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১০টি ও জমির পরিমাণ ১৫৪ বিঘা এবং গরীব কৃষক পরিবার রয়েছে ২৮টি ও তাদের জমির পরিমাণ হলো ১১১ বিঘা মাত্র । এতদ্ব্যতীত,৭টি ভূমিহীন কৃষক পরিবার রয়েছে যাদের কোন জমি নেই । গ্রামের সর্বাধিক জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন করে একটি ধনী কৃষক পরিবারের সহযোগীতায় ১০টি মধ্য কৃষক পরিবার ।

কৃষকদের শ্রেণী চেতনার উদ্রেক :

কৃষক সমাজে কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও মুক্তি ও তথা আর্থিক প্রয়োজনে সুপ্ত শ্রেণীর ভিতরে কখনো কখনো শ্রেণী চৈতন্যের উদ্রেক হয় । পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণী সত্তা অর্জনের জন্য দুটি স্তর (phase) ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

Dhaka University Institutional Repository

এক: চেতনাহীন শ্রেণী (a class-in-itself) ও দুই : চেতনাযুক্তশ্রেণী (a class-for-itself) । প্রথমোক্তটি অর্থনৈতিক ও দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক সুর বলে উল্লিখিত । আলোচ্য গ্রামে স্থানীয় পরিষদের ১৯৭৭ সনের সদস্য নির্বাচনে কৃষকদের মধ্যে প্রথম সুর থেকে দ্বিতীয় সুরে উত্তরণের বিষয়টি লক্ষ্য করা গিয়েছে । একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হচ্ছে : স্থানীয় পরিষদের ১৯৭৭ সনের সদস্য নির্বাচন । প্রার্থী হলেন আব্দুল হামিদ, একজন ধনী কৃষক, বাড়ী পাকুটিয়া । অন্য জনের নাম - সাহেব আলী, একজন গরীব কৃষক, বাড়ী আমুনাপুর নামক পার্শ্ববর্তী গ্রামে । উভয় প্রার্থীই এই কিষানপুর আসেন নির্বাচনী প্রচারে । এই গ্রামের কিছুলোক সাহেব আলী ও কিছু লোক আব্দুল হামিদকে সমর্থন করেন । গ্রামের রহমত খান সমাজের প্রধান মাতবর ও পিটরী মাতবর যথাক্রমে রহমত খান, নেদুখান তাঁদের সমাজী লোকদেরকে আব্দুল হামিদকে ভোট দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু সকলেই তাদের কথামত ভোট দেয়না, বাধ্যগত মুষ্টিমেয় ৭/৮জন লোক হামিদকে ভোট দেয় । অন্যদিকে, বদর উদ্দিন সহ কতিপয় বর্গাচাষী ও গরীব কৃষকেরা সমাজের মাতবরদের কথা উপেক্ষা করে সাহেব আলীকে ভোট দেন । নির্বাচনে আব্দুল হামিদ বিজয়ী হতে পারেন নি, কিন্তু গরীব কৃষক সাহেব আলী নির্বাচনে জয়লাভ করে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন । এই দৃষ্টান্ত থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হলো যে, বর্গাচাষী ও গরীব কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার উদ্রেক হয়েছে, কারণ, তারা ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দান করতে সক্ষম হয়েছে, আর এর ফলে, কার্ল মার্কসের ভাষায়, তারা চেতনাহীন (a class-in-itself) শ্রেণী থেকে চেতনাযুক্ত শ্রেণী (a class-for-itself)তে রূপান্তরিত হয়েছে বলে তথ্যাবলী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামো : Kinship Structure

আমরা এবারে "কিষানপুর" গ্রামের জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামো প্রসংগটি বিশ্লেষন করতে প্রয়াসী হবো ।

এই গ্রামের অধিবাসীগণ বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠির সদস্য । প্রতিটি গোষ্ঠিই অপর গোষ্ঠির সংগে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে বৈবাহিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক সম্পর্কের বিদ্যমানতা অনুভূত হয়েছে । আবার অনেক ক্ষেত্রে এক গোষ্ঠির সাথে অপর গোষ্ঠির কোন সম্পর্ক একেবারেই নেই - এমনও দেখা গিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে পরোক্ষ সম্পর্ক কার্যকর । কাজেই সকল সম্পর্কযুক্ত কিংবা সম্পর্কহীন (সেক্ষেত্রে পরোক্ষ সম্পর্কে কার্যকর) গোষ্ঠি নিয়েই গঠিত হয়েছে এক একটি সমাজ সংগঠন । সুতরাং এটা মূলতঃ গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠির লোকজন সমবায়ে গঠিত । অনেক সময় একটি গোষ্ঠি নিয়ে একটি সমাজ সংগঠন গঠিত হয়, কিন্তু এই গ্রামে তেমনটি দেখা যায় নি । এখানে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির অধিবাসীদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছে এক একটি সমাজ সংগঠন ।

এই জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামো বলে আখ্যায়িত সমাজ সংগঠনগুলো এই গ্রামে কার্যকর । এগুলো কৃষকদের আভ্যন্তরীণ পঞ্চায়েত (Internal Panchayet or Council হিসাবেও পরিগণিত, কেননা এটা কৃষকদের মধ্যে সৃষ্ট সকল বিরোধের নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করতে চেষ্টা করে ।

এই সংগঠনগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান নয়, কিংবা এর পরিচালক মন্ডলী (মাতবরগণ) সরকারীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হননা, তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সমাজের লোকজন দ্বারা মনোনীত হয়ে থাকেন । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি গোষ্ঠিগতভাবে ও সামাজিকভাবে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের অধিকারী, তিনিই সমাজে মাতবর রূপে অভিহিত হয়ে মর্যাদা সম্পন্ন মুরব্বী হিসাবে পরিগণিত হন ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের বিভিন্ন সমাজ সংগঠন : লোক সংখ্যা ও অন্যান্য বিবরণ

এই গ্রামে তিনটি সমাজ সংগঠন কার্যরত রয়েছে। এগুলো হলো-এক. রহমত খান সমাজ, দুই. আব্দুর রহিম সমাজ ও তিন. জামাল উদ্দিন সমাজ। প্রতিটি সমাজের লোক সংখ্যা সহ বিভিন্ন তথ্যাবলী- সম্বলিত একটি সারণি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

সারণি - ৯

ক্রমিক নং	সমাজের নাম	পরিবার সংখ্যা	বাড়ী সংখ্যা	লোক সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১।	রহমত খান সমাজ	২৫টি	১৯টি	৭৬	৬৩	১৩৯
২।	আব্দুর রহিম সমাজ	১৩টি	৬টি	৪১	৩৫	৮৪
৩।	জামাল উদ্দিন সমাজ	৮টি	৬টি	৩০	২১	৫১
	মোট	৪৬টি	৩১টি	১৫৫	১৩১	২৭৪

২. বিভিন্ন সমাজে কৃষকদের অবস্থান :

প্রতিটি সমাজই বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষক নিয়ে গঠিত। সেজন্য, কোন সমাজে কতটি কৃষক পরিবার রয়েছে, তার বিবরণ একটি সারণির দ্বারা নিম্নে দেখানো হলো :

সারণি - ১০

ক্রমিক নং	সমাজের নাম	কৃষক শ্রেণীর নাম (পরিবার ভিত্তিক)					জমি (বিঘায়)
		ধনী কৃষক	মধ্য কৃষক	গরীব কৃষক	ভূমিহীন	মোট	
১	রহমত খান সমাজ	X	৬টি	১৩টি	৬টি	২৫টি	১৩৬
২	আব্দুর রহিম সমাজ	১টি	৩টি	১টি	X	১৩টি	১২৪
৩	জামাল উদ্দিন সমাজ	X	১টি	৬টি	১টি	৮টি	৩৫
	মোট	১টি	১০টি	২৮টি	৭টি	৪৬টি	২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৩. সমাজ সংগঠন : মুখপাত্রদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

গ্রামের প্রতিটি সমাজের মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত মাতব্বরদের প্রভাবশালী ভূমিকা প্রতিপালনের ভিত্তি তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা। সেজন্য, প্রতিটি সমাজের প্রধান ও পিটরী মাতব্বরদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণী নিম্নে একটি সরনি দ্বারা দেখানো হলো :-

সরনি - ১১

ক্রমিক নং	মাতব্বরদের নাম	পদবী	সমাজের নাম	সামাজিক-আর্থিক অবস্থার বিবরণ					
				বয়স	জমি (বিঘায়)	শিক্ষা	পেশা	লোক সংখ্যা	শ্রেণীভুক্ত কৃষক
১.	রহমত খান	প্রধান মাতব্বর	রহমত খান সমাজ	৬০	২০	X	কৃষি	৬	মধ্যকৃষক
২.	আব্দুল খালেক	পিটরী মাতব্বর	ঐ	৫৮	১৬	ম্যাট্রিক পাশ	কৃষি ও চাকুরী	৬	মধ্যকৃষক
৩.	আনসার উদ্দিন দেওয়ান	ঐ	ঐ	৫৮	১২	X	কৃষি ও ব্যবসা	৬	ঐ
৪.	মোঃ মেনু খান	ঐ	ঐ	৫৭	১২	৩য়শ্রেনী	কৃষি	১০	ঐ
৫.	আবদুর রহিম	প্রধান মাতব্বর	আব্দুর রহিম সমাজ	৩৫	৩০	এস.এস.সি. পাস	কৃষি ও ব্যবসা	১০	ধনীকৃষক
৬.	ফৈজুদ্দিন বেপারী	পিটরী মাতব্বর	ঐ	৩০	৭	ঐ	ঐ	৫	গরীব কৃষক
৭.	শাহাবী পাটারী	ঐ	ঐ	৬০	৭	X	কৃষি	১৪	ঐ
৮.	জামাল উদ্দিন	প্রধান মাতব্বর	জামালউদ্দিন সমাজ	৩৫	৩	৩য়শ্রেণী	ঐ	৭	ঐ
৯.	আনসার উদ্দিন	পিটরী মাতব্বর	ঐ	৪৩	২	X	কৃষি ও চাকুরী	১০	ঐ
১০.	পরান আলী	ঐ	ঐ	৫২	৩	X	দিনমজুরী	৩	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪. সমাজ সংগঠন : বিভিন্ন গোষ্ঠির বিবরণ

এই গ্রামে বিভিন্ন জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোকজনের বাস। একটি গোষ্ঠি অন্যান্য জ্ঞাতি গোষ্ঠির সংগে রক্তের কিংবা অন্যবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক কার্যকর, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কার্যকর বলে প্রতীয়মান। প্রায়শঃই দেখা গিয়েছে যে, প্রতিটি জ্ঞাতিগোষ্ঠি গ্রামের কোন না কোন সমাজ সংগঠনের সহিত সম্পর্কিত। এক একটি সমাজ সংগঠন আবার একটি মাত্র গোষ্ঠি নিয়ে সংগঠিত-এমন এই গ্রামে দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন জ্ঞাতি গোষ্ঠি নিয়ে এক একটি সমাজ গঠিত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই গ্রামে তিনটি সমাজে মোট ১৩টি গোষ্ঠি রয়েছে, তন্মধ্যে রহমত খান সমাজে রয়েছে খান, মুন্সী, মোল্লা, দেওয়ান, বেপারী ও সেখ -এই ছয়টি গোষ্ঠি, আক্কুর রহিম সমাজে সরকার, মোল্লা, বতুন বেপারী ও বেপারী এই চারটি গোষ্ঠি রয়েছে এবং খাঁ, সেখ, বেপারী- এই তিনটি গোষ্ঠি রয়েছে জামাল উদ্দিন সমাজে।

এই গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নিয়ে আলোচনা আবশ্যক। এই গ্রামে খান, খাঁ, সরকার, মুন্সী, মোল্লা, দেওয়ান, সেখ, বেপারী-প্রভৃতি গোষ্ঠি সমুহের পৃথক পৃথক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রয়েছে। সেজন্য প্রতিটি গোষ্ঠির বংশ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি একই রকম নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খান, মোল্লা ও সেখ-যদিও একই গ্রামে বাস করে, তথাপি তারা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বংশের পরিচয় বহন করে। আর মর্যাদার দিক দিয়ে খান উঁচু বংশ, মোল্লা মধ্য ও সেখ নীচু বংশের প্রতিনিধি স্বরূপ। কাজেই মর্যাদার প্রেক্ষিতে এই গ্রামের গোষ্ঠিসমুহের তিনটি সারিতে বিভক্ত-যথা উঁচু, মধ্য ও নীচু বংশ। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে, খান, সরকার, মুন্সী ও খাঁ উঁচু বংশ বলে পরিগণিত। কাজেই এই উঁচু - মধ্য - নীচু- মর্যাদার বিভিন্ন গোষ্ঠির অস্তিত্ব এই গ্রামে বিদ্যমান। আর এই মর্যাদার (Status) মাপকাঠি হিসাবে কেবল জমিই একমাত্র উপাদান নয়, এর সংগে অন্যান্য উপাদানও রয়েছে। আর সেই "অন্যান্য উপাদানের' মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি,

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরীর দরুণ অর্থোপার্জন, বাগ্মিতা, বিশেষ পাড়া ও এলাকায় (চর বহির্ভূত) অবস্থান উঁচু বংশের সাথে সম্পর্ক, গোষ্ঠিগত আচার-আচরণ, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্দানশীন ও অন্যের বাড়ীতে কর্ম না করা, পোষাক-পরিচ্ছেদ ও সুন্দর পরিবেশে বাস এবং শুদ্ধ ব্যবহার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা আবশ্যক যে, অনেক গোষ্ঠির জমি রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য উপাদান দুর্বল, তারাও উচু বংশ হিসাবে পরিগণিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে "অন্যান্য উপাদান" বেশী, জমি দুর্বল, তারাও উঁচু শ্রেণির বংশ হিসাবে স্বীকৃত।

একটি গোষ্ঠির মর্যাদা অর্জন কিংবা মর্যাদা হারানোর জন্য কমপক্ষে তিন পুরুষ সময় লাগে বলে সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। একই গোষ্ঠি অতীতে উঁচু বংশ বলে পরিচিত ছিলো কিন্তু অর্থনৈতিক অবনতির দরুণ এখন গোষ্ঠির মুরুব্বীর সাবেকী নাম/উপাধিটুকু রয়েছে, পূর্ব গৌরব বা মর্যাদা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে মধ্য কিংবা নীচু বংশ হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রামে নীচু বংশ বলে পরিগণিত কতিপয় গোষ্ঠি মর্যাদার বিভিন্ন উপাদান (তন্মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থানসহ) অর্জন করাতে তাদের গোষ্ঠিগত মর্যাদা ও মধ্য কিংবা উচু বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হিসাবে মধ্য-ব্রহ্মে খাঁ ও মোল্লা গোষ্ঠি এবং দেওয়ান ও নতুন বেপারী-প্রভৃতি গোষ্ঠি সমূহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, এই গ্রামের উঁচু বংশ বলে খ্যাত বিভিন্ন গোষ্ঠির অর্থনৈতিক অবস্থানসহ মর্যাদার অন্যান্য উপাদানগুলি অতীতের ন্যায় এখনও বিদ্যমান থাকায় তাদের গোষ্ঠিগত উঁচু মর্যাদা বর্তমানেও পূর্ববৎ রয়েছে এবং উদাহরণ স্বরূপ সরকার, মুন্সী ও খান-প্রভৃতির নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে একটি বিষয়ে বলা আবশ্যক যে, একই গোষ্ঠির ভিতরে সকলেই বিত্তশালী নয়, সেখানে বিত্তহীন লোকের অস্তিত্বও বিদ্যমান রয়েছে। আমরা গোষ্ঠিত মর্যাদার বিষয়টি বিভিন্ন গোষ্ঠির ইতিহাস বিবৃত করার পরে একটি সারণির মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেখানোর প্রচেষ্টা করা করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রামের তিনটি পাড়ায় (দক্ষিন, উত্তর ও পুর্ব) বিভিন্ন গোষ্ঠির লোকজন বাস করছে। একটি পাড়ায় শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠি বাস করছে- এমনটি এই গ্রামে পরিলক্ষিত হয়নি, বরঞ্চ নানান মর্যাদার বিভিন্ন গোষ্ঠির বিদ্যমান একটি পাড়ায় অনুভূত হয়েছে। এখানে লক্ষনীয় যে, কোন বিশেষ গোষ্ঠির নামানুসারে কোন পাড়ার নামকরণ হয়নি, শুধুমাত্র দিকের অবস্থানের জন্যই প্রতিটি পাড়ার নামকরণ করা হয়েছে। এই গ্রামে বিদ্যমান তেরটি গোষ্ঠির মধ্যে দক্ষিন পাড়ায় রয়েছে- সরকার, বেপারী, মুন্সী, সেওয়ান, মোল্লা, মোল্লা, নতুন বেপারী- এই সাতটি গোষ্ঠি, এদের মধ্যে সেওয়ান, মুন্সী, মোল্লা- তিনটি গোষ্ঠি রহমত খান সমাজের সাথে সম্পর্কিত, আর সরকার, বেপারী, মোল্লা ও নতুন বেপারী- এই চারটি গোষ্ঠি আব্দুর রহিম সমাজের সদস্য। (২) উত্তর পাড়ায় রয়েছে তিনটি গোষ্ঠি, যথা- খান, শেখ ও বেপারী- এবং এরা সকলেই রহমত খান সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে বলা আবশ্যক যে, খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবার পুর্বপাড়ায় বসতি স্থাপন করে বাস করছে কিন্তু সমাজভুক্ত রয়েছে রহমত খান সমাজের সঙ্গে, এবং (৩) পুর্ব পাড়ায় শেখ, বেপারী ও খাঁ- তিনটি গোষ্ঠি রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবার রয়েছে এই পুর্বপাড়ায় এবং তারা এদের সঙ্গে সমাজ করেনা, রহমত খান সমাজের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকায় পুর্ব ও উত্তর পাড়ায় যোগসুত্র হিসাবে কার্যকর।

এখানে একটি ছক এঁকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখানো হলো।

রেখা চিত্র - ১

বিভিন্ন পাড়ার যোগাযোগ ও গোষ্ঠি সমুহ

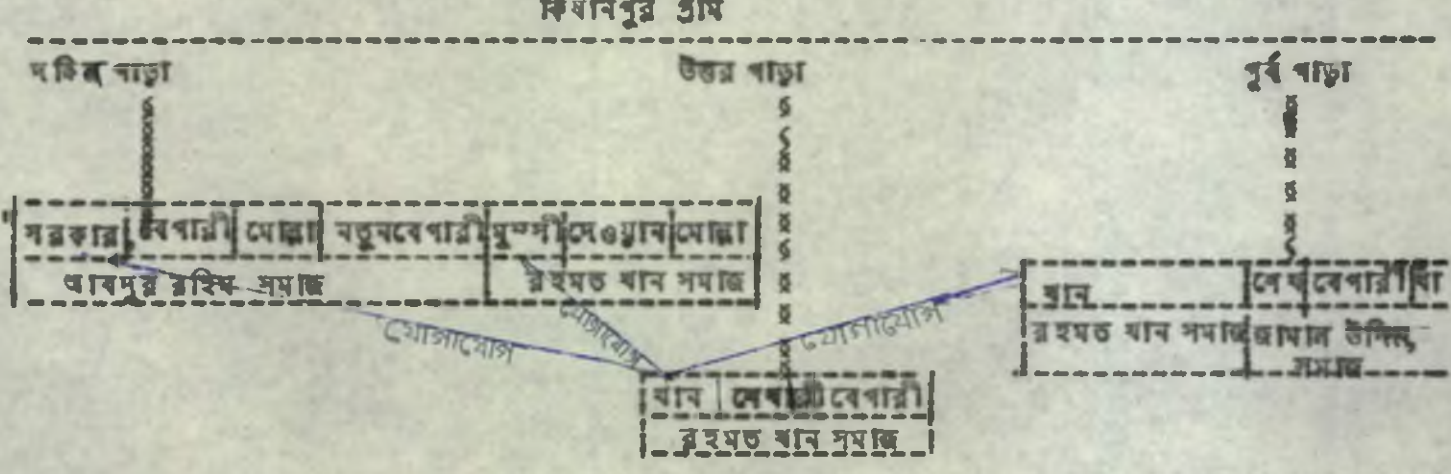

এখানে যেটা স্পষ্ট হলো সেটা হলো এই; বিভিন্ন গোষ্ঠিই তিনটি পাড়ার যোগসুত্র স্থাপনকারী হিসাবে বিশেষ ভুমিকা প্রতিপালন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রহমত খান সমাজভুক্ত খান গোষ্ঠিই পুর্ব ও উত্তর পাড়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে; অপরদিকে, উত্তর পাড়াও দক্ষিন পাড়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রনী ভূমিকা নেয় খান ও মুন্সী গোষ্ঠি, কেননা তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ আবার সেই সঙ্গে একই পাড়ার (দক্ষিনপাড়া) মুন্সী ও সরকার গোষ্ঠি বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এবারে আমরা বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত প্রতিটি গোষ্ঠির ইতিহাস ও তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পাবো।

১. রহমত খান সমাজ : বিভিন্ন গোষ্ঠির ইতিহাস :

ক. খান গোষ্ঠি :

এই গ্রামে একটি "খান গোষ্ঠি" রয়েছে এবং সেটা রহমত খান সমাজের সাথে সম্পর্কিত। এই খান গোষ্ঠির বাস হলো উত্তর পাড়ায়, পরে এই গোষ্ঠির দুটো পরিবার (তমছের ও মুনছের খান) পূর্ব পাড়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে বাস করছে। কিন্তু তাঁরা পূর্ব পাড়ার সাথে সমাজ বদ্ধ না হয়ে পুরি খান গোষ্ঠির সাথে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখেন ও সমাজ বদ্ধ থাকেন। এই খান গোষ্ঠির ইতিহাস নিম্নরূপ : প্রায় চার/পাঁচ পুরুষ পূর্বে - এই কিষানপুরে "মন্ডলগোষ্ঠি" নামে এক গোষ্ঠির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সেই মন্ডল গোষ্ঠির বংশধর চীনু মন্ডলের দুই মেয়ে ছিল। তিনি এক মেয়ে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করেন বর্তমান "খান গোষ্ঠির" প্রতিষ্ঠাতা শমসের খানকে। তাঁর বাড়ী ছিলো শিবালয় থানার তেওতা গ্রামে। এই শমসের খান থেকেই খান গোষ্ঠির সূচনা। কেননা, মন্ডল গোষ্ঠির বিলুপ্তি ঘটে ইতিপূর্বে। তিনি (শমসের খান) ও বর্তমান রহমত খান সমাজের প্রধান মাতব্বর রহমত খানের পিতা। এভাবেই গঠন হয়েছে খান গোষ্ঠির। তাঁদের বংশ উচুঁ ও মর্যাদা উচুঁ বলে স্বীকৃত।

খ. মুন্সী গোষ্ঠি :

মুন্সী গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ হলেন মুন্সী বশির উদ্দিন, তাঁর আদি নিবাস আয়নাপুর গ্রামে। তাঁর এক ছেলে মুন্সী আজিমুদ্দিন আহম্মদ এই গ্রামের "মন্ডল গোষ্ঠির" চুনীমন্ডলের এক মেয়ে বিয়ে করে ঘর জামাই আসেন। মন্ডল গোষ্ঠির বিলুপ্তির পরে তাঁর গোষ্ঠি "মুন্সী গোষ্ঠি" নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে স্থানীয় পরিষদের সেক্রেটারী আবুল খায়ের সাহেব তাঁর পুত্র। এই গ্রামে তাঁরা উচুঁ বংশ ও মর্যাদাও উচুঁ বলে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

গ. মোল্লা গোষ্ঠি ঃ

মোল্লা গোষ্ঠির উৎপত্তিস্থল আয়নাপুর গ্রামে। নদী ভাংগনের জন্য এই গ্রামে আসেন মোহাম্মদী মোল্লার পিতা জহরী মোল্লা। তিনি তাঁর নানা ইছব আলীর সেওয়ানের ওয়ারিশ পেয়ে এই কিষানপুর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেই থেকে জহর মোল্লা "মোল্লা গোষ্ঠির" গঠন করেন ও মোল্লা গোষ্ঠি নামে পরিচিত। মোহাম্মদী মোল্লা এই গোষ্ঠির লোক। তাঁদের অবস্থা ভালো ছিলো, বংশগত মর্যাদাও ছিল মধ্যম, কিন্তু এখন তাঁদের অবস্থা ভালো নয়, এবং মোল্লা গিরি করার মতন শিক্ষাও নেই তাঁদের, তাই তাঁদের মর্যাদাও নীচু বলে গৃহীত।

ঘ. সেওয়ান গোষ্ঠি ঃ

সেওয়ান গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাঁচুরিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের গোষ্ঠির বাহিমুদ্দিন ১৯৫০ সনের দুর্ভিক্ষের সময় ইছব আলী সেওয়ানের সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে পেয়ে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেই থেকে তাঁরা এই গ্রামে "সেওয়ান গোষ্ঠি" নামে পরিচিত। গোষ্ঠিগত মর্যাদায় তাঁদের স্থান অতীতে ছিলেন মধ্যম, কিন্তু বর্তমানে তাঁদের অবস্থা ভালো বলে তাঁদের বংশ উঁচু বলে গৃহীত।

ঙ. শেখ গোষ্ঠি ঃ

শেখ গোষ্ঠি এই গ্রামের আদি বাসিন্দা। এই গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায়নি। তবে দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যে টুনুশেখ ও এলমেছ শেখর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তারু শেখ, বারু শেখ, ও হারু শেখ সকলেই এঁদের বংশধর। মর্যাদার দিক দিয়ে এই বংশ নীচু বলে পরিচিত ছ

Dhaka University Institutional Repository

চ. বেপারী গোষ্ঠি :

এই গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ ছিলেন তজবিতাংগা গ্রামের । নদী ভাংগনের জন্য বর্তমানে বেপারী গোষ্ঠির পূর্বপুরুষ মইনুদ্দিন ও আইনুদ্দিন বেপারী এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন । আইনুদ্দিন পং এঁদের বংশধর । এঁদের অবস্থা আগে ভালো ছিল । এই গোষ্ঠি নীচু বংশ বলে স্বীকৃত ।

২. আবদুর রহিম সমাজ : বিভিন্ন গোষ্ঠির ইতিহাস :

ক. সরকার গোষ্ঠি :

"সরকার গোষ্ঠি"র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একেম উদ্দিন আহম্মদ । তিনি বাংলাদেশের হাটের নিকটস্থ প্রায় দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত 'নীলকুঠির' ব্যবস্থাপক ছিলেন । উপাধি ছিলো সরকার । সেই থেকে এইবংশ সরকার গোষ্ঠি বলে পরিচিত । তাঁদের আদি বাস ছিলো চরতিল্লী গ্রামে । নদী ভাংগনের জন্য একেম উদ্দিনের দুই ছেলে - মুইনুদ্দিন সরকার ও রাহাত উল্লাহ সরকার এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন । তাঁরা এখানে সরকার সমাজের পত্তন করেন । বর্তমানে আবদুর রহিম সমাজের প্রধান মাতবর আবদুর রহিম সরকার তাঁদের বংশধর । গোষ্ঠিগত মর্যাদার দিক দিয়ে এরা উচুঁ বংশ হিসাবে স্বীকৃত ।

খ. মোল্লাগোষ্ঠি :

"মোল্লা গোষ্ঠি" এই গ্রামের অধিবাসী । এই গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা সোলায়মান মোল্লা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন ও মোল্লাগীরী করতেন । সেখান থেকে এটা মোল্লা গোষ্ঠি নামে খ্যাত । তাঁর বংশধরগণ মোল্লা উপাধি ধারন ও বহন করেন, কিন্তু তাঁরা মোল্লাগিরি করেন না । গোষ্ঠিগত মর্যাদায় তাঁরা মধ্য বংশ বলে আগে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে অবস্থা ভালো নয় বলে তাঁরা নীচু বংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বেপারী গোষ্ঠি :

বেপারী গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ ছিলেন কা-মনী মাতবর। তিনি চর তিল্লী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর চার ছেলে নদী ভাংগনের জন্য উথলী চলে যায়, তিনি ছেলে সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। কিন্তু অপর ছেলে জৈনদ্দিন বেপারী স্থান সংকুলানের অভাবে এই গ্রামে চলে আসেন। তাঁর নামে সৃষ্টি হলো এই গ্রামের "বেপারী গোষ্ঠি"। তাঁরই বংশধর হলো কছিউদ্দিন ও জৈনুদ্দিন। জৈনুদ্দিন বেপারী এই গ্রামের সরকার গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে করেন। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। গোষ্ঠিগত মর্যাদায় নীচু বংশ বলে পূর্বে পরিচিত ছিলো, বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো বলে মধ্য বংশের মর্যাদা লাভ করেছেন।

ঘ. নতুন বেপারী গোষ্ঠি :

নতুন বেপারী গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ নিকটবর্তী উথলী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের দুধের ও ধানের ব্যবসা ছিলো, তাঁরা বেপারী বলে খ্যাত। আর সেই বেপারী গোষ্ঠীর বংশধর মফিজ বেপারীর চার ছেলে উথলী গ্রামে বাস করছেন। কিন্তু তাঁর দুই ছেলে জুনাবালী বেপারী ও শাহালী বেপারী উথলী গ্রাম থেকে প্রায় সাত/আট বৎসর পূর্বে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের সেই দুধের ও ধানের ব্যবসা এখনও রয়েছে। গোষ্ঠিগত মর্যাদা পূর্বে নীচু ছিলো। বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো বলে তাঁরা মধ্য বংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জামাল উদ্দিন সমাজ : বিভিন্ন গোষ্ঠির ইতিহাস :-

ক. খাঁ গোষ্ঠি :

এই গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ তারু খাঁ পার্শ্ববর্তী গ্রাম চরবিভাংগার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের কোলকাতার সংগে যোগাযোগ ছিলো এবং তাঁদের বংশের লোকজন কোলকাতায় চাকুরী করতেন ও শিক্ষিত ছিলেন বলে তাঁদের বংশ খাঁ বংশ নামে পরিচিত। তাঁদের বংশের দীনু খাঁ নদী ভাংগনের জন্য চরবিভাংগা থেকে এই কিষানপুর গ্রামের পূর্বপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন ও "খাঁ গোষ্ঠি" গঠন করেন এই গ্রামে। এই গোষ্ঠির বর্তমান কর্তা ব্যক্তি আবদুল মজিদ খাঁ ও হাবিবুর রহমান খাঁ উভয়েই দীনু খাঁর পুত্র। তাঁরা ক্রমে উভয়ে শিক্ষিত ও উভয়েই চাকুরী করতেন। কিন্তু বর্তমানে আবদুল মজিদ খাঁ একজন অবসর প্রাপ্ত শ্রেণী বি. জি. প্রেস কর্মচারী। আর হাবিবুর রহমান খাঁ চাকুরী করতেন কোন প্রাইভেট কোম্পানীতে। তিনিও অবসর নিয়ে ধানচালের ব্যবসা করছেন। আর মজিদ খাঁ পংগু ভাবে দিনযাপন করছেন। গোষ্ঠিগত মর্যাদার দিক দিয়ে পূর্বে এদের বংশ উঁচু বলে স্বীকৃত ছিলো। বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয় বলে এই "খাঁ গোষ্ঠির" মর্যাদা নীচু হিসাবে পরিচিত।

খ. শেখ গোষ্ঠি :

"শেখ গোষ্ঠির" প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব পুরুষ এমারত আলী শেখের আদি বাস ছিল চরবিভাংগা গ্রামে। নদী ভাংগের জন্য তাঁর ছেলে নিয়ত আলী শেখ এই গ্রামের এসে বসতি স্থাপন করেন। জামাল উদ্দিন সমাজের প্রধান মাতবর জামাল উদ্দিন তার ছেলে। সেই থেকে এদের বাস এই গ্রামের পূর্ব পাড়ায়। আর তাঁদের বংশ "শেখ গোষ্ঠি" নামে খ্যাত। গোষ্ঠিগত মর্যাদার দিক দিয়ে এঁরা নীচু বংশ বলে পরিচিত। এঁদের অবস্থা পূর্বেও ভালো ছিলোনা, আর এখনো ভালো নয়, আর সেজন্য মর্যাদার দিক দিয়েও বর্তমানে নীচু বংশ হিসাবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বেপারী গোষ্ঠি :

এই বেপারী গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ ছিলেন অক্ষবিভাজার বাসিন্দা। মৈজুদ্দিন বেপারী এঁদের বংশের লোক। তিনি আসামে ও বরিশালে ধানের ব্যবসা করতেন বলে এই বংশ "বেপারী গোষ্ঠি" নামে খ্যাত। তাঁর ছেলে নজর আলী বেপারী নদী ভাঙ্গনের জন্য এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের সেই ব্যবসা এখন নেই। তাঁরা এখন দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁদের গোষ্ঠিগত মর্যাদা নীচু বলে পরিচিত।

এবারে সমগ্র গ্রামের বিভিন্ন গোষ্ঠি সমূহের বংশগত মর্যাদার এক ছক দিয়ে দেয়া হলো।

সারনি - ১২

ক্রমিক নং	গোষ্ঠির নাম	বংশগত মর্যাদা
১	খান, খাঁ, মুন্সী, সরকার	উঁচু
২	মোল্লা, দেওয়ান	মধ্য
৩	শেখ, বেপারী	নীচু

কাজেই বংশগত মর্যাদার ভিত্তি কেবল জমিই একমাত্র উপাদান নয়, এর সঙ্গে প্রয়োজন "অন্যান্য উপাদানের"। "অন্যান্য উপাদানের" মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা, চাকুরী, ধর্মীয় শিক্ষা, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে পূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে আমরা একটি সারনি দ্বারা এই গ্রামের বিভিন্ন গোষ্ঠির বংশগত মর্যাদার অতীত ও বর্তমান অবস্থা দিয়ে স্পষ্ট করে দেখানো হলো। আর এর সঙ্গে জমিই একমাত্র উপাদান নয়, সেটাও দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নক্সা নি - ১৩

গোষ্ঠিগত মর্যাদার নক্সা - ১৯৭৯

ক্রমিক নং	গোষ্ঠির নাম	সমাজের নাম	লোক সংখ্যা	জমি (বিঘায়)	বংশ মর্যাদা	
					অতীত	বর্তমান
১	খান গোষ্ঠি	রহমত খান সমাজ	৪৯	৬৩	উঁচু	উঁচু
২	মুন্সী গোষ্ঠি	ঐ	৬	১৬	ঐ	ঐ
৩	মোল্লা গোষ্ঠি	ঐ	৬	১½	মধ্য	নীচু
৪	দেওয়ান গোষ্ঠি	ঐ	৩০	৪১	ঐ	উঁচু
৫	শেখ গোষ্ঠি	ঐ	১১	১½	নীচু	নীচু
৬	বেপারী গোষ্ঠি	ঐ	২১	৫	ঐ	ঐ
৭	সরকার গোষ্ঠি	আব্দুর রহিম সমাজ	২০	৬৬	উঁচু	উঁচু
৮	মোল্লা গোষ্ঠি	ঐ	৭	১৩	মধ্য	নীচু
৯	বেপারী গোষ্ঠি	ঐ	৩৩	২৪	নীচু	মধ্য
১০	নতুন বেপারী গোষ্ঠি	ঐ	২৪	২১	ঐ	ঐ
১১	ধাঁ গোষ্ঠি	জামাল উদ্দিন সমাজ	১৩	২১	উঁচু	নীচু
১২	শেখ গোষ্ঠি	ঐ	১৩	৬	নীচু	নীচু
১৩	বেপারী গোষ্ঠি	ঐ	২৫	৮	ঐ	ঐ

উপরোক্ত নক্সা থেকে স্পষ্ট হলো যে, এই গ্রামে খান, মুন্সী, সরকার ও ধাঁ প্রভৃতি গোষ্ঠি সমূহ উচু বংশ হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয় বলে শুধুমাত্র ধাঁ গোষ্ঠির বংশগত মর্যাদা নীচু বলে পরিগণিত। তেমনিভাবে মোল্লাও দেওয়ান গোষ্ঠির মর্যাদা মধ্য বলে স্বীকৃত ছিলো, কিন্তু বর্তমানে মোল্লা গোষ্ঠির মর্যাদা হ্রাস

Dhaka University Institutional Repository

পেয়ে নীচুতে নেমে এসেছে, অন্যদিকে, দেওয়ান গোষ্ঠির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে উঁচু বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বেপারী গোষ্ঠি নীচু বংশ হিসাবে পরিচিত হলেও বর্তমানে এঁদের বংশ মধ্য মর্যাদা সম্পন্ন বংশ হিসাবে স্বীকৃত। অন্যদিকে, জামাল সমাজের বেপারী ও শেখ গোষ্ঠির অবস্থা পূর্ববৎ অর্থাৎ নীচু বংশ হিসাবে পরিচিতি অদ্যাবধি রয়েছে।

বিভিন্ন গোষ্ঠির সম্পর্ক :-

এই গ্রামে তেরটি গোষ্ঠির বসতি রয়েছে। তন্মধ্যে রহমত খান সমাজে ছয়টি, আব্দুর আবদুর রহিম সমাজে চারটি এবং জামাল উদ্দিন সমাজে তিনটি গোষ্ঠি রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি গোষ্ঠি অন্যান্য গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হতে পারে। একটি গোষ্ঠির সাথে অন্য গোষ্ঠির হয়তো প্রত্যক্ষভাবে কোন বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরোক্ষভাবে অন্য গোষ্ঠির মাধ্যমে এক বা একাধিক সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এবারে একটি চিত্র দ্বারা রহমত খান সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) দেখানো হলো :-

রেখাচিত্র - ২

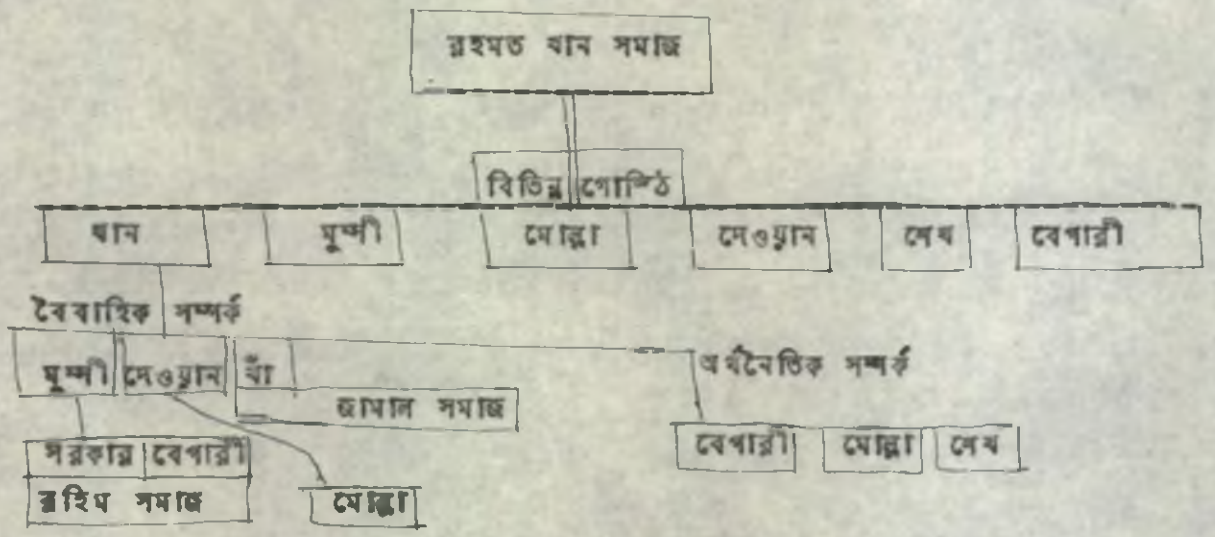

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র থেকে স্পষ্ট হলো যে, খান গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে মুন্সী, দেওয়ান ও জমাদার সমাজের খাঁ গোষ্ঠির। একই সংগে মুন্সী গোষ্ঠির সাথে আবদুর রহিম সমাজের সরকার ও বেপারী গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে এবং রহমত খান সমাজের দেওয়ান গোষ্ঠির সাথে একই সমাজের মোল্লা ও বেপারী গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে, খানগোষ্ঠির সাথে বেপারী মোল্লা ও শেখ গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, যদিও মোল্লা গোষ্ঠির সাথে পরোক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির সাথে বেপারী গোষ্ঠির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, যেহেতু মুন্সী মুন্সী গোষ্ঠি ও বেপারী গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক আছে এবং মুন্সী গোষ্ঠির সাথে খান গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, সেদিক দিয়ে পরোক্ষভাবে খান ও বেপারী গোষ্ঠি পরস্পর সম্পর্কিত। এমনিভাবে যেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, সেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশেষভাবে কার্যকর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, খান গোষ্ঠির সাথে মোল্লা গোষ্ঠির কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু ঐ গোষ্ঠির মোহাম্মদী মোল্লা রহমত খানের জমি বর্গা চাষ করে, সেদিক দিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর আবদ্ধ। তেমনিভাবে খান গোষ্ঠির সাথে শেখ ও বেপারী গোষ্ঠির কোন প্রত্যক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকাতে সেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশেষভাবে কার্যকর। এমনিভাবেই এই সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বৈবাহিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বাস করছে।

খ. আবদুর রহিম সমাজ :

এই সমাজের চারটি গোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের একটি রেখাচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো :

রেখাচিত্র - ৩

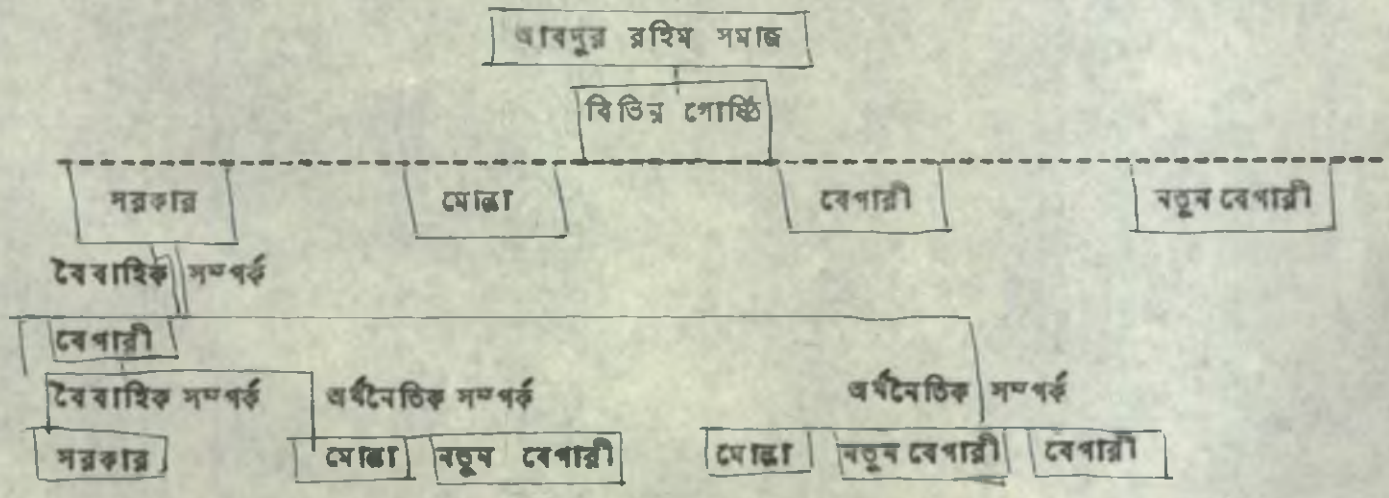

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্ট হলো যে, এই আব্দুর রহিম সমাজে চারটি গোষ্ঠির মধ্যে সরকার ও বেপারী গোষ্ঠি পরস্পর প্রত্যক্ষভাবে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সরকার গোষ্ঠি উঁচু বংশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বংশের মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন বেপারী গোষ্ঠির কৈজুদ্দিনের সাথে, বিবাহটি উঁচু ও নীচু বংশের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কেননা নীচু বংশটি তখন অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিলো। সরকার গোষ্ঠির সাথে নতুন বেপারী গোষ্ঠির কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। আবার সরকার গোষ্ঠির সাথে মোল্লা গোষ্ঠির কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু বেপারী গোষ্ঠির সাথে মোল্লা গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। আবার মোল্লা, বেপারী ও নতুন বেপারী গোষ্ঠি অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ বলেই সরকার গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কিত। আর এভাবে বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েই এই সমাজে চারটি গোষ্ঠি একই সমাজভুক্ত রয়েছে।

গ. জামাল উদ্দিন সমাজ :

এই সমাজে তিনটি গোষ্ঠি- খাঁ, শেখ ও বেপারী রয়েছে। তারা প্রত্যেক কিংবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। পারস্পরিক সম্পর্কের একটি রেখাচিত্র নিম্নে দেয়া হলো।

রেখাচিত্র - ৪

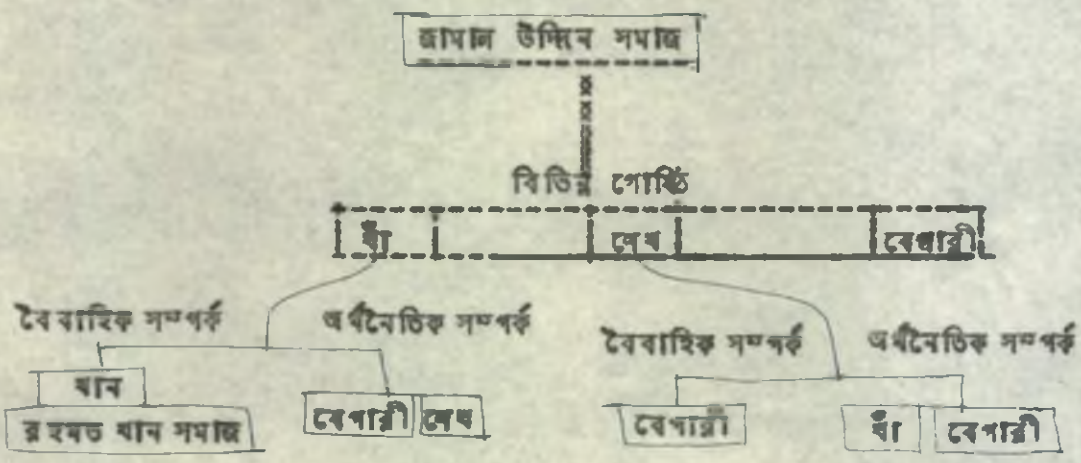

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্ট হলো যে, এই জামাল উদ্দিন সমাজে খাঁ, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি রয়েছে। এই গোষ্ঠিগুলো সকলেই পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তরফিতাজার বাসিন্দা ছিলো। নদী ভাঙনের জন্য তাঁরা এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। ফলে, তাঁদের পূর্ব সম্পর্কই তাঁদেরকে একত্রিত থাকতে সহায়তা করেছে। দ্বিতীয়তঃ খাঁ গোষ্ঠির সাথে শেখ কিংবা বেপারী গোষ্ঠির কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। সেজন্য, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি খাঁ গোষ্ঠির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। আর এভাবে বিভিন্ন সম্পর্কে প্রত্যেক কিংবা পরোক্ষ) আবদ্ধ হয়েই খাঁ, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি জামাল উদ্দিন সমাজে বাস করছে।

বিভিন্ন গোষ্ঠির সম্পর্ক ঃ আন্তঃ সমাজ

এই গ্রামে তেরটি গোষ্ঠির মধ্যে রহমত খান সমাজে একটি বেপারী গোষ্ঠি, আব্দুর রহিম সমাজে দু'টি বেপারী গোষ্ঠি ও জামাল উদ্দিন সমাজে একটি বেপারী গোষ্ঠি রয়েছে। রহমত খান সমাজের বেপারী গোষ্ঠির সাথে আব্দুর রহিম ও জামাল উদ্দিন সমাজের তিনটি বেপারী গোষ্ঠির কোন বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির সাথে জামাল উদ্দি সমাজের খাঁ গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। রহমত খান সমাজের তমছের খানের মেয়ে বকুলের বিয়ে হয়েছে জামাল উদ্দিন সমাজের আব্দুল মজিদ খাঁর ছেলে হিরো খাঁর সাথে, সেদিক দিয়ে উভয় সমাজের খান ও খাঁ গোষ্ঠি বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। রহমত খান সমাজে একটি মোল্লা গোষ্ঠি আছে ও আব্দুর রহিম সমাজে একটি মোল্লা গোষ্ঠি রয়েছে, কিন্তু এদের সঙ্গে কোন বৈবাহিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই। রহমত খান সমাজের মুন্সী গোষ্ঠির সাথে আব্দুর রহিম সমাজের সরকার গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, কেননা আব্দুর রহিমের মাতা মুন্সী গোষ্ঠির আব্দুল খালেকের ভগিনী। রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির সাথে আব্দুর রহিম সমাজের বেপারী গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, কারণ খান গোষ্ঠির জমি চাষ করে বেপারী গোষ্ঠির ওয়াজুদ্দিন। অপর দিকে, সরকার গোষ্ঠির সাথে জামাল উদ্দিন সমাজের শেখ গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রহমত খান সমাজের মোল্লা ও দেওয়ান গোষ্ঠির সাথে আব্দুর রহিম সমাজের নতুন বেপারী গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। নতুন বেপারী গোষ্ঠির জুনাবালী ও শাহাবলী বেপারী যথাক্রমে দুগ্ধের ও ধানের ব্যবসা করে বলে তারা রহমত খান সমাজের ঐ সমস্ত গোষ্ঠির লোকজনকে অগ্রিম দাদন দিয়ে থাকে। এমনিভাবেই বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিদ্যমানতার দরুন এই গ্রামে বিভিন্ন সমাজ সংগঠন কার্যকর রয়েছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে।

<u>সমাজ সংগঠন</u> : গোষ্ঠিগত বিশ্লেষণ

এবারে আমরা এই গ্রামের প্রতিটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠি সমুহের মানবীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ, তাদের প্রভাবশালী মাতবরদের গোষ্ঠিগত সম্পর্ক এবং প্রতিটি গোষ্ঠির কৃষক শ্রেণী সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি সম্বলিত বিবিধ বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হবো।

১. <u>রহমত খান সমাজ</u> : গোষ্ঠিগত বিবরণ

এই সমাজে ছয়টি জ্ঞাতি গোষ্ঠি রয়েছে, যথা- খান গোষ্ঠি, মুন্সী, মোল্লা, দেওয়ান, শেখ ও বেপারী প্রভৃতি গোষ্ঠি সমুহ। মুন্সী ও মোল্লা গোষ্ঠি ব্যতীত সকল গোষ্ঠিরই একাধিক পরিবার রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মুন্সী ও মোল্লা গোষ্ঠির মুখ্যমাত্র একটি করে পরিবার রয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠি অন্য গোষ্ঠির সঙ্গে বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ - এটা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা এই সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠি ও তাদের বিবরণ সম্বলিত একটি সারণি নিম্নে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সরণি - ১৪

রহমত খান সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠির বিবরণ - ১৯৭১

ক্রমিক নং	গোষ্ঠির নাম	মাতবরদের নাম	পদবী	পরিবার সংখ্যা	লোক সংখ্যা			জমি	কৃষক শ্রেণী			
					পুরুষ	মহিলা	মোট	(বিঘায়)	ধনী	মধ্য	গরীব	ভূমিহীন
১	খান গোষ্ঠি	১. রহমত খান ২. নেদু খান	প্রধান পিটরী	৮টি	৩০	১৯	৪৯	৬০	X	৩	৩	২
২	মুন্সী গোষ্ঠি	আব্দুল খালেক	পিটরী	১টি	৪	২	৬	১৬	X	১	X	X
৩।	মোল্লা গোষ্ঠি	X	X	১টি	৫	১	৬	১½	X	X	১	X
৪	দেওয়ান গোষ্ঠি	আনসার দেওয়ান	পিটরী	৪টি	১৭	১৩	৩০	৪১	X	২	২	X
৫	শেখ গোষ্ঠি	X	X	৫টি	৬	১৩	১৯	৯½	X	X	৫	X
৬	বেপারী গোষ্ঠি	X	X	৬টি	১৪	১৫	২৯	৫	X	X	২	৪
মোট		X	X	২৫টি	৭৬	৬৩	১৩৯	১৩১	X	৬	১৩	৬

উপরোক্ত সরণি থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, রহমত খান সমাজে ৬টি গোষ্ঠির মধ্যে খান গোষ্ঠির মানবীয় ও বস্তুজাত-উভয়বিধ সম্পদে শীর্ষস্থানে অবস্থানহেতু এই গোষ্ঠির রহমত খান প্রধান মাতবর হিসাবে স্বীকৃত ও প্রভাবশালী। দেওয়ান গোষ্ঠির আনসার উদ্দিন দেওয়ান একজন পিটরী মাতবর, কেননা তাঁর গোষ্ঠি সম্পদের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। অপরদিকে, আব্দুল খালেক একজন পিটরী মাতবর, কেননা তাঁর বংশগত মর্যাদা উঁচু ও একজন মধ্যকৃষক বলে স্বীকৃত। আর রহমত খান সমাজের পিটরী মাতবর মোঃ নেদু খান একজন মধ্যকৃষক, গোষ্ঠিগত মর্যাদা ও উঁচু, সেহেতু তিনি পিটরী মাতবর হিসাবে স্বীকৃত।

খ. বিভিন্ন গোষ্ঠি : একত্রে কেন ?

এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, খান গোষ্ঠি, মুন্সী গোষ্ঠির সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আবার মুন্সী গোষ্ঠি ও বেপারী গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে, দেওয়ান ও মোল্লা গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। আবার খান -

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠির সাথে সেখ গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, দেওয়ান গোষ্ঠি ও খান গোষ্ঠি অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। শ্রেণীগত দিক দিয়ে খান গোষ্ঠির রহমত খান একজন মধ্য কৃষক, মুন্সী গোষ্ঠির আব্দুল খালেক একজন মধ্য কৃষক ও দেওয়ান গোষ্ঠির আনসার উদ্দিন দেওয়ান একজন মধ্য কৃষক। বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব-মিল রয়েছে। যেমন- বিয়ে-শাদী, আকিকা, মৃতের কবর দেয়া, ইত্যাদি বিষয়ে গোষ্ঠিগত মিল রয়েছে, আবার নির্বাচনী প্রচারনার সময় ভোটদান প্রসঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখা যায় যা আমি পরে আলোচনা করেছি। কাজেই দ্বন্দ্ব- সংঘাত ও মিলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠি একই সমাজে সমাজভুক্ত রয়েছে।

গ. বিভিন্ন গোষ্ঠিরমাতবরদের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

এই সমাজে রহমত খান, মোঃ নেদু খান, আনসার দেওয়ান ও আব্দুল খালেক-সকলেই মাতবর বলে পরিচিত। রহমত খান একজন প্রধান মাতবর ও মধ্য কৃষক এবং মোঃ নেদু খান একজন মধ্য কৃষক ও পিটরী মাতবর-উভয়েই খান গোষ্ঠির লোক। তাঁরা চাচা-ভাতিজা সম্পর্কে আবদ্ধ। দেওয়ান আনসার উদ্দিন একজন মধ্য কৃষক ও পিটরী মাতবর এবং তিনি দেওয়ান গোষ্ঠির সদস্য। দেওয়ান গোষ্ঠির সাথে খান গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, সেদিক দিয়ে তিনি রহমত খানের ভাগিনা। মুন্সী গোষ্ঠির আব্দুল খালেক একজন মধ্য কৃষক ও পিটরী মাতবর। তাঁর গোষ্ঠি ও খান গোষ্ঠি আত্মীয়তার সম্পর্কে (বৈবাহিক সম্পর্কে) আবদ্ধ, কেননা উভয়ের পিতাই এই গ্রামের মন্ডল গোষ্ঠির চীনু মন্ডলের মেয়ে বিয়ে করে ঘর জামাই ছিলেন, সেদিক দিয়ে রহমত খান ও আব্দুল খালেক খালাতো ভাই বলে সম্পর্কিত। অপরদিকে, মোহাম্মদ নেদু খানের পিতার কাছে মুন্সী গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে হয়েছিলো, সেদিক দিয়ে আবদুল খালেক ও মোহাম্মদ নেদু খান- মামা-ভাগিনে সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই রহমত খান, নেদু খান আনসার দেওয়ান ও আবুল খালেক- সকলেই আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ এবং শ্রেণীগত দিক দিয়ে সকলেই মধ্য কৃষক বলে পরিচিত। তাঁদের মর্যাদাও অনুরূপভাবে নির্ধারিত।

Dhaka University Institutional Repository

২. আব্দুর রহিম সমাজ : গোষ্ঠির বিবরণ :

এই সমাজে চারটি গোষ্ঠি আছে : সরকার গোষ্ঠি, মোল্লা গোষ্ঠি, বেপারী ও নতুন বেপারী গোষ্ঠি। এখানে দু'টো বেপারী গোষ্ঠির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মূলক সত্ত্বা বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠির লোক সংখ্যা, জমিসহ যাবতীয় তথ্য সম্বলিত বিবরণ একটি সরনি দ্বারা নিম্নে দেখানো হলো।

সরনি- ১৫

আব্দুল রহিম সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠির বিবরণ, ১৯৭৯।

শ্রেণিক নং	গোষ্ঠির নাম	মাতবরদের নাম	পদবী	পরিবার সংখ্যা	লোক সংখ্যা			জমি	কৃষক শ্রেণী			
					পুরুষ	মহিলা	মোট	(বিঘায়)	ধনী	মধ্য	গরীব	ভূমিহীন
১	সরকার গোষ্ঠি	আব্দুর রহিম	প্রধান	৩টি	৮	১২	২০	৬৬	১	২	X	X
২	মোল্লা গোষ্ঠি	X	X	২টি	৪	৩	৭	১৩	X	X	২	X
৩	বেপারী গোষ্ঠি	কৈজুদ্দিন	পিটরী	৬টি	২০	১৩	৩৩	২৪	X	X	৬	X
৪	নতুন বেপারী গোষ্ঠি	শাহাব্দী বেপারী	পিটরী	২টি	১৭	৭	২৪	২১	X	১	১	X
	মোট			১৩টি	৪১	৩৫	৮৪	১২৪	১	৩	৯	X

উপরোক্ত সরনি থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, সরকার গোষ্ঠি মানবীয় ও বস্তুজাত সম্পদে প্রথম স্থানে অবস্থানের সুবাদে ঐ গোষ্ঠির আব্দুর রহিম প্রধান মাতবর বলে স্বীকৃত ও প্রভাবশালী। বেপারী গোষ্ঠির কৈজুদ্দিন বেপারী একজন পিটরী মাতবর, কেননা, ঐ গোষ্ঠির অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। আর নতুন বেপারী গোষ্ঠির শাহাব্দী বেপারী একজন পিটরী মাতবর, কারণ তার গোষ্ঠির অবস্থান তৃতীয় স্থানে। মোল্লা গোষ্ঠির কোন মাতবর নেই।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিভিন্ন গোষ্ঠি ঃ একত্রে কেন ?

এই সমাজে চারটি গোষ্ঠির প্রত্যেক গোষ্ঠি অপর গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সরকার গোষ্ঠির সাথে বেপারী গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, কারণ সরকার গোষ্ঠির আব্দুর রহিমের বোন বিয়ে হয়েছে বেপারী গোষ্ঠির কৈজুদ্দিনের সাথে, সেদিক দিয়ে বেপারী ও সরকার গোষ্ঠি বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সরকার গোষ্ঠির আব্দুর রহিমের সাথে নতুন বেপারী গোষ্ঠির শাহাব্দী বেপারীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, পূর্বেও তাঁদের মধ্যে অনুরূপ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। আর সে কারণেই এই গ্রামে তাদের গোষ্ঠির আগমন ঘটে। সরকার গোষ্ঠির সঙ্গে মোল্লা গোষ্ঠির কোন বৈবাহিক সম্পর্কে নেই, কিন্তু বেপারী গোষ্ঠির সঙ্গে মোল্লা গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এই গ্রামে আরো একটি মোল্লা গোষ্ঠি রয়েছে, কিন্তু তাঁদের সাথে এঁদের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই এভাবে বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত রয়েছে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠি ,আর সে কারণেই সরকার, মোল্লা, বেপারী ও নতুন বেপারী প্রভৃতি গোষ্ঠি সমূহ আব্দুর রহিম সমাজে বাস করছে।

গ. বিভিন্ন গোষ্ঠিঃ মাতবরদের সম্পর্ক

আব্দুর রহিম সমাজে আব্দুর রহিম একজন ধনী কৃষক, তিনি সরকার গোষ্ঠির লোক এবং এই সমাজের প্রধান মাতবর। বেপারী গোষ্ঠির কৈজুদ্দিন একজন গরীব কৃষক ও পিটরী মাতবর। সরকার গোষ্ঠির আব্দুর রহিমের সাথে বেপারী গোষ্ঠির কৈজুদ্দিনের বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। আব্দুর রহিমের ভগ্নিপতি হলেন কৈজুদ্দিন বেপারী। অপরদিকে, নতুন বেপারী গোষ্ঠির শাহাব্দী বেপারী একজন গরীব কৃষক ও পিটরী মাতবর। সরকার গোষ্ঠির আব্দুর রহিমের সাথে নতুন বেপারী গোষ্ঠির শাহাব্দী বেপারীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। শ্রেণীগত দিক দিয়ে আব্দুর রহিম একজন ধনী কৃষক, কৈজুদ্দিন ও শাহাব্দী বেপারী- উভয়েই গরীব কৃষক বলে পরিচিত। আর তাঁদের মর্যাদাও অনুরূপভাবে নির্ধারিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জামাল উদ্দিন সমাজ : বিভিন্ন গোষ্ঠির বিবরণ

এই সমাজে তিনটি গোষ্ঠি রয়েছে যথা- খাঁ, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি । এখানে বলা আবশ্যক যে, এই সমাজটি এই গ্রামের পূর্ব পাড়ায় অবস্থিত । আর এটা নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে । নদী ভাঙ্গনের দরুণ পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভজবিডাঙ্গা থেকে উক্ত তিনটি গোষ্ঠি এখানে এসে বসতি স্থাপন করে । তারাই জামাল উদ্দিন সমাজ গঠন করে বাস করছে। এই পূর্ব পাড়ায় বসতি গড়ে উঠার পর উত্তর পাড়া থেকে রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবার (তমছের ও মুনছের খান) এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের গোষ্ঠির একাত্ম হয়ে রহমত খান সমাজের সঙ্গে সমাজ বদ্ধ রয়েছে। এবারে এই জামাল উদ্দিন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠির লোক সংখ্যা ও প্রভাবশালী মাতবরদের নামসহ যাবতীয় তথ্যাদি দিয়ে একটি সারণির মাধ্যমে দেখানো হ'লো ।

সারণি - ১৬

জামাল উদ্দিন সমাজের বিভিন্ন জ্ঞাতি গোষ্ঠির বিবরণ

ক্রমিক নং	গোষ্ঠির নাম	মাতবরদের নাম	পদবী	পরিবার সংখ্যা	লোক সংখ্যা			জমি (বিঘায়)	কৃষক শ্রেণী (পরিবার ভিত্তিক)			
					পুরুষ	মহিলা	মোট		ধনী	মধ্য	গরীব	ভূমিহীন
১	খাঁ গোষ্ঠি	X	X	২টি	৮	৫	১৩	২১	X	১	১	X
২	শেখ গোষ্ঠি	১. জামাল উদ্দিন ২. গরান আলী	প্রধান মিটব্বী	৩টি	৭	৬	১৩	৬	X	X	X	১
৩	বেপারী গোষ্ঠি	আনসার বেপারী	মিটব্বী	৩টি	১৫	১০	২৫	৮	X	X	৩	X
	মোট			৮টি	৩০	২১	৫১	৩৫	X	১	৬	১

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত নকশা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, তিনটি গোষ্ঠির মধ্যে খাঁ গোষ্ঠি বস্তুজাত সম্পদের অধিকারী সত্ত্বেও প্রভাবশালী নয়, কারণ, আসলে খাঁ গোষ্ঠির বস্তুজাত সম্পদ রয়েছে মাত্র ১/২ বিঘা জমি, আর বাকী সব জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেজন্য, খাঁ গোষ্ঠি মধ্য কৃষক বলে খ্যাত হলেও আসলে তাঁরা গরীব কৃষক পরিবারের সমতুল্য। অন্যদিকে, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ বলে তাঁরাই এই সমাজে প্রভাবশালী হিসাবে পরিগণিত।

ঘ. বিভিন্ন গোষ্ঠি : একত্রে কেন ?

এই সমাজে তিনটি গোষ্ঠি আছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠিই পার্শ্ববর্তী গ্রাম তরবিজাতা থেকে আগত, সেজন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এই সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠির বৈবাহিক কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শেখ গোষ্ঠি ও বেপারী গোষ্ঠি বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ, আবার খাঁ গোষ্ঠি ও বেপারী গোষ্ঠি কোন বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। সেদিক দিয়ে খাঁ, শেখ ও বেপারী- প্রতিটি গোষ্ঠিই পরস্পর বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে, আর সেজন্যই তারা এই পাড়ায় বাস করছে।

গ. বিভিন্ন মাতবরদের সম্পর্ক : জামাল সমাজ

এই সমাজে শেখ গোষ্ঠির জামাল উদ্দিন একজন গরীব কৃষক ও প্রধান মাতবর। আর খাঁ গোষ্ঠির গরান আলী একজন গরীব কৃষক ও দ্বিতীয় মাতবর। তাঁরা উভয়েই চাচা-ভাতিজা সম্পর্কে আবদ্ধ। বেপারী গোষ্ঠির আনছার আলী বেপারী একজন গরীব কৃষক ও দ্বিতীয় মাতবর। তাঁর সঙ্গে শেখ গোষ্ঠির জামাল উদ্দিনের মামা-ভাগিনে সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে, খাঁ গোষ্ঠির আবদুল মজিদ খাঁ একজন অবসরপ্রাপ্ত অচল সরকারী কর্মচারী বিধায় প্রভাবশালী ভূমিকা প্রতিপালনে সমসর্থ নহেন। কাজেই শ্রেণীগত দিক দিয়ে, জামাল উদ্দিন, গরান আলী ও আনছার আলী বেপারী সকলেই গরীব কৃষক বলে তাঁদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান আর সে কারণেই তাঁরা জামাল উদ্দিন সমাজে বসবাস করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংগঠন : বিভিন্ন গোষ্ঠির মাতবরদের বাহ্যঃ সম্পর্ক

এই গ্রামে তিনটি সমাজের তিনজন প্রধান মাতবর রয়েছে এবং তাঁদের গোষ্ঠি তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সহ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। শ্রেণীগত দিক দিয়ে, খান গোষ্ঠির প্রধান মাতবর রহমত খান একজন মধ্য কৃষক, সরকার গোষ্ঠির প্রধান মাতবর আব্দুর রহিম একজন ধনী কৃষক এবং শেখ গোষ্ঠির প্রধান মাতবর জামাল উদ্দিন একজন গরীব কৃষক। সরকার গোষ্ঠির আব্দুর রহিম ও খান গোষ্ঠির রহমত খান, মুন্সী গোষ্ঠির মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। অন্য পক্ষে, জামাল উদ্দিন ও আব্দুর রহিমের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কে আছে। এই সম্পর্কের ভিত্তি হলো মহাজন- খাতকের। এক্ষেত্রে আব্দুর রহিম হচ্ছে মহাজন ও জামাল উদ্দিন হচ্ছে খাতক। পিটন্নী মাতবরদের বেলায় ও বৈবাহিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক কার্যকর। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, আর কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে; কোন ক্ষেত্রে একটি আছে, অপরটি অনুপস্থিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মুন্সী গোষ্ঠির আব্দুল খালেক এবং খান গোষ্ঠির মোহাম্মদ নেদু খান ও রহমত খান বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। মোহাম্মদ নেদু খান আব্দুল খালেকের ভাগ্নে আর রহমত খান তাঁর খালাতো ভাই। আব্দুল খালেকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে সরকার গোষ্ঠির প্রধান মাতবর আব্দুর রহিমের। তাঁরা মামা- ভাগ্নে সম্পর্ক আবদ্ধ। আব্দুর রহিম ভাগ্নে আর আব্দুল খালেক তাঁর মামা। আর রহমত খান সমাজের পিটন্নী মাতবর মোহাম্মদ নেদু খানের সাথে ঐ সমাজের প্রধান মাতবর রহমত খানের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং তাঁরা পরস্পর চাচা- ভাতিজা সম্পর্কে আবদ্ধ। রহমত খান হচ্ছে চাচা আর মোহাম্মদ নেদু খান হচ্ছে ভাতিজা। আব্দুর রহিম সমাজের পিটন্নী মাতবর জৈনুদ্দিন বেপারী ঐ সমাজের প্রধান মাতবর আব্দুর রহিমের ভগ্নিপতি বলে খ্যাত। আর জামাল উদ্দিনে সমাজের একই গোষ্ঠির পিটন্নী মাতবর পরান আলী ও ঐ সমাজের প্রধান মাতবর জামাল উদ্দিন পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ, জামাল উদ্দিন হচ্ছে চাচা ও পরান আলী হচ্ছে ভাতিজা। এমনিভাবেই এই গ্রামের তিনটি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠিভুক্ত মাতবরগণ অর্থনৈতিক, বৈবাহিক, সম্পর্কসহ নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠি : কেন প্রতাপশালী ?

রহমত খান সমাজের রহমত খান এই গ্রামে একজন 'মোড়ল' হিসাবে স্বীকৃত । তিনি খান গোষ্ঠির লোক। আর খান গোষ্ঠি এই গ্রামে বিদ্যমান বিভিন্ন গোষ্ঠি তথা সমাজে প্রভাবশালী বলে পরিগণিত । খান গোষ্ঠি কেন এই গ্রামে প্রতাপশালী হিসাবে স্বীকৃত, সে বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান করতঃ পুংখানুপুংখ ভাবে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হবো ।

১. খান গোষ্ঠি : বিভিন্ন সম্পর্ক

খান গোষ্ঠির সাথে বিভিন্ন গোষ্ঠির বৈবাহিক, রক্তের, অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এই বিবিধ সম্পর্ক হেতু বিভিন্ন গোষ্ঠি খান গোষ্ঠির সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। বিষয়টি এভাবে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিতরে সকল বৈবাহিক, রক্তের, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সকল সম্পর্কই প্রবিষ্ট (Penetrated) হয়ে আছে । একটি গোষ্ঠি বিয়ের মাধ্যমে জমি অর্জন করে থাকে আবার জমি হস্তান্তর ০ করে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে কোনটাই করতে হয় না - শুধুমাত্র সম্মান কেনার জন্য বিবাহ- সম্পর্ক গড়ে উঠে । আবার এই গোষ্ঠির মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হলে সম্পত্তি বেহাত (Transfer) হবার সম্ভাবনা থাকেনা । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, খান গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ এই গ্রামের চাঁনু মন্ডলের মেয়ে বিয়ে করে সম্পত্তি অর্জন করে ও খান গোষ্ঠি নামে পরিচিত হন । সম্প্রতি এই পুরুষে দেওয়ান গোষ্ঠির মেয়ে এনে সম্পত্তি অর্জন করে, আবার খাঁ গোষ্ঠির ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে হয়েছে। তেমনি পূর্ব পাড়ায় খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবারের সাথে রক্তের সম্পর্ক - অর্থাৎ একই গোষ্ঠির সদস্য বলে সম্পত্তির কোন পরিবর্তন হয়নি । অপর দিকে, বিয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়নি, শুধুমাত্র সম্মান হ্রাস পেয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে সম্মান একটি অর্থনৈতিক পণ্যে পরিণত হয়ে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ, সরকার গোষ্ঠি একটি উঁচু বংশ বলে খ্যাত, কিন্তু এই গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে হয়েছে নীচু বংশোদভূত বেপারী গোষ্ঠির কৈমুদ্দিনের সাথে এবং এক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরিত হয়নি, শুধুমাত্র সম্মান (Status) হস্তান্তরিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে । এমনি ভাবে, দেওয়ান ও মোল্লা গোষ্ঠি এই গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

বৈবাহিক সম্পর্ক হেতু সম্পত্তি অর্জন করেছে, মুন্সী গোষ্ঠি ও চাঁনু মন্ডলের মেয়ে বিয়ে করাতে সম্পত্তি অর্জন করেছে আবার সরকার গোষ্ঠির ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দে'য়াতে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং বেপারী গোষ্ঠির সাথে রক্তের সম্পর্ক হেতু সম্পত্তি হারাতে হয়নি। কাজেই বিবাহকে আমরা একটি সামাজিক বন্ধন হিসাবে গন্য করবোনা, এটাকে সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর কিংবা সংরক্ষণ প্রভৃতির উপায়ে হিসাবে পরিগণিত করবো যা' ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক কার্যাক্রমের আওতাধীন। এই জমি বা বস্তুজাত সম্পত্তি গ্রামাঞ্চলে গোষ্ঠিগত প্রতিপত্তির একটি দিক বলে বিবেচিত, অপরদিক হলো মানবীয় সম্পদ।

বৈবাহিক, রক্তের কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে বস্তুজাত সম্পদই শুধু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনা- এটা মানবীয় সম্পদের ব্যাপারেও পরিবর্তন সূচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, খান গোষ্ঠির এককভাবে এই গ্রামে মানবীয় সম্পদে শীর্ষস্থানে অবস্থিত নয়, তবে গোষ্ঠিগত গড়ে প্রতিটি গোষ্ঠি থেকে বেশী রয়েছে তার মানবীয় সম্পদ। আবার এই খান গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কিত সাতটি গোষ্ঠির মানবীয় সম্পদ এই গ্রামের সমগ্র মানবীয় সম্পদের প্রায় অধিকাংশই তাদের মালিকানায় রয়েছে। সেদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে, বিভিন্ন গোষ্ঠির সাথে নানাবিধ সম্পর্কের খাতিরে খান গোষ্ঠি গ্রামের সমস্ত সম্পদের অধিকাংশ মানবীয় সম্পদের সত্ত্বাধিকারী বলে বিবেচিত। কাজেই এই গ্রামে বিভিন্ন গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক, রক্তের কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির মানবীয় ও বস্তুজাত সম্পদের সত্ত্বাধিকারী বলে সকল সমাজ ও সকল গোষ্ঠির ওপর তার প্রভাব বহাল রেখেছে। আমরা বিভিন্ন সম্পর্কহেতু খান গোষ্ঠি ও এই গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠি ও এই গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কহীন বিভিন্ন গোষ্ঠির মালিকানাধীন বস্তুজাত ও মানবীয় সম্পদের বিষয়ে একটি সরনি নিম্নে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সরনি-১৭

গ্রামস্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠির সম্পদের বিবরণ, ১৯৭৯

ক্রমিক নং	গোষ্ঠির নাম	সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠির নাম	সম্পর্কহীন গোষ্ঠীর নাম	বসুজাত সম্পদ			মানবীয় সম্পদ		
				জমি বিঘায়	সমগ্র জমি	সমগ্র জমির %	সমগ্র লোক সংখ্যা	সমগ্র লোক সংখ্যা	সমগ্র লোক সংখ্যার %
১.	খান গোষ্ঠি	এককভাবে	X	৬৩	২৯৫	২১'০৬%	৪৯	২৭৪	১৭'৮৮%
২.	সাতটি গোষ্ঠি	মুন্সী, সরকার, দেওয়ান, মোল্লা বেপারী, খা, বেপারী	X	১৭৪½	২৯৫	৫৯'১৫%	১৩৭	২৭৪	৫০%
৩.	পাঁচটি গোষ্ঠি	XX	শেখ, মোল্লা, নতুন বেপারী, শেখ বেপারী	৫৭½	২৯৫	১১'৪৯%	৮৮	২৭৪	৩২'১২%
৪.	আটটি গোষ্ঠি (খান গোষ্ঠি সহ)	খান, মুন্সী, দেওয়ান, সরকার, মো, বেপারী, বেপারী, খা	XX	২০৭½	২৯৫	৮০'৫১%	১৮৬	২৭৪	৬৭'৮৮

উপরোক্ত সরনি থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, এই গ্রামের খান গোষ্ঠি একক - ভাবে সমগ্র গ্রামের ২১'০৬% জমি ও ১৭'৮৮% মানবীয় সম্পদের অধিকারী এবং এটা গড়ে প্রতিটি গোষ্ঠি থেকে অধিক বলে বিবেচিত। আর খান গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাতটি গোষ্ঠি যৌথভাবে সমগ্র গ্রামের ৫৯'১৫% জমি ও ৫০% মানবীয় সম্পদের অধিকারী। কাজেই খান গোষ্ঠি এই গ্রামের সাতটি গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কহেতু পরোক্ষভাবে এই গ্রামের ৮০'৫১% জমি ও ৬৭'৮৮% মানবীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হওয়ায় প্রভাবশালী বলে সূচিত। অপরদিকে, এই খান গোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক বহির্ভূত অপর পাঁচটি গোষ্ঠি যৌথভাবে মাত্র ১১'৪৯% জমি ও ৩২'১২% মানবীয় সম্পদের মালিক। সে কারনে রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠি এই গ্রামের সমগ্র সম্পদের অধিকাংশ মানবীয় ও বসুজাত সম্পদের নিয়ন্ত্রক বলে এই গ্রামে সকল গোষ্ঠি তথা সকল সমাজে প্রভাবশালী হিসাবে সূচিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.   বিভিন্ন গোষ্ঠিতে প্রতিপত্তি : বৈবাহিক: রক্তের: অর্থনৈতিক

এবারে আমরা বিশ্লেষন করবো খান গোষ্ঠির সাথে এই গ্রামে বিদ্যমান অন্যান্য গোষ্ঠি সমূহের বৈবাহিক, রক্তের কিংবা অর্থনৈতিক সহ কি কি সম্পর্ক রয়েছে এবং ঐসব সম্পর্ক গোষ্ঠিকে প্রতাপশালী করতে কতটুকু সহায়তা করেছে ।

এই গ্রামে মোট তেরটি গোষ্ঠি রয়েছে : যথা - খান, মুন্সী, মোল্লা, দেওয়ান, শেখ, বেপারী, সরকার, মোল্লা, বেপারী, নতুন বেপারী, খাঁ, শেখ ও বেপারী প্রভৃতি গোষ্ঠি সমুহ । প্রতিটি গোষ্ঠির সাথে খান গোষ্ঠির বৈবাহিক, রক্তের কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে নেই, কিন্তু পরোক্ষভাবে আছে । বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন ছাড়াও সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর কিংবা সংরক্ষন হতে পারে । আবার অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কহেতু মর্যাদা হস্তান্তরের মাধ্যমে জনবল প্রাপ্ত হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের গোষ্ঠির ভিতরে বৈবাহিক সম্পর্ক রক্তের বাঁধন দৃঢ় করে ও সম্পত্তি অক্ষত রাখে । আবার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিতরে মালিক-বর্গাদার সম্পর্ক, মহাজন-খাতক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠে । এই সমস্ত সম্পর্কও কোন বিশেষ গোষ্ঠিকে প্রতাপশালী করতে সহায়তা করে থাকে ।

এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে । উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, খান গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে হয়েছে সম মর্যাদাসম্পন্ন উঁচু ঐ বংশ বলে খ্যাত খাঁ গোষ্ঠির ছেলের কাছে, মুন্সী গোষ্ঠি ও খান গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ এই গ্রামের মন্ডল গোষ্ঠির চানু মন্ডলের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন আর দেওয়ান গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে হয়েছে খান গোষ্ঠির ছেলের কাছে, সেজন্য খান গোষ্ঠি প্রত্যক্ষভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক আবদ্ধ রয়েছে খাঁ, মুন্সী ও দেওয়ান গোষ্ঠির সাথে । এখানে উল্লেখ্য যে, খান গোষ্ঠির দেওয়ান গোষ্ঠির মেয়ে এনেছে কিন্তু ঐ গোষ্ঠিতে মেয়ে বিয়ে দেয়নি, তেমনি খান গোষ্ঠি

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ে বিয়ে দিয়েছে খাঁ গোষ্ঠির ছেলের কাছে, কিন্তু মেয়ে আনেনি। অপরদিকে, খান গোষ্ঠির সাথে মোল্লা, সরকার, বেপারী, ও বেপারী প্রভৃতি গোষ্ঠির কোন প্রত্যক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, মুন্সী গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে হয়েছে সরকার গোষ্ঠির ছেলের কাছে আর বেপারী গোষ্ঠির সাথে মুন্সী গোষ্ঠির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এবং একই সংগে সরকার গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে হয়েছে খাঁচু বংশ বলে খ্যাত বেপারী গোষ্ঠির কৈতুদ্দিনের সাথে। সেদিক দিয়ে দেখা যায়, মুন্সী গোষ্ঠির সাথে প্রত্যক্ষভাবে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার দরুন খান গোষ্ঠি পরোক্ষভাবে একই সমাজের বেপারী গোষ্ঠি এবং আব্দুর রহিম সমাজের সরকার গোষ্ঠি ও ঐ সমাজের বেপারী গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। খান গোষ্ঠির সাথে মোল্লা গোষ্ঠির কোন প্রত্যক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু দেওয়ান গোষ্ঠি ও মোল্লা গোষ্ঠি পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কেননা, দেওয়ান ও মোল্লা গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষ এই গ্রামে দেওয়ান গোষ্ঠির মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, সেজন্য এই দুই গোষ্ঠি প্রত্যক্ষভাবে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কাজেই দেওয়ান গোষ্ঠির সাথে মোল্লা গোষ্ঠির সম্পর্ক হেতু মোল্লা গোষ্ঠির সাথে খান গোষ্ঠি পরোক্ষভাবে জড়িত।

মুন্সী গোষ্ঠির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে রহমত খান সমাজের বেপারী গোষ্ঠির সাথে এবং পূর্ব পাড়ায় বাসরত খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবারের সাথে খান গোষ্ঠির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। সে কারণে পূর্ব পাড়ায় বাসরত দু'টো পরিবারকে একই গোষ্ঠিভুক্ত করা হয়েছে আর মুন্সীগোষ্ঠির মাধ্যমে বেপারী গোষ্ঠির সাথে পরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে খান গোষ্ঠির। এমনিভাবে দেখা যায় যে, এই গ্রামে খান গোষ্ঠি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মুন্সী, দেওয়ান, সরকার, মোল্লা, বেপারী খাঁ, বেপারী প্রভৃতি সাতটি গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক ও রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, গ্রামের অন্য কোন গোষ্ঠি এত অধিক সংখ্যক গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত নেই বলে প্রভাবশালী হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক :

এই গ্রামের বিভিন্ন গোষ্ঠির সাথে খান গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলতে টাকা-পয়সা লেন-দেন, জমি-বর্গাচাষ প্রভৃতি কার্যাদি বুঝায়। এদিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

খান গোষ্ঠির সাথে জামাল উদ্দিন সমাজের নতুন বেপারী গোষ্ঠি ও রহমত খান সমাজের মোল্লা ও শেখ গোষ্ঠি এবং আব্দুর রহিম সমাজের নতুন বেপারী গোষ্ঠির সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শেখ ও বেপারী গোষ্ঠি রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠি ও তদ্‌সম্পর্কিত গোষ্ঠি সমূহের জমি বর্গাচাষ করে থাকে বলে অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে খান গোষ্ঠির সাথে। অন্যদিকে, নতুন বেপারী গোষ্ঠির লোকজন টাকা পয়সা ধার নেয় খান গোষ্ঠির কাছ থেকে, সে কারণে খান ও নতুন বেপারী গোষ্ঠি পরস্পর সম্পর্কিত এবং রহমত খান সমাজের মোল্লা গোষ্ঠির মাহমুদী মোল্লা রহমত খানের জমি বর্গা চাষ, সেহেতু মোল্লা ও খান গোষ্ঠি পরস্পর অর্থনৈতিক বাঁধনে আবদ্ধ।

৩. বিভিন্ন পাড়ায় প্রতিপত্তি :

এই গ্রামের তিনটি পাড়ায় তেরটি গোষ্ঠির অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। গ্রামের পাড়ায় খান, শেখ ও বেপারী- এই তিনটি গোষ্ঠির বাস, সরকার, বেপারী, মোল্লা, নতুন বেপারী, মুন্সী, দেওয়ান, মোল্লা-এই সাতটি গোষ্ঠি রয়েছে দক্ষিন পাড়ায় আর বেপারী, শেখ ও খাঁ তিনটি গোষ্ঠির বাস পুর্ব পাড়ায়। গ্রামের এই পুর্ব পাড়ায় রহমত খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবার বাস করছে। রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির বাস উত্তর পাড়ায় আর এই গোষ্ঠির আত্মীয় মুন্সী, সরকার, দেওয়ান, মোল্লা ও বেপারী - প্রভৃতি গোষ্ঠি সমূহের বাস গ্রামের দক্ষিন পাড়ায় এবং খান গোষ্ঠির আত্মীয় খাঁ গোষ্ঠি ও খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবারের (তমছের ও মুনছের খান) বাস পুর্ব পাড়ায়। কাজেই বিভিন্ন পাড়ায় ছড়িয়ে রয়েছে খান গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গোষ্ঠি সমূহ। আর উত্তর ও দক্ষিন পাড়ার যোগসূত্র হিসাবে মুন্সী ও সরকার গোষ্ঠি এবং উত্তর ও পুর্ব পাড়ার যোগসূত্র হিসাবে খাঁ গোষ্ঠি ও খান গোষ্ঠির দু'টো পরিবার সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। কাজেই বিভিন্ন পাড়ায় ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়তার বাঁধনে আবদ্ধ গোষ্ঠির মাধ্যমে এই খান গোষ্ঠি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে তা বহাল রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. খান গোষ্ঠির প্রতিপত্তি : বিভিন্ন সমাজে

এই গ্রামে তিনটি সমাজ সক্রিয় রয়েছে, তন্মধ্যে রহমত খান সমাজে খান, মুন্সী, মোল্লা, দেওয়ান, বেপারী ও শেখ এই ছয়টি গোষ্ঠি রয়েছে, আর আব্দুর রহিম সমাজে সরকার, মোল্লা, নতুন বেপারী ও বেপারী এই চারটি গোষ্ঠি এবং জামাল উদ্দিন সমাজে খাঁ, শেখ ও বেপারী প্রভৃতি তিনটি গোষ্ঠি আছে। রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠি প্রত্যক্ষভাবে একই সমাজের মুন্সী ও দেওয়ান গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ, আবার ঐ সমাজের মুন্সী গোষ্ঠির সাথে আব্দুর রহিম সমাজের সরকার গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে এবং আব্দুর রহিম সমাজের সরকার গোষ্ঠির সাথে একই সমাজের বেপারী গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠি পরোক্ষভাবে আব্দুর রহিম সমাজের সরকার ও বেপারী গোষ্ঠিদুয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। জামাল উদ্দিন সমাজের খাঁ গোষ্ঠির সাথে রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠি প্রত্যক্ষভাবে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। জামাল উদ্দিন সমাজের খাঁ গোষ্ঠির সাথে একই সমাজের বেপারী ও শেখ গোষ্ঠির অর্থনৈতিক সম্পর্কের দরুণ পরোক্ষভাবে খাঁ গোষ্ঠির মাধ্যমে রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ বলে পরিলক্ষিত এবং সে-কারণেই এই খান গোষ্ঠি এই গ্রামের তিনটি পাড়ায় অবস্থিত বিভিন্ন সমাজে তাদের প্রভাব খাটাচ্ছে।

৫. খান গোষ্ঠি : বংশগত মর্যাদার মাধ্যমে প্রতিপত্তি

এই গ্রামে তিন রকমের মর্যাদা সম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠির বাস। এরা হলো- উঁচু, মধ্য ও নীচু। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খান, খাঁ, সরকার, মুন্সী- প্রভৃতি উঁচু বংশ, দেওয়ান ও মোল্লা গোষ্ঠি মধ্য বংশ, এবং বেপারী ও শেখ- প্রভৃতি নীচু বংশ হিসাবে স্বীকৃত। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, খান গোষ্ঠি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠি এবং এই গ্রামে প্রভাবশালী। কিন্তু খান গোষ্ঠি ছাড়াও উঁচু গোষ্ঠি ৫ সরকার ও মুন্সী৩ রয়েছে, কিন্তু তারা প্রভাবশালী বলে স্বীকৃতি পায়নাই। তাই বিশ্লেষণ জরুরী। এই রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির সাথে সরকার গোষ্ঠি উঁচু হওয়া সত্ত্বেও পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। উঁচু গোষ্ঠি বলে স্বীকৃত মুন্সী গোষ্ঠির সাথে প্রত্যক্ষ বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে খান গোষ্ঠির আর উঁচু বংশ বলে খ্যাত খাঁ গোষ্ঠি, যদিও বর্তমানে তারা নীচু মর্যাদা সম্পন্ন বলে পরিচিত, এই খান গোষ্ঠিরসাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আবদ্ধ। অপরদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য বংশ হিসাবে খ্যাত সেওয়ান ও মোল্লা গোষ্ঠির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে এই খান গোষ্ঠির। অন্যদিকে, সরকার গোষ্ঠি উঁচু হওয়া সত্ত্বে ও নীচু মর্যাদা সম্পন্ন বেপারী বংশোদ্ভুত ফৈজুদ্দিনের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে, আবার একই সরকার গোষ্ঠির ছেলে বিয়ে করেছে উঁচু গোষ্ঠি বলে খ্যাত মুন্সী গোষ্ঠিরর মেয়ে। কাজেই খান গোষ্ঠি উঁচু বংশ বলে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামের উঁচু- মধ্য ও নীচু মর্যাদা সম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠি সমূহের সাথে নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার দরুণ গ্রামের মধ্যে প্রতি-পত্তিশালী বলে পরিগণিত।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, এই গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠির বিভিন্ন গোষ্ঠি সমূহের সাথে এই খান গোষ্ঠি বৈবাহিক, রক্তের সম্পর্ক কিংবা অর্থনৈতিকসহ বিবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। আর এই গোষ্ঠি সম্পর্কের বদৌলতে খান গোষ্ঠি এই গ্রামে প্রভাবশালী হিসাবে স্বীকৃত। এই বিষয়টি একটি চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো।

রেখা চিত্র - ৫

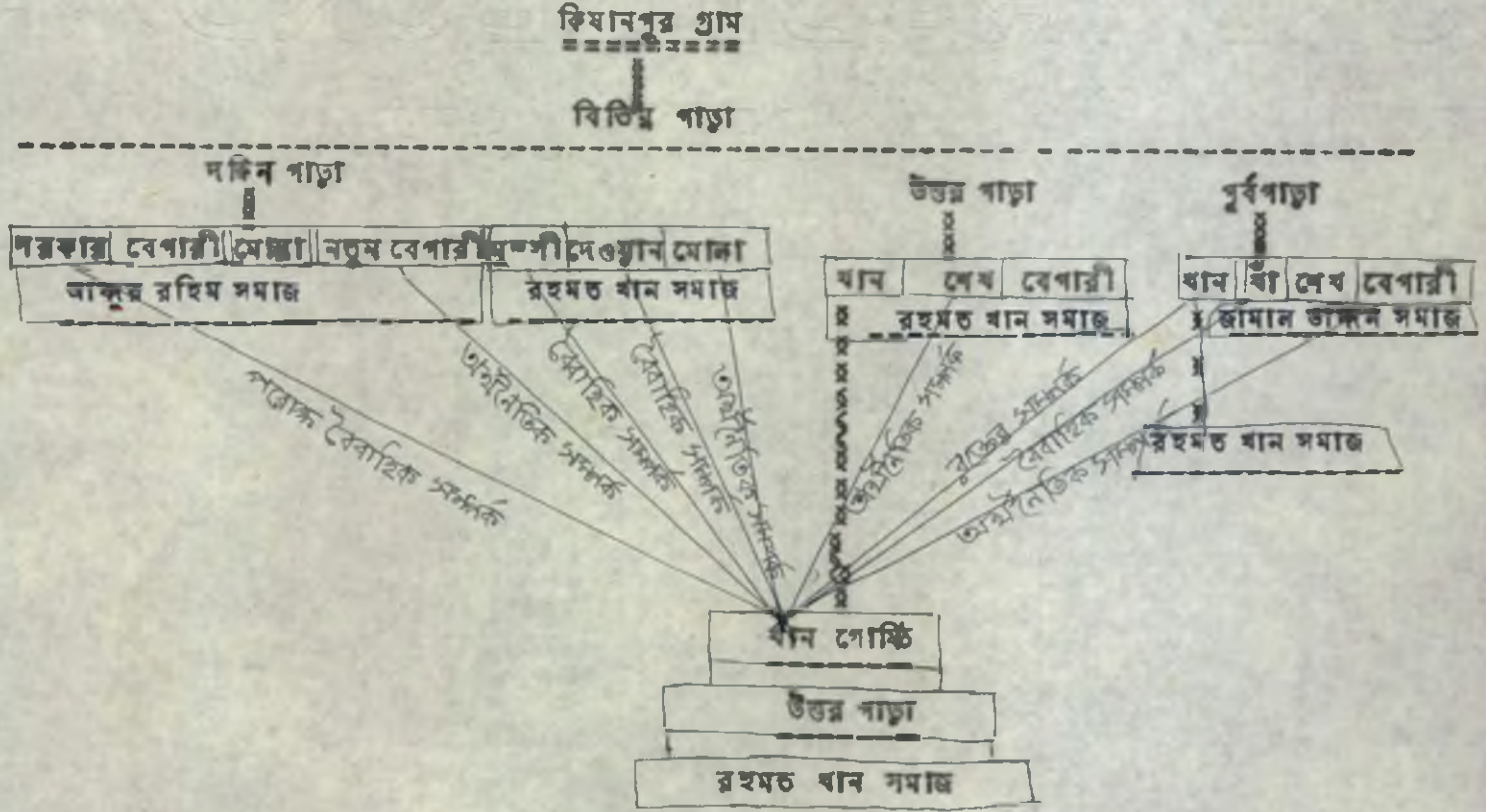

আমরা এই গ্রামের সমাজ কাঠামো বুঝবার জন্য অর্থনৈতিক ও জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামো বিশদভাবে আলোচনা করেছি। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা রাজনৈতিক কাঠামো আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিককাঠামো

এই পরিচ্ছেদে আমরা গ্রামীণ সমাজ কাঠামো সমাকৃতভাবে বুঝবার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজ কাঠামো আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছি যে একটি বিশেষ গ্রামের ক্ষমতা কি করে একটি ব্যক্তি, একটি সমাজ এবং একটি শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। সেই বিশ্লেষণকে আমি এই পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বিশদ ও বিস্তারিত করবার চেষ্টা করব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার (Political System) অন্যতম অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত গ্রামাঞ্চলে কার্যরত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ। এই স্থানীয় শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ (Rural Local-government Institutions) তিনটি স্তরে বিভক্ত রয়েছে, যথা (১) জেলা পরিষদ (২) থানা পরিষদ ও (৩) ইউনিয়ন পরিষদ। এই তৃতীয় স্তরোক্ত ইউনিয়ন পরিষদের এলাকা পল্লী অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট এলাকাভুক্ত ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যার মধ্যে রয়েছে কতিপয় গ্রাম সমূহের অবস্থিতি। ইহাই সরকারীভাবে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পরিগণিত। এই প্রশাসনিক ইউনিটকে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক কাঠামো (Political Structure) বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে (আলাভী : ১৯৭৩, জাহাঙ্গীর : ১৯৭৯)। গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত অন্য কোন সরকারী প্রশাসনিক ইউনিটের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং আমরা গ্রামাঞ্চলে ক্রিয়াশীল এই ইউনিয়ন পরিষদকে রাজনৈতিক কাঠামো (Political Structure) হিসাবে অভিহিত করে এর গঠন প্রনালী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হবো।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইউনিয়ন পরিষদ : ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় শাসন সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের ইতিহাস সম্পর্কিত। সেজন্য, উপমহাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংগঠনের ইতিহাস জানা আবশ্যক। অবশ্য বৃটিশ শাসন কায়েম হবার পূর্ব থেকেই এদেশে গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠন চালু ছিল। আর গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হতো এই পঞ্চায়েত। বৃটিশরা এদেশে এসে এই প্রথা বাতিল করে দেয়, সৃষ্টি করে এক নতুন ব্যবস্থা যার ভিত্তি ছিলো ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। এরও কিছুকাল পরে বৃটিশরা এদেশে ১৮৭০ সনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত এক্ট (Chowkidari Panchayet Act, 1870) পাশ করে নতুন গ্রামীন প্রশাসন সৃষ্টি করেন। এই আইনের কিছু সংস্কার করা হয় ১৮৮২ সনে। লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন (Local Self-government Act, 1885) পাশ করেন ১৮৮৫ সনে। এই আইনটি স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপারে বিশেষভাবে স্মরনীয়। এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তিন পর্যায়ের স্থানীয় শাসন, যথা- (১) জেলা বোর্ড, (২) স্থানীয় বোর্ড ও (৩) ইউনিয়ন কমিটি। এই ইউনিয়ন কমিটি সর্বনিম্ন পর্যায় হিসাবে পরিগনিত ছিলো। ১৯১৯ সনে গ্রামীন স্বায়ত্বশাসন আইন (Village Self-government Act, 1919) পাশ করা হয়। এতে জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ড রাখা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সনে এর কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছিলো। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট এর জন্য সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আইয়ুবী আমলে ১৯৫৯ সনে "বুনিয়াদী গনতন্ত্র আদেশ" (Basic Democracies Order, 1959) প্রবর্তিত হয়। এতে ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। (রেহমান, এ, টি, আর, : ১৯৬২, রেহমান সোবহান : ১৯৬৮, রফিউজ্জামান : ১৯৬৮, চৌধুরী, এম, এ : ১৯৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে "স্থানীয় সরকার আইন, ১৯৭৩, ও ১৯৭৬ সনের "স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ " প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে। অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্যদিক এই যে, প্রতিটি আইনেই স্থানীয় সরকারের প্রকৃতি ও কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র নাম ও কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

১৯৭৬ সনের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (বর্তমানে আইনে পরিণত) বলে এই নিরীক্ষণশীল ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি আছে এবং ঐ কমিটি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান ও নয়জন সদস্যের সমবায়ে গঠিত। তারা জনগণের নিকট তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী। " জনগণ " বলতে ইউনিয়ন পরিষদের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ লোকসমষ্টি বুঝায়। আর সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হ'তে দেখা যায়।

৩. নিরীক্ষণশীল পরিষদ : কার্যকরী কমিটি ও এলাকা

আমরা যে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যবেক্ষণ করেছি তার নাম হলো তিল্লী ইউনিয়ন পরিষদ। ইহা ঢাকা জেলার সাটুরিয়া থানায় অবস্থিত। এর প্রশাসনিক এলাকা তিল্লী ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে যাহা একজন চেয়ারম্যান ও এগারজন সদস্য- সদস্যাদের সমবায়ে গঠিত। চেয়ারম্যান ও নয়জন সদস্য অত্র ইউনিয়নের এলাকাধীন জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং দুজন মহিলা সদস্যা সরকার কর্তৃক মনোনীতা হয়েছেন। এই কমিটির কার্যকাল পাঁচ বৎসর।

৪. পরিচালনা কমিটির সদস্যদের বিবরণ :

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম সহ তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণী একটি সারণির মাধ্যমে প্রদান করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ১৮

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সামাজিক - আর্থিক অবস্থার বিবরণ, ১৯৭৭

ক্রমিক নং	কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম	পদবী	সামাজিক - অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ				
			বয়স	জমি (বিঘায়)	শিক্ষা	পেশা	কৃষক শ্রেণী
১	আব্দুল গফুর	চেয়ারম্যান	৪২	১৫	এস,এস,সি	কৃষি ও ব্যবসা	মধ্য মধ্যম কৃষক
২	আব্দুল জব্বার	সদস্য	৬৫	৪৪	পঞ্চম শ্রেণী পাশ	কৃষি	ধনী কৃষক
৩	আব্দুল মজিদ	সদস্য	৩০	২৫	এস,এস,সি	কৃষি	ধনী কৃষক
৪।	মোঃ আলী	সদস্য	৩৫	১৩	সপ্তম শ্রেণী	কৃষি	মধ্য কৃষক
৫।	ফজলুর রহমান	সদস্য	৩৫	১০	x	কৃষি	মধ্য কৃষক
৬	রিয়াজ উদ্দিন	সদস্য	৫৫	১২	সপ্তম শ্রেণী	কৃষি ও মুদি	মধ্য কৃষক
৭	আবুল হোসেন	সদস্য	৬৫	১০	চতুর্থ শ্রেণী	কৃষি	মধ্য কৃষক
৮	এলাহি মাতবর	সদস্য	৭০	১৫	x	কৃষি	মধ্য কৃষক
৯	সাহেব আলী	সদস্য	৪০	২	x	কৃষি	গরীব কৃষক
১০	আবেদ আলী	সদস্য	৪৮	৯	তৃতীয় শ্রেণী	কৃষি	গরীব কৃষক
১১	রহিমা খাতুন	সদস্য	৪৫	৪০	মেট্রিক পাশ	কৃষি	ধনী কৃষক
১২	কুলসুম বেগম	সদস্য	২৭	১২	অষ্টম শ্রেণী	গৃহকর্ম	মধ্য কৃষক

উপরোক্ত সারনি থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, ১৯৭৭ সনের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল গফুর একজন মধ্যকৃষক এবং ১৫ বিঘা জমির মালিক। তিনি এস,এস,সি পাশ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে জনাব আব্দুল জব্বার, আব্দুল মজিদ ও মনোনীতা সদস্যা রহিমা খাতুন-সকলেই ধনী কৃষক। এতদ্ব্যতীত, রিয়াজুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, ফজলুর রহমান, আবুল হোসেন ও এলাহী মাতবর সকলেই মধ্যকৃষক এবং সাহেব আলী ও আবেদ আলী-উভয়েই গরীব কৃষক। মনোনীতা সদস্যা কুলসুম বেগম একজন গৃহবধু ও মধ্যকৃষক।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম :

বর্তমানে একটি ইউনিয়ন পরিষদে যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তা' সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১। কর আরোপন এবং কর সংগ্রহ (চৌকিদারী কর ইত্যাদি),

২। রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট মেরামত,

৩। কাজের বিনিময়ে খাদ্য,

৪। রিলিফ বিতরণ,

৫। জাতীয়তা, গরু-বাছুর সহ বিভিন্ন জিনিষ পত্রের মালিকানার ছাড়পত্র,

৬। ইউনিয়ন আদালতে সালিসকৃত মামলা নিষ্পত্তি করা,

৭। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা,

৮। জনগণের মধ্যে রেশন বিতরণ ও রেশন তিমারদের বিতরণী সার্টিফিকেট প্রদান,

৯। চৌকিদারদের দ্বারা গ্রামবাসীদের পাহারার ব্যবস্থা (যদিও বাস্তবে দেখা যায়নি),

এবং

এতদ্ব্যতীত কতকগুলো কমিটি করা হয়েছে - যেমন ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি, প্রতিরক্ষা কমিটি, খাদ্য উৎপাদন কমিটি। এগুলো গ্রাম পর্যায়েও রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি গুলোর প্রধান হচ্ছেন পরিষদের চেয়ারম্যান আর গ্রাম পর্যায়ের কমিটি গুলোর প্রধান হচ্ছেন পরিষদের মেম্বার।

৬. এবারে আমরা কয় ইউনিয়ন পরিষদের বিগত ১৯৭৭-৭৮ সনে জনসাধারনের কল্যাণার্থে সরকারীভাবে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করবো।

১. বিগত ১৯৭৭ সনে গারতিল্লী খালটি খননের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রায় ২৮০০ মন গমের একটি যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পটি তিল্লী ও পার্শ্ববর্তী কুকুরহাটি ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ পরিচালনায় সম্পন্ন হয়েছে। এই খালটি খননের ব্যাপারে বিগত ১৯৭৬ সনের বাস্তবায়িত প্রকল্প প্রসঙ্গে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। জনশ্রুতি

Dhaka University Institutional Repository

মোতাবেক, উক্ত খাতের জন্য ১২০০ মন্ গম বরাদ্দ করা হয়েছিলো কিন্তু খরচ করা হয়েছিলো মাত্র ৫০০ মন গম, বাকী ৭০০ মন্ গম মার্কেট অফিসার ও চেয়ারম্যান সাহেব আত্মসাৎ করেছিলেন বলে লোক মুখে শোনা গিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তদন্তঅনুষ্ঠিত হয়নি।

২. ১৯৭৯ সনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে তিল্লী আয়নাপুর রাস্তাটি মেরামতের কাজ হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছিলো মোট ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা মাত্র। সেজন্য খরচ করা হয়েছে ১,৫০০/- টাকা। প্রকল্পটির জন্য থানা কাউন্সিল দিয়েছে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা, কিন্তু সি,ও, (উন্নয়ন) সাহেব সেখান থেকে তার হিস্যাবাবদ ১,০০০/- (একহাজার) টাকা আগাম রেখে বাকী ৭,০০০/-(সাত হাজার) টাকা চেয়ারম্যান সাহেবকে দিয়েছেন। ফলে প্রকল্পটি অ-সমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে।

২. ১৯৭৯ সনে আয়নাপুর - গাছুটিয়া একমাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা তৈরীর জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১০০ মন গমের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিলো। সময়টা ছিলো শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। জরুরী তাগিদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে কাগজে-কলমে, কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে, আসলে কোন কাজই হয়নি, কেননা বর্ষাকালে রাস্তা তৈরীর প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে গম আত্মসাতের একটি নিছক প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে।

গ. কর আরোপন্ ও কর সংগ্রহ করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। আবার এই কর আরোপনের মাধ্যমে জনসাধারনকে গ্রামস্তরে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো শুধুমাত্র রেশনকার্ড প্রবর্তনের জন্য করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। আর শ্রেণী কর আরোপন্ কতটুকুন এশটি পূর্ণ তা' নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথমে প্রতিটি শ্রেণীর নাম ও নির্ধারিত করের পরিমান দেয়া হলো

Dhaka University Institutional Repository

১. ক শ্রেণী- কর মুক্ত

২. খ শ্রেণী- ১'০০-৩'০০ টাকা পর্যন্ত

৩. গ শ্রেণী- ৩'০১- ৮'০০ টাকা পর্যন্ত

৪. ঘ শ্রেণী- ৮'০১- ২৫'০০ ও তদুর্ধ টাকা

এই কর ও শ্রেণী বিভাগ পরিষদের ইচ্ছামাফিক হয়ে থাকে। এটা যে কত ত্রুটি-পূর্ণ সে সমূন্ধে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, নিরীক্ষণাধীন 'কিষানপুর' গ্রামের আব্দুর রহিম সমাজের আব্দুর রহিম একজন ধনী কৃষক, যাঁর জমি আছে ৩০(ত্রিশ) বিঘা, তাঁকে "গ" শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, আবার রহমত খান সমাজের মুনসের উদ্দিন একজন গরীব কৃষক ও ৭ (সাত) বিঘা জমির মালিক, তাঁকেও " গ " শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে, আব্দুর রহিম সমাজের বেপারী গোষ্ঠির শাহাবুদ্দী বেপারী একজন গরীব কৃষক ও ৭ (সাত) বিঘা জমির মালিক এবং ঐ সমাজের সুনাবালী, যাঁর ১৪ (চৌদ্দ) বিঘা জমি রয়েছে ও একজন মধ্য কৃষক-উভয়কেই " খ " শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে একই সঙ্গে। তেমনিভাবে রহমত খান সমাজের খান গোষ্ঠির মোহাম্মদ নেদু খান ১২(বার) বিঘা জমির মালিক ও একজন মধ্যকৃষক এবং একই সমাজের একই গোষ্ঠির আব্দুল আজিজ একজন গরীব কৃষক ও ৭(সাত) বিঘা জমির মালিক- উভয়কে " গ " শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আবার জামাল সমাজের শেখ গোষ্ঠির পরান আলী, যিনি ৩(তিন) বিঘা জমির মালিক ও একজন গরীব কৃষক এবং একই সমাজের খাঁ গোষ্ঠির হাবিবুর রহমান খাঁ, যিনি ৫(পাঁচ) বিঘা জমির মালিক ও অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি-উভয়কে " খ " শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কার্য্যকর রাজনৈতিক কাঠামো তথা ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যক্রমে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

ঘ. বিচার নিস্পত্তি করা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রমের একটি বিশেষ দিক। এজন্য সরকারী-ভাবে ইউনিয়ন আদালত গঠনের ভার দেয়া হয়েছে পরিষদের ওপর। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করতে পারেনা, প্রায়শঃই তাঁরা বিরোধের নিস্পত্তি করার জন্য বিষয়টি গ্রামীণ মাতব্বর তথা জ্ঞাতিগোষ্ঠির বিন্যাসের মুখপাত্রদের নিকট প্রেরণ করে থাকেন এবং গ্রামীণ জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামো রাজনৈতিক কাঠামোর সদস্য প্রতি-

Dhaka University Institutional Repository

-নিধিদের উপস্থিতিতে এসব বিরোধ নিস্পত্তি করে থাকে। রাজনৈতিক কাঠামোর [illegible] জ্ঞাতিগোষ্ঠির ওপর বিরোধ নিস্পত্তির জন্য নির্ভরশীল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৬. রাজনৈতিক কাঠামো : জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামোর সহিত যোগসূত্রের ভিত্তি

রাজনৈতিক কাঠামো ও জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামো পরস্পর সম্পর্কিত। রাজনৈতিক কাঠামোর সদস্য-সদস্যাগণ কোন না কোন ভাবে জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামো তথা সমাজ সংগঠনের সহিত নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। আর এই দুই সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠি এবং উভয় গোষ্ঠির প্রতিনিধি হিসাবে উভয় সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা প্রতিপালন করে সমাজ মাতবরগন্ও বিভিন্ন গোষ্ঠির জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজন। আবার উভয় কাঠামোয় যারা নেতৃস্থানীয় বা মুখপাত্র হিসাবে পরিচিত (সমাজের মাতবর কিংবা পরিষদের মেম্বার), তারা সকলেই কোন না কোন গোষ্ঠির সদস্য এবং উভয় বিন্যাসের সদস্যগণ সকলেই গ্রামস্থলে মাতবর বলে অভিহিত। শুধু তফাৎ এটুকু যে, রাজনৈতিক কাঠামোর মুখপাত্র চেয়ারম্যান কিংবা সদস্যগণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আর জ্ঞাতিগোষ্ঠির বিন্যাসের মুখপাত্রগণ জনগণ তথা সমাজীলোক কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন আর তাই তারা মনোনীত মাতবর। এবং এই নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয় বলেই জ্ঞাতিগোষ্ঠি বিন্যাসের মাতবরদের ওপর রাজনৈতিক কাঠামোর সদস্যগন নির্ভরশীল। কারণ, গ্রামাস্থলে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ অনুপস্থিত, সেজন্য, রাজনৈতিক কাঠামোয় নির্বাচিত সদস্যগণ সঙ্গতকারনেই তাদের নির্বাচনের জন্য মাতবরদের তথা সমাজ সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। আর সেদিক দিয়ে বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক কাঠামোর নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিটি সদস্য ও সদস্যাগণ কোন না কোন জ্ঞাতিগোষ্ঠির সদস্য আর তাদের এই নির্বাচনের পেছনে যোগসূত্র স্থাপনের ভিত্তি হচ্ছে গোষ্ঠি ও যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গ্রামীন মাতব্বর ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রধান হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে সমাজের মাতবর, জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজন। এখানে বর্তমানে রাজনৈতিক কাঠামোয় নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য-সদস্যাদের গোষ্ঠি, সমাজ ও সমাজে তাঁদের স্ব স্ব পদ মর্যাদা সহ যাবতীয় তথ্যাবলী সম্বলিত একটি সারনি নিম্নে দেখানো হলো-

সারনি-১৯
রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিনিধিদের গোষ্ঠিগত মর্যাদার বিবরণ, ১৯৭৭

ক্রমিক নং	পরিষদের সদস্যদের নাম	পদবী	গোষ্ঠির নাম	সমাজের নাম	মাতবরদের পদবী	গ্রামের নাম	কৃষকশ্রেণী
১	আবদুর গফুর	চেয়ারম্যান	সরকারগোষ্ঠি	সাহাবুদ্দিন সমাজ	পিটেরী	ডিঙ্গী	মধ্যকৃষক
২।	আব্দুল জব্বার	সদস্য	মাতবর গোষ্ঠি	জব্বার সমাজ	প্রধান	পারডিঙ্গী	ধনী কৃষক
৩	আব্দুল লতিফ	সদস্য	বেপারী গোষ্ঠি	জালিমুদ্দিন সমাজ	পিটেরী	আয়নাপুর(উঃ)	ধনী কৃষক
৪	মোহাম্মদ আলী	সদস্য	মুন্সী গোষ্ঠি	জিন্নাত আলী সমাজ	পিটেরী	ঐ	মধ্য কৃষক
৫	ফজলুর রহমান	সদস্য	বেপারী গোষ্ঠি	হাবিবুল্লাহ সমাজ	পিটেরী	ডিঙ্গীর চর	মধ্যকৃষক
৬	গিয়াসউদ্দিন	সদস্য	মাতবর গোষ্ঠি	জিতু মাতবর সমাজ	পিটেরী	আয়নাপুর(দঃ)	মধ্যকৃষক
৭	আবুল হোসেন	সদস্য	মাতবর গোষ্ঠি	রহিম উদ্দিন সমাজ	পিটেরী	পারডিঙ্গী	মধ্যকৃষক
৮	এলাহি মাতবর	সদস্য	মাতবর গোষ্ঠি	এলাহি মাতবর সমাজ	প্রধান	পারডিঙ্গী	মধ্যকৃষক
৯	সাহেব আলী	সদস্য	শেখ গোষ্ঠি	শীতল খাঁ সমাজ	পিটেরী	আয়নাপুর(দঃ)	গরীব কৃষক
১০	আবেদ আলী	সদস্য	সরকার গোষ্ঠি	সৈয়দ আলী সরকার সমাজ	পিটেরী	আকাশী	গরীব কৃষক
১১	রহিমা খাতুন	সদস্য	মৌলিক গোষ্ঠি	মল্লিক বাড়ী সমাজ	প্রধান	আয়নাপুর(উঃ)	ধনী কৃষক
১২	কুলসুম বেগম	সদস্য	সরকার গোষ্ঠি	সাহাবুদ্দিন সমাজ	X	ডিঙ্গী	মধ্যকৃষক

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারনি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হলো যে, ১৯৭৭ সালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, সদস্যগণ ও মনোনীতা সদস্যাগণ সমাজ সংগঠনের মাতবর কিংবা মাতবরদের সম্পর্কিত। তারা সমাজ সংগঠনের মাতবরদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রাখে, কারণ, উভয় সংগঠনের সদস্যই মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃত। এখানে উল্লেখ্য, চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর সাহেব একজন মধ্যকৃষক ও পিটেরী মাতবর। তিনি সরকার গোষ্ঠির সদস্য। অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের ও মনোনীতা সদস্যদের নিজ নিজ গোষ্ঠির কথা উল্লেখ আছে ঐ সারনিতে।

৭. রাজনৈতিক কাঠামো: যোগসূত্রের উদাহরণ

রাজনৈতিক কাঠামোর সহিত জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামোর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আর জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামোর উপর রাজনৈতিক কাঠামো নির্ভরশীল। স্থানীয় পরিষদের ১৯৭৭ সনের চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রসংগটি বিশ্লেষন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, ১৯৭৭ সনের চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থীপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন চারজন- যথা ১. আব্দুল গফুর, ২. আব্দুল বাকী, ৩. ইয়াকুব আলী মোল্লা ও ৪. কোরবান আলী। প্রত্যেকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠির বিবরণ সম্বলিত একটি সারনি নিম্নে দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনি - ২০

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বিবরণ-১৯৭৭

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	গোষ্ঠির নাম	সমাজের নাম	সমাজে মর্যাদা	গ্রামের নাম	সামাজিক-আর্থিক বিবরণ: বয়স	শিক্ষা	জমি (বিঘা)	পেশা	কৃষক শ্রেণী	বংশ মর্যাদা
১	আব্দুল গফুর	সরকার গোষ্ঠি	সাহাবুদ্দিন সমাজ	সিটরী মাতবর	তিল্লী	৪২	এস,এস,সি,পাশ	১৫	কৃষি ও ব্যবসা	মধ্য	উঁচু
২।	আব্দুল বারী	বেপারী গোষ্ঠি	করিম উদ্দিন সমাজ	প্রধান মাতবর	চরতিল্লী	৫০	মেট্রিক পাশ	৭৫	ঐ	ধনী	নীচু
৩	ইয়াকুব আলী মোল্লা	মোল্লা গোষ্ঠি	মোল্লা সমাজ	সিটরী মাতবর	ঐ	৪৫	আই,এ পাশ	১৬	ঐ	মধ্য	মধ্য
৪	কোরবান আলী	বেপারী গোষ্ঠি	উঃ আমুনাপুর সমাজ	প্রধান মাতবর	আমুনাপুর (উঃ)	৬৫	নবম শ্রেণী পাশ	১৫	কৃষি	মধ্য	নীচু

উপরোক্ত সারনি থেকে স্পষ্ট হয়ে যে, প্রতিটি প্রার্থীই কোন একটি জ্ঞাতি গোষ্ঠির সদস্য ও সমাজ সংগঠনের মুখপাত্র হিসাবে পরিচিত। চেয়ারম্যান পদে চারজন প্রার্থীর একজন সরকার গোষ্ঠি (আব্দুল গফুর), দু'জন বেপারী গোষ্ঠি (আব্দুল বারী ও কোরবান আলী) এবং একজন মোল্লা গোষ্ঠি (ইয়াকুব আলী মোল্লা)। এখানে প্রকাশ্য যে, সরকার গোষ্ঠি উঁচু বংশ, বেপারী গোষ্ঠি নীচু ও মোল্লা মধ্য মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠি বলে পরিচিত। এই নির্বাচনে আব্দুল গফুর জয়লাভ করেছেন, কিন্তু অন্য সকল প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। এই জয়লাভের পেছনে বিভিন্ন গোষ্ঠি ও মাতবর এবং জ্ঞাতি আত্মীয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত, আঞ্চলিকতা ও নির্বাচনী প্রচারনা বিশেষভাবে কার্যকর ছিলো। নির্বাচনে এই গোষ্ঠিগত প্রভাব কতটুকুন তা' বিশ্লেষন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. গোষ্ঠির ভূমিকা :

এই ইউনিয়নে সরকার গোষ্ঠির আধিপত্য রয়েছে আকাশীর সরকার গোষ্ঠি, কিষানপুরের সরকার গোষ্ঠি ও চরতিল্লীর সরকার গোষ্ঠি। এই ইউনিয়নটি ধলেশ্বরী নদী দ্বারা দু'টো পৃথক পার্শ্বে পরিণত - পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল। নদীর পূর্ব পার্শ্বের দু'জন প্রার্থী-আব্দুল বাকী ও ইয়াকুব আলী মোল্লা এবং পশ্চিম পার্শ্বে দু'জন প্রার্থী-আব্দুল গফুর ও কোরবান আলী। চরতিল্লী, পারতিল্লী ও কিষানপুর গ্রাম নদীর পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। আঞ্চলিক বাঁধনে উক্ত চরতিল্লী সরকার গোষ্ঠি, কিষানপুরের সরকার গোষ্ঠিকে আব্দুল বাকী অথবা ইয়াকুব আলী মোল্লাকে ভোটদান করতে হতো, কিন্তু তাঁরা তা' করেননি, তাঁরা আঞ্চলিক বাঁধন উপেক্ষা করে গোষ্ঠিগত আত্মীয়তার খাতিরে পশ্চিমতীরের চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী আব্দুল গফুরকে ভোট দান করেছেন।

চ. জ্ঞাতি আত্মীয়ের ভূমিকা :

আব্দুল গফুর সাহেবের বোন বিয়ে হয়েছে ভিন্ন ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের জনাব আব্দুস সোবহানের সাথে। তারা মোল্লাগোষ্ঠি। এই সোবহান সাহেবের মামাতো ভাই হলো কিষানপুর গ্রামের মোল্লা গোষ্ঠির মাহমুদী মোল্লা। নির্বাচনে সোবহান সাহেব তাঁর আত্মীয় মামাতোভাই মাহমুদী মোল্লাকে আব্দুল গফুরের স্বপক্ষে ভোটদান করতে অনুরোধ করেন এবং তিনি (মাহমুদী মোল্লা) তাঁর পরামর্শ মত ভোটদান করেন। এতদ্ব্যতীত, তিল্লীতে বসবাসকারী আব্দুল গফুরের চাচাতোভাই স্থানীয় ধানকলের মালিক ইব্রাহিম সাহেব ও তাঁর পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন। আয়নাপুর গ্রামের আব্দুল লতিফ একজন পরিষদ সদস্য ও আব্দুল গফুর সাহেবের ভাগিনে, তিনিও তাঁর পক্ষে কাজ করেছেন। এমনি করে, পারতিল্লীতে তাঁর (গফুর সাহেবের) ভগ্নিপতি মাতবর গোষ্ঠির আব্দুল হান্নান ও আঞ্চলিকতার টানকে উপেক্ষা করে জ্ঞাতি আত্মীয় আব্দুল গফুর সাহেবের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। কাজেই জ্ঞাতি আত্মীয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিগত চেয়ারম্যান নির্বাচনে দারুনভাবে সক্রিয় ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বিভিন্ন মাতবরদের ভূমিকা :

এই ইউনিয়নে জাতীয় রাজনৈতিক কোন দলেরই সংগঠণ নেই। রাজনৈতিক কর্ম ও প্রক্রিয়ায় তার দরুণ সমাজ ও সামাজী মাতবরদের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই নির্বাচনে নদীর পশ্চিম পার হ'তে চারজন প্রার্থী ছিলেন, এঁরা হলেন- কোরবান আলী, আব্দুল গফুর, কোরবান হোসেন মাষ্টার ও এ্যাডভোকেট মুখলেছুর রহমান প্রমুখ। এই চারজন প্রার্থীর মধ্যে দু'জন প্রার্থী এ্যাডভোকেট মুখলেছুর রহমান ও কোরবান হোসেন মাষ্টার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন। ফলে, আব্দুল গফুর ও কোরবান আলী এই পশ্চিম পারের চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী রয়ে যান। আব্দুল গফুর সাহেবকে তাঁর আত্মীয় গোষ্ঠির বিভিন্ন মাতবরগণ, তম্মধ্যে আব্দুল জব্বার, আকাশীর সরকার গোষ্ঠির প্রধান মাতবর জনাব সৈয়দ আলী সরকার, আয়নাপুরের পাঠান খাঁ সমাজের প্রধান মাতবর পাঠান খাঁ ও পিটারী মাতবর সাহেব আলী, কিষানপুর গ্রামের সরকার গোষ্ঠির আব্দুল রহিম সরকার, তিল্লী গ্রামের মিস্ত্রী সমাজের মাতবর-নিমাই মিস্ত্রী, মালি সমাজের প্রধান মাতবর রমেশ মালি, রাজবংশী সমাজের প্রধান মাতবর শ্রী খোকা রাজবংশী ও গোসাই দাস রাজবংশী প্রমুখ আব্দুল গফুর সাহেবের স্বপক্ষে কাজ করেছেন বলে তথ্যাবলী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

ঘ. বংশজাত মর্যাদা : ভূমিকা

আব্দুল গফুর সাহেব সরকার গোষ্ঠির লোক এবং এই সরকার গোষ্ঠি উঁচু বংশ হিসাবে স্বীকৃত। অপরদিকে, আব্দুল বাকী ও কোরবান আলী "নীচু" বংশোদ্ভুত লোক এবং ইয়াকুব আলী মোল্লা "মধ্য" মর্যাদা সম্পন্ন বংশের লোক। সেজন্য, গফুর সাহেবদের উঁচু বংশের খ্যাতি রয়েছে এই ইউনিয়নে। এতদ্ব্যতীত, আব্দুল গফুর সাহেবের চাচা জনাব দারোগালী সরকার ও তাঁর বাবা জাহাবুদ্দিন সরকার-উভয়েই এর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। কাজেই বংশ মর্যাদাসহ তাঁদের বংশধরদের পূর্ব যশ, সুকীর্তি তাঁকে এবারে চেয়ারম্যানপদে নির্বাচিত হতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অপরদিকে, কোরবান হোসেন স্বাধীনতার পর রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং আব্দুল বাকী ১৯৭০ সনে চেয়ারম্যান ছিলেন ও কোরবান আলী দেশ-স্বাধীনের পূর্বে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জনমনে অসন্তুষ ও খারাপ ধারণা ছিল বলে জানা

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো সেটা হচ্ছে এই যে, গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুপস্থিতির দরুন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ১৯৭৭ সনের চেয়ারম্যান পদটির নির্বাচনে সমাজ মাতবর, জ্ঞাতিআত্মীয়, বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সমাজের ভূমিকা দারুনভাবে সক্রিয় ছিল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং রাজনীতি এখানে জ্ঞাতিগোষ্ঠি বিন্যাসের মাধ্যমে চলছে, আর সেজন্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ এই জ্ঞাতি গোষ্ঠি বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

৮. রাজনৈতিক কাঠামো ঃ জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল

গ্রামাঞ্চলে ক্রিয়াশীল সমাজ সংগঠনের ভূমিকা প্রবল। ক্ষমতার কাঠামোর বিন্যাসে এই সমাজ সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত, প্রতিটি গ্রামে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের কোন ভিত্তি নেই, কাজেই গ্রামাঞ্চলে রাজনীতিসহ বিভিন্ন কার্যাবলী সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। আর সেকারনেই ইউনিয়ন পরিষদ সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান (Formal Power Structure) হওয়া সত্ত্বেও সমাজ সংগঠনের (Informal Power Structure) ওপর নির্ভরশীল থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

একটি বিচার। বাদী-গোপালদাস, আর বিবাদী- নির্মল সোম। বাদী তিল্লী গ্রামের অধিবাসী আর বিবাদী তিন্ন গ্রাম গড়পাড়ার বাসিন্দা। বিরোধের বিষয় ঃ গোপাল দাসের সাতশত টাকা চুরির মামলা।

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল দাস জাতিতে কৈবর্ত। জাল দিয়ে মাছ ধরা তার পেশা। সে নির্মল সোমকে চার মাসের জন্য (কার্তিক-মাঘ ১৩৮৫) রাখাল রাখে। চার মাসের জন্য নির্মল সোম নির্দিষ্ট টাকা বেতনে তার বাড়ীতে আসে। কিছুদিন কাজ করার পর নির্মল সোম চলে যায় আর ফিরে আসেনা। ফলে, গোপাল দাস জালসহ সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সে নির্মল সোমকে অনুরোধ করে চুক্তি মোতাবেক কাজ করতে। কিন্তু নির্মল সোম অস্বীকৃতি জানায়। পরে গোপাল দাস ইউনিয়ন আদালতে নির্মল সোমের বিরুদ্ধে সাতশত টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি মামলা দায়ের করে। চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি নিষ্পত্তি না করে গ্রামীণ সমাজের কাছে নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি পাঠিয়ে দেন। কৈবর্ত সমাজের মাতবরগণ যথারীতি উভয়কে নির্দিষ্ট দিনে বিচার সভায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। বিচার সভা বসে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান আবদুল গফুর সাহেব, ঠাকুরদাস মাতবর, নকুল দাস, লতিফ মাতবর, রমেশ মালি ও রায় সমাজের মোহন রায়, আবেদ আলী মোল্লা প্রমুখ। বিচারে উভয় পক্ষের জবানবন্দী শুনার পর রায় দেয়া হয় যে, নির্মল সোম বাদীর (গোপাল দাস) ক্ষতিপূরণ বাবদ চুক্তিস্বরূপ চারমাস তাঁর বাড়ীতে রাখাল খেটে দেবে। বাদী ও বিবাদী উভয়ে রায় মেনে নেয়। ফলে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো সেটা হচ্ছে এই যে, সরকারী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামো তথা সমাজ সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল, আর সেজন্যই বিরোধটির নিষ্পত্তি ঘটলো জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামোয়।

আমরা এই পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। পরবর্তী পরিচ্ছেদটি হচ্ছে এই নিবন্ধের উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমরা নিরীক্ষণশীল গ্রামের ইতিবৃত্তি, সামাজিক কাঠামো ও কাঠামোগত কার্যাবলী, বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষক ও ঐ কাঠামোর মধ্যে তাদের ভূমিকা, শ্রেণীগত সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করেছি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে সমূহে। এই পরিচ্ছেদে আমরা এই নিবন্ধের উপসংহার টানতে চেষ্টা করবো।

গ্রামাঞ্চলে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকদের আন্তঃ ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে এই নিরীক্ষণশীল গ্রামে সামাজিক কাঠামোয় কোন্ শ্রেণীর কৃষক প্রভাবশালী, সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাবশালিতার উৎস কিংবা উদ্দেশ্যই বা কি হতে পারে? আর কাঠামোগত দিক দিয়ে কেন জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামো প্রভাবশালী? এই প্রশ্নগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে আমরা বিভিন্ন বিন্যাস উৎসারিত ক্ষমতার (Power) প্রসংগে কিছু বলতে চাই। ক্ষমতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মার্ক্স (১৯৬৯), লেনিন (১৯৭৪), ম্যাক্স ওয়েবার (১৯৫৭), বেইলী (১৯৬০), বেটাই (১৯৬৫), নিকোলাস (১৯৬৮), চৌধুরী (১৯৭৫), জাহাঙ্গীর (১৯৭৯), প্রমুখ।

মার্ক্সের (১৯৬৯) অভিমতে সকল ক্ষমতার উৎস্য হলো উৎপাদন উপকরণ (Means of Production) এবং ক্ষমতার বিন্যাস তৈরী হয় উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। (মার্ক্স : ১৯৬৯)।

ম্যাক্স ওয়েবার (১৯৬৭) ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে- "ক্ষমতা হলো একটা সম্ভাবনা (Probability) যে, একটি সামাজিক সম্পর্কের ভেতরে একজন ব্যক্তি, তার ইচ্ছা নির্বিচারে ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও কার্যকরী করতে সমর্থ হবে। আর সেই ভিত্তির উপরই এই সম্ভবনা প্রতিষ্ঠিত। একজন মানুষের সকল গুনাবলী ও সকল অবস্থার বোধগম্য উপাদানই তাঁকে কোন বিশেষ পরিবেশে তাঁর নিজের ইচ্ছা অপরের উপর চাপিয়ে দিতে সহায়তা করে।"

Dhaka University Institutional Repository

(ম্যাক্স ওয়েবার ঃ ১৯৫৭, পৃঃ- ১৫২-১৫৩)। ম্যাক্স ওয়েবারের সংজ্ঞা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তির গুনাবলী ও অনুকুল পরিবেশই ঐ ব্যক্তিকে প্রভাবশালী হতে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু এ বক্তব্য আমরা মেনে নিতে পারিনি, কেননা এতে শ্রেণীগত কোন গুনাবলীর কথা উল্লেখ নেই এবং ব্যক্তি বা পরিবেশের কথাও বলা হয়নি। অধিকন্তু, ক্ষমতা কোন 'সম্ভাব্যতা (Probability) নয়, এটা সামাজিক ক্ষমতা হিসাবে বিভিন্ন কাঠামোর আন্তঃ ক্রিয়ার মাধ্যমে উম্মোচিত হয়ে থাকে।

বেইলী (১৯৬০) ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কৃষক সমাজ পর্যবেক্ষণ করে ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ক্ষমতাকে সম্পদের উপর কর্তৃত্ব এবং মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (বেইলী ঃ ১৯৬০), পৃঃ- ১০)। কিন্তু, তিনি (Resource) সম্পদ প্রসংগে বিস্তারিত ভাবে কিছুই বলেননি। এ ব্যাপারে নিকোলাসের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। নিকোলাস (১৯৬৮) ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের একটা গ্রাম পর্যবেক্ষণ করে ক্ষমতার প্রসংগে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে ঃ সম্পদ হচ্ছে বিবিধ - যথা- বস্তুজাত ও মানবীয়। --------- বস্তুজাত সম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক উপাদানাবলী আর এগুলো হলো- অর্থ, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য সামগ্রী, জমি, খনি প্রভৃতি যা একজন ব্যক্তিকে একটা সামাজিক কর্মকান্ডে তার আকাংখিত বাসনা পূর্ণ করতে সহযোগিতা করে থাকে। -------মানবীয় সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানুষ এবং সম্পদশালী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মানুষের কতিপয় ব্যবহারিক দিক। আর এই বস্তুজাত ও মানবীয় সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকেই সামাজিক ক্ষমতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। (নিকোলাস ঃ ১৯৬৮, পৃঃ- ৩০০-৩০১)। তিনি ক্ষমতার উৎস হিসাবে সম্পদকে চিহ্নিত করেছেন। আর মানবীয় ও বস্তুজাত (Human and Material) সম্পদ এর ওপর কর্তৃত্বকে সামাজিক ক্ষমতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং ঐ দ্বিবিধ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রভাবশালী বলে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বংশ মর্যাদা কিংবা সামাজিক সম্পর্কাদির বিষয় উল্লেখ করেননি। তেমনি ভাবে উল্লেখ করেননি শ্রেণীগত ক্ষমতার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী (১৯৭৫) ও জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী ম্যাক্স ওয়েবারের সংজ্ঞা মেনে নিয়েছেন এবং বিকোলাজের (১৯৬৮) সামাজিক ক্ষমতার উৎসের অনুকরণে ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে দেখিয়েছেন যে, বাজার গোষ্ঠিভুক্ত ধনীকৃষক অতিশয় ক্ষমতাশালী।

জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) ঢাকা জেলার সাতারের দুটো গ্রাম পর্যবেক্ষণকালে ধনী কৃষক প্রভাবশালী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধনী কৃষকদের প্রভাবশালী হবার উৎস হিসাবে জমি এবং উৎপাদনশীল সম্পদের কর্তৃত্বের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। এর সংগে যুক্ত বংশগত মর্যাদা।

আমরা এখানে মার্কের (১৯৬৯) ক্ষমতার সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছি আর সেই সংগে জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে বংশগত উঁচু মর্যাদা (High Status) বিষয়টি মেনে নিয়েছি। এই দুটো উপাদানের সংগে আবার যুক্ত করেছি বিভিন্ন গোষ্ঠির সাথে সামাজিক সম্পর্ক। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কাঠামোয় সন্নিবিষ্ট যে গোষ্ঠি যত বেশী সামাজিক সম্পর্কের দিয়ে অন্য গোষ্ঠিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে, সেই গোষ্ঠিই তত্তোধিক প্রভাবশালী বলে পরিচিত।

গ্রামীন সমাজ কাঠামো অর্থনৈতিক, জ্ঞাতি গোষ্ঠি ও রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে গঠিত, আবার জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠি নিয়ে সংগঠিত। গ্রামাঞ্চলে জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামোকে " সমাজ সংগঠন" বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই গ্রামে তিনটি 'সমাজ সংগঠন' রয়েছে, তন্মধ্যে রহমত খান সমাজ ও ঐ সমাজের খান গোষ্ঠির রহমত খান একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত, কেননা তাঁর গোষ্ঠির জমি বেশী, বংশগত মর্যাদাও উঁচু, এছাড়া এই গ্রামে বিদ্যমান অন্যান্য গোষ্ঠি সমূহের সাথে তাঁর গোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক সহ নানাবিধ সম্পর্ক রয়েছে। এটা আমি তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রামে খান গোষ্ঠি প্রভাবশালী আর এই গোষ্ঠির রহমত খান একজন মধ্যকৃষক ও উচুঁ বংশের লোক হবার দরুন গ্রামীন সমাজ কাঠামোয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তিনি একাধারে সমাজপতি (মাতব্বর), স্থানীয় বিদ্যালয়ের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সকল সমাজের মুরব্বী হিসাবে গণ্য। তিনি কাজের সুবিধার জন্য জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামো (Kinship network) ও শ্রেণী সম্পর্ক (class network)-দুটোই ব্যবহার করে থাকেন। (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ সমুহে এসবের বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। স্থানীয় ভাবে বিরোধ, নিস্পত্তি, নির্বাচনে প্রতিনিধি মনোনয়ন ও প্রচারনা এবং নানাবিধ কর্মের জন্য জ্ঞাতিগোষ্ঠি সম্পর্ক (Kinship network) ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠি সক্রিয় রয়েছে আর ঐ-গোষ্ঠি সমন্বয়েই বিভিন্ন সমাজ কাঠামো সংগঠিত। কি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা জ্ঞাতি গোষ্ঠি প্রতিটি কাঠামোয় জ্ঞাতি গোষ্ঠির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রত্যেক কাঠামো বিশেষ করে রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় কোন কোন গোষ্ঠি বিশেষ ভূমিকা প্রতিপালন করে থাকে। যে গোষ্ঠির সাথে অন্যান্য গোষ্ঠির অর্থনৈতিক কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক যত বেশী বিদ্যমান, তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তত বেশী হ'বে বলে অনুমিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১৯৭৭ সনের স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য। ঐ নির্বাচনে চারজন প্রার্থী ছিলেন এবং তাদের গোষ্ঠিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিন্তু সরকার গোষ্ঠির আবুল নকুর নির্বাচিত হলেন, কেননা তাঁদের সরকার গোষ্ঠির সাথে নিরক্ষিণশীল গ্রামের সরকার গোষ্ঠি, আকাশী গ্রামের সরকার গোষ্ঠি ও চরভিটী গ্রামের সরকার গোষ্ঠির সহিত বিধি সম্পর্কসহ অত্র ইউনিয়নের অন্যান্য গোষ্ঠি সমূহের সাথে বিভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। আর সে কারণেই গোষ্ঠিগত সম্পর্ক তাঁকে নির্বাচিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এ সম্বন্ধে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এবারে আমরা গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষক সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার বিন্যাস আলোচনা করবো। গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষক সমাজের দুরূপ পরস্পর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে সরকারীভাবে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সুযোগ -সুবিধা বিতরণ করা হয়ে থাকে, তা শুধু মাত্র বিশেষ একটা শ্রেণীর উপকার হয়ে থাকে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে,

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
384593

Dhaka University Institutional Repository

যারা ক্ষমতা কাঠামোর সহিত সংযুক্ত থাকে,তারাই ঐ সমস্ত সুযোগ -সুবিধা উপভোগ করার সুযোগ লাভ করে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বিগত ১৯৭৮ সনে সরকারী ভাবে বিঘোষিত কৃষি ঋণের মধ্যে ৩,৫০০°০০ (তিন হাজার পাঁচশত টাকা) ঋণ বিতরিত হয়েছে এই গ্রামে। তন্মধ্যে খান গোষ্ঠির রহমত খান ১,০০০°০০ (এক হাজার) টাকা, সরকার গোষ্ঠির আব্দুর রহিম ১,০০০°০০ (এক হাজার) টাকা, বেপারী গোষ্ঠির জুনাবালী বেপারী ৫০০°০০(পাঁচশত) টাকা ,বেপারী গোষ্ঠির ~~জুলফিকার~~ কৈজুদ্দিন বেপারী ৫০০°০০(পাঁচশত) টাকা এবং জামাল সমাজের শেখ গোষ্ঠির জামাল উদ্দিন ৫০০°০০ (পাঁচশত) টাকা পেয়েছেন । এরা সকলেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সহিত সম্পর্কিত । কিন্তু নিম্নবিত্তশালী গ্রামের অন্য কোন ব্যক্তি ঋণের টাকা পায়নি বলে তথ্যাবলী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে ।

গ্রাম উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে কতিপয় লোকের স্বার্থোদ্ধার হয়ে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৭৬ সনে পারতিল্লী খাল খনন করার জন্য ১২০০ (বারশত) মন্ গম বরাদ্দ করা হয়েছিলো । কিন্তু প্রকল্পের জন্য খরচ করা হয়েছিলো মাত্র ৫০০(পাঁচশত) মন্ গম । কাজটি হয়েছে মাত্র ৫০ ভাগ, বাকী কাজ সমাধা হয়নি, অথচ অবশিষ্ট ৭০০ (সাতশত) মন্ গম স্থানীয় সার্কেল অফিসারের সহিত যোগসাজসে চেয়ারম্যান সাহেব আত্মসাৎ করেছেন বলে জনশ্রুতি আছে । এখন শুকনা মৌসুমে খালে পানি থাকেনা, সেচের কাজ ও চলে না । উপরন্তু ,বর্ষাকালে নৌকা ও চলাচল করতে পারে না । এর ফলে বিশ বিঘা ধানের জমি নষ্ট হয়েছে । এতদ্ব্যতীত, ঐ সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে শ্রেণীগত কোন প্রতিনিধিত্ব / অংশ গ্রহণ নেই, ফলে বিশেষ করে অধস্তন শ্রেণীর লোকেরা কল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । এটা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে ।

এই গ্রামে কোন কৃষক সমবায় সমিতি নেই, কিংবা নেই কোন সক্রিয় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব । আর সেজন্য,কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও সেই চেতনার রাজ-নৈতিক চেহারা স্পষ্ট নয় । ফলে, তারা জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামোর দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হচ্ছে । আর সে কারণেই জ্ঞাতি গোষ্ঠি কাঠামো সরকারী ভাবে স্বীকৃত কোন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান না হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হচ্ছে। এজন্য রাজনৈতিক কাঠামো (Formal Power Structure) বলে পরিচিত ইউনিয়ন পরিষদ সংগঠনগুলো গ্রামাঞ্চলে জ্ঞাতিগোষ্ঠির কাঠামোর (Informal Power Structure) উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে — একথা সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, এই গ্রামে বিদ্যমান বিভিন্ন সমাজ কাঠামোর মধ্যে জ্ঞাতি গোষ্ঠির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল এবং কৃষকদের ভেতরে শ্রেণী সচেতনতার উন্মেষ হওয়া সত্ত্বেও তাৎগোষ্ঠিগত সম্পর্কাদির খাতিরে জ্ঞাতিগোষ্ঠি কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। গ্রামীন ক্ষমতা বিন্যাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশ গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তা বিধান নেই বলে এই গ্রামে গোষ্ঠিগত সম্পদ (human and material resource), মর্যাদা (Status) ও বিভিন্ন গোষ্ঠি সাথে বিবিধ সম্পর্কাদির (Social Relations with other lineages) দরুণ মধ্য কৃষক শ্রেণী সকল বিন্যাসে অতিশয় প্রভাবশালী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, মধ্য কৃষক ধনী কৃষকের সহযোগিতায় গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতার বিন্যাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এখনো অব্যাহত রাখতে পারছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Abdullah, A. and Nations R., 1974: "Agrarian Development and the IRDP in Bangladesh", Dacca, (Mimeo).

Abdullah, et al, 1976: "Agrarian Structure and the IRDP: Praliminary Considerations", Bangladesh Development Studies, Vol. IV, No. 2, April.

Adnan, Swapan, et al, 1975: "The Preliminary Findings of a Social and Economic Study of Bangladesh Village", in: The Dacca University Studies, Vol. XXXVIII, Part (A-B), pp. 111-127

_____, 1975: "Social Structure and Resource Allocation in a Chittagong Village", Working Paper No. 3, Village Study Group, University of Dacca, November.

Alam, Manjurul, 1976: "Rural Power Structure and Co-operatives in Relation to Modernization of Agriculture" in; Ameerul Huq, ed, Exploitation and the Rural Poor, BARD, Comilla, March.

_____, 1976: "Leadership Pattern, Problems and Prospects of Local Government in Rural Bangladesh, Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, November.

Alavi, H. 1972: "Kinship in West Punjab Villages, in: Contributions to Indian Sociology, New Series, No. VI, December.

_____, 1973a: The State in Post Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh, in: Imperialism and Revolution in South Asia, eds, Kathleen Gough and Hari, P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

Dhaka University Institutional Repository

_____. 1973b: "Peasants and Revolution", in: Imperialism and Revolution in South Asia, eds. Kathleen Gough and Hari, P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

_____. 1973c; "Peasant Classes and Primordial Loyalties, in: The Journal of Peasant Studies. Vol. I, No. 2, October.

_____. 1975: India and the Colonial Mode of Production, in: The Socialist Register. eds. Ralph Miliband and John Saville, London: The Merlin Press.

Ameerul Huq et al, 1976: "Exploitation and the Rural Poor", Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, March.

Anwarul Karim, A.M., 1970: "Socio-Economic Study of a Village in Mymensingh, Mymensingh Agricultural University, (Typed Thesis), Mymensingh.

Bailey, F.G., 1959: Cast and Economic Frontier: Village in Highland Orissa, Manchester: Manchester University Press.

_____. 1960: Tribe, Caste and Nation, Manchoster, Manchester University Press.

_____. 1963: Politics and Social Change, Oxford: Oxford University Press.

_____. 1969: Stratagems and Spoils, Oxford: Oxford University Press.

Beals, A, 1962: Gopalpur: A South Indian Village, New York: Holt, Rine Hart and Winston.

Beals A.R. and B.J. Siegel, 1966: "Divisiveness and Social Conflict, Standord: Standord University Press.

Beidelman, T.O., 1959: A Comparative Analysis of the Jajmani System, Locust Valley, New York: Augustine.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Broomfield, J.H., 1968: Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Campbell, J.K., 1964: Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, Oxford: Clarendon Press.

Chaudhuri, M.A., 1969: Rural Government in East Pakistan, Puthighar Limited, Dacca.

Chayanov, A.V., 1966: The Theory of Peasant Economy, Homewood, Illinois.

Chowdhury, A, 1975: "Social Stratification in a Bangladesh Village", Journal of Asiatic Society of Bangladesh. Vol. XX, No. 3, December.

_____. 1976: "Class Relationship in a Bangladesh Village", The Dacca University Studies. Vol. XXIV, Part A, June.

_____. 1978: A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification, Centre for Social Studies, Dacca.

Corras, H.C., 1972: "The Economic Determinants of Political Factionalism: A Case Study of an Indian Rural District", Chicago: Illinois, U.S.A.: Economic Development and Cultural Change. 21(1), 118 - 141.

Dahrendorf, R., 1959: Class and Class Conflict in Indian Society, London.

Dumont, Rene, 1973: Problems and Prospects for Rural Development in Bangladesh: Second Tentative Report, Dacca: The Ford Foundation, Dacca.

Durkheim, Emile, 1962: The Rules of Sociological Method, New York: Clencoe (Collier - Macmillan).

Dhaka University Institutional Repository

Easton, David, 1953: The Political System, Calcutta, Scientific Book Agency.

Eckstein, Harry and David E. Apter, et al., 1963: Comparative Politics: A Reader; The Free Press, New York, U.S.A.

Ellickson, Jean, 1972: "A Believer Among Believers: The Religions Believes, Practices and Meanings in 9 Villages in Bangladesh, Michigan State University, Michigan.

Epstein, T.S., 1962: Economic Development and Social Change in South India, Manchester: Manchester University Press.

_____, 1967: Productive Efficiancy and Customary Rewards in Rural South India, in: Themes in Economic Anthropology, ed., R. Firth, London: Tavistock.

Festinger, Leon and Katz Daniel, 1976: Research Methods in Behavioral Sciences; New York: Amerind Publishing (Ptv) Company, (Indian Reprint).

Fortes, Meyer, 1949: The Web of Kinship Among the Tellensi, London: Oxford University Press.

Frank, A.G., 1967: Latin America: Under Development or Revolution, New York and London; Monthly Review Press.

Galeski, B., 1972: Conflict and Change as an Aspect of Development, Proceedings of the Third World Congress for Rural Sociology, 22 - 27, August.

_____, 1975: Basic Concepts of Rural Sociology, Manchester: Manchester University Press.

Gerth, H. and Mills, C.W., 1958: From MaxWeber: Essays in Sociology, Oxford: Oxford University Press.

Godelier, Maurice, 1967: "System, Structure and Contradiction in Capital", in: The Socialist Register. eds., R. Miliband and J. Saville, London: Merlin.

Dhaka University Institutional Repository

_____. 1972: Rationality and Irrationality in Economics, London. New Left Book.

_____. 1974: On the Definition of a Social Formation. The Example of the Incas, in: Critique of Anthropology, No. I, Spring.

_____. Modes of Production, Kinship and Demographic Structures, in: Marxist Analysis and Social Anthropology, ed. Maurice Bloch, London Malaby Press.

Gough, Kathleen, 1968: Peasant Resistance and Revolt in South India, Pacific Affairs. Vol. 41, Winter (1968-69), pp. 527 - 544.

_____, 1969: "The Indian Revolutionary Potential," in: Monthly Review. Vol. 20, No. 9, February.

_____. 1973: Imperialism and Revolutionary Potential in South Asia, in: Imperialism and Revolution in South Asia, ed., Kathleen Gough and Hari P. Sharma, New York: Monthly Review Press.

Government of Bangladesh,

1960: Agricultural Census.

_____.1964-65: Master Survey of Agriculture.

_____,1967-68: Master Survey of Agriculture.

_____.1969-70: Economic Survey of East Pakistan.

_____,1970-71: Statistical Digest of Bangladesh.

_____,1972: The Bangladesh Gazette.

_____.1973: The Bangladesh Agricultural Statistics.

_____.1973-74: Planning Commission, Annual Plan.

_____.1974: The First Five Year Plan.

_____.1974: Population Census Bulletin.

Dhaka University Institutional Repository

Government of Pakistan
1961 : Population Census Report.

Government of Bangladesh
1976 : Local Government Ordinance, in: The Bangladesh Gazette.

Habib, I., 1963: The Agrarian System of Moghul India, 1556-1707, London: Asia Publishing House.

_____, 1973: Problems of Marxist Historical Analysis in India, in: Towards National Liberation, ed, S.A. Shah, Montreal.

Hayes, D.L. and Hedlund, R.D., 1970: The Conduct of Political Inquiry, Prentice Hall, New York.

Hillway, T., 1964: Introduction to Research, Houghton Mifflin Co., Boston, (Second Edition).

Hilton, Williane, 1966: Fanshen, New York: U.S.A.

Huq, M-A-, 1971: Rural Institutions and Planned Change: A Case Study of Azimabad Village, East Pakistan, Lebanon; Agricultural University of Beirut.

Huq, M, et al., 1977: "Toward a Theory of Rural Development", in: Development Dialogue, Stockholm.

Inden, Ronald, B., 1976: Marriage and Rank in Bengali Culture, - History of Caste and Clan in Middle Period Bengal, University of California Press, Berkeley.

Islam, A.K.M. Aminul, 1974: A Bangladesh Village, Conflict and Cohesion: An Anthropological Study of Politics, Schenkman Publishing Company, Cambridge, Messachusetts.

Dhaka University Institutional Repository

International Eneclopedia of Social Sciences

IRDP, 1972: Comparative Study of Food Production in Four Districts of Bangladesh - Role of Institutional Infrastructure, Dacca, October (Mimeo).

____, 1974: Benchmark Survey, Dacca.

Jahan, R., 1972: Pakistan: Failure in National Integration, New York: Columbia University Press.

____, 1976: Members of Parliament in Bangladesh, in: Legislative Studies Quarterly, Summer.

Jahangir, B.K., 1975: "Rural Social Structure and Rural Leadership"; in: Bangladesh - Past and Present, Vol. I, No. 1, Autumn.

____, 1977: Peasant Mobilization Process, The Bangladesh Case, The Journal of Social Studies, Vol. I, Centre for Social Studies, Dacca.

____, 1977: Bangladesh: A Peasant Economy, The Dacca University Studies, Vol. XXVII, Part - A, December.

____, ১৯৭৭: বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন।

____, ১৯৭৭: উপমহাদেশে গ্রামীন গবেষণা চর্চা ও গুণগত সমস্যা, ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

____, 1979 : Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh, Centre for Social Studies, Dacca.

Joshi, P.C., 1967: "Land Reform in India", in: Rural Sociology in India, ed., A.R. Desai, Bombay: Popular Prakashan.

____, 1974: Land Reform and Agrarian Change in India and Pakistan, in: The Journal of Peasant Studies, Vol. I, No. 2, January.

Dhaka University Institutional Repository

Kabir, L., 1972: The Rights and Liabilities of the Rayots Under the Bengal Tenancy Act, 1885, and State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (with Amendments), Dacca: Law House Publications.

Kautsky, K., 1976: The Agrarian Question; Summary Selected Parts, by Jarius Banaji, in: Economy and Society, Vol. 5, No. 1, February.

Karl Marx and F. Engels, 1950: Selected Works, Vol. I, Moscow, Foreign Languages Publishing House.

Khan, A.Z.M.O. and Shahed, L., 1974: Rural Development in Bangladesh: Problems and Prospects, Local Government Quarterly, Reprint Series, No. 2, Dacca.

Laclu, E., 1971: Feudalism and Capitalism in Latin America, New Left Review, Vol. 67, May - June.

Lasswell, H.D., 1936: Politics: Who gets, what, when, how; Magraw-Hill Book Company, New York, U.S.A.

Leach, E.R., 1960: The Epistemological Background to Malinowski's Empiricism" in: R. Fifth (ed.), Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, London: Ruthledge.

_____. 1961: Ful Eliya - A Village in Ceylon, London: Cambridge University Press.

_____. 1966: Rethinking Anthropology, London: Athlone.

Lenin, V.I., 1964: Collect Works, Vol. 3, Moscow.

_____, 1971: A Great Beginning, Selected Works, Vol. 3, Moscow, Progress Publishers.

_____, 1974: The Development of Capitalism in Russia, Moscow; Progress Publishers.

Dhaka University Institutional Repository

Lewis, Oscar, 1958: Village Life in Northern India, Urbana: University of Illinois Press.

Lloyd, Peter C., 1965: The Political Structure of African Kingdom, M. Banton (ed), Political Systems and Distribution of Power, London: Tavistock.

_____, 1971: Classes, Crises and Coups, London: Paladin.

Mannan, M.A., 1972: "Rural Leadership and its Emerging Pattern in Bangladesh", Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, (Mimeo).

Mao, T.T., 1955: Selected Works, Vol. I, London, Lawrench Wishart Ltd.

_____, 1967: Selected Works, Vol. I, Peking: Foreign Languages Press.

Marriot, M., 1955: Village India: Studies in Little Community, The University of Chicago Press.

Marx, K., 1958:
a) Class Struggle in France;
b) Louis Bonapartes, the Eighteenth Brumaire;
c) Civil War in France; in: Marx, K and Engels, F. (eds), Selected Works, Vol. I, Moscow; Foreign Languages Publishing House.

_____, 1966: Capital - A Contribution to the Critique of Political Economy, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow.

_____, 1964: Pre-Capitalist Economic Formations, ed., E. J. Hobsbawn, London: Lawrence and Wishart.

_____, 1973: Grundrisse, London: Penguin Books.

Marx, K. and Engels, F., 1939: The German Ideology, New York: International Publishers.

Dhaka University Institutional Repository

Mukherjee, R.K., 1948: "Economic Structure of Rural Bengal: A Study of Six Villages in Bengal". American Sociological Review, Vol. XIII, December.

____, 1957: The Dynamics of Rural Society, Berlin: Academic Verlag.

____, 1971: Six Villages of Bengal, Bombay Prakashani.

Nicholas, Ralph, W., 1963: "Village Factions and Political Parties in Rural West Bengal", in: Journal of Commonwealth Political Studies, Vol. 2.

____, 1965: "Factions - A Comparative Analysis", in: Political Systems and the Distribution of Power, ed., M. Banton.

____, 1966: Segmentary Factional Political System, in: Political Anthropology, eds., MS. Swartz, V.W. Turner and A. Tunden, Chicago: Chicago University Press.

____, 1968: "Rules, Resources and Political Activity", Local Level Politics, ed. Marc Swartz, Chicago: University of Chicago Press.

____, 1968: "Structure of Politics in Villages of Southern Asia"; Structure and Change in Indian Society, (eds.) M. Singer and B. Cohn, New York, Chicago: Aldine Atherton.

____, 1973: Social Science Research in Bangladesh, The Ford Foundation, Dacca, December (Mimeo).

Pit-Rivers, J., 1971: People of the Sierra, Chicago: University of Chicago Press.

Potter, J.M., Diaz M.N. and Foster, G.M., 1967: "Peasant Society: A Reader", Little, Brown and Co., Boston.

Powell, J.D., 1970: "Peasant Society and Clientelist Politics", The American Political Science Review, Vol. XIV., P. 2.

Quadir, S.A., 1960: Village Dhaneswar: Three Generations of Man Land Adjustment in East Pakistan Village, BARD, Comilla.

Dhaka University Institutional Repository

Radcliffe Brown, A.R. et al., 1950: African Systems of Kinship and Marriage, London: Oxford University Press.

Radcliffe Brown, A.R., 1952: Structure and Function in Primitive Society, London, Cohen.

Rahman, A.T.R., 1962: Basic Democracies at the Grass Roots, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla.

Rashiduzzaman, M., 1968: Politics and Administration in the Local Councils: A Study of Union and District Councils in East Pakistan, Dacca: Oxford University Press.

Raymond, Firth., 1967: The Peasantry of South East Asia, in: J.M. Potter, M. N. Diaz and G.M. Foster (eds), Peasant Society: A Reader, Little, Brown and Co., Boston.

Redfield, Robert, 1956: Peasant Society and Culture; An Anthropological Approach to Civilization, Chicago; University of Chicago Press.

_____. 1960: The Little Community, Chicago: University of Chicago Press.

Rehman, Sobhan, 1968: Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan, Bureau of Economic Research, University of Dacca, Dacca.

Shanin, Theodor, 1971: Peasantry, Delincation of a Sociological Concept and a Field of Study, in: European Journal of Sociology. Vol. 12.

_____. 1972: The Awkward Class, London; Oxford University Press.

_____. 1973: "Peasantry as a Political Factor", in: Peasants and Peasant Societies, ed, Theodor Shanin, Penguin Education Book, U. K., Hazell Watson and Viney Ltd, Aylesbury.

Dhaka University Institutional Repository

_____, 1974: "The Nature and Logic of the Peasant Economy", in: Journal of Peasant Studies, Vol. I, No. 2, January.

Stalin, J., 1945: Problems of Leninism, Moscow.

T. Hara, T., 1967: "Paribars and Kinship in a Muslim Rural Village in East Pakistan," Australian National University, (Unpublished Ph.D. Thesis).

Tepper, Eliot, 1966: Changing Pattern of Administration and Development of Rural East Pakistan, Michigan State University, (Asian Studies Center, South Asia Series, Occassional Paper, No. 5).

Terray, Emmanuel, 1972: Marxism and Primitive Societies, New York: Monthly Review Press.

_____, 1975: Classes and Class Consciousness in the Abnon Kingdom of Gyanon, in: Marxist Analysis and Social Anthropology, ed, Maurice Bloch, London: Malaby Press.

Thorner, D., 1956: The Agrarian Prospect in India, "Delhi: Delhi University Press.

_____, 1968: "Peasantry", in: International Encyclopedia of Social Sciences, ed, David L. Sils, The Macmillan Company and The Free Press, Vol. II.

_____, 1971: "Peasant Economy as a Category in Economic History", in: Peasants and Peasant Society, ed, Theodor Shanin, London; Penguin Education Book.

Weber, M., 1958: From Max Weber: Essays in Sociology (ed), Hans Gerth and C. Wright Mills, Oxford: Oxford University Press. (Galaxy Edition).

Weingrod, A., 1968: Patrons, Patronage and Political Parties, in: Comparative Studies in Society and History, Vol. 10.

Dhaka University Institutional Repository

Westergaard, K., 1978: "Mode of Production in Bangladesh", B.K. Jahangir, ed., The Journal of Social Studies. Vol. 2, Dacca.

Wolf, Eric., 1956: Aspects of Group Relations in a Complex Society, in: American Anthropologist, Vol. 58.

____. 1966a: Peasants, New York: Prentice Hall Inc.

____. 1966b: Kinship, Friendship and Patron-Client Relations in Complex Societies, ed, M. Banton, London: Tavistack.

____. 1971: Peasant Rebellion and Revolution, in: National Liberation Revolution in the Third World, eds, Norman Miller and Roderich Aya, New York: The Free Press.

____. 1973: The Peasant Wars of the Twentieth Century, London: Faver and Faver.

Wood, G.F., 1976: "The Political Process in Bangladesh", A Research Note", in: Huq A. (ed.), Exploitation and the Rural Poor, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, March.

Wood, G.D., 1976: "Class Differentiation and Power in Bandokgram: The Minifurdist Case", in: Exploitation and the Rural Poor, ed, Ameerul Huq, BARD, Comilla.

Worsley, P.M., 1956: "The Kinship System of the Tallensi: A Revaluation", The Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. 86, Part - 1.

Zaidi, S.M. Hafez, 1970: The Village Culture in Transition: A Study of East Pakistan Rural Society, Honolulu, East-W esst Center Press.